সমস্ত এই টেবিলে নিয়ে আসুন! চার পেয়ালা গরম চা'ও এখানে পাঠিয়ে দেবেন। আমার পেয়ালায় চিনির পরিবর্ত্তে একটু দুধ বেশী ক'রে দেবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনারা ঐ বিলিতি টিনের দুধ ব্যবহার ক'রছেন না ত'? ওই যে 'নেস্‌লস গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ!'—মাপ করবেন, ও আমি ছুঁইনে! ও ব্যবস্থা যদি করে থাকেন ত' বলুন সরে পড়ি!"

মিঃ জি, কে, আড়চোখে বারকতক মিসেস্ রায়ের দিকে চেয়ে চুপি চুপি অবিনাশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওঁর সন্তানাদি কি?"

অবিনাশবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বিবাহের অল্প দিনের মধ্যেই ওঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে! মাতৃত্বের সৌভাগ্য ও আনন্দ হ'তেও উনি বঞ্চিতা!"

মিঃ জি, কে, আর একবার মিসেস রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন— "ওঁর জীবনের শোচনীয় কাহিনী শুনে ওঁর প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতির উদ্রেক হচ্ছে।—কিন্তু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা— বলতে পারেন? আদিনাথবাবু যে রকম ঘনিষ্ঠভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ ক'রছেন দেখছি—তাতে কি আপনার মনে হয় না—"

বাধা দিয়ে অবিনাশবাবু বললেন—"আজ্ঞে না! সে রকম কিছু ভাববেন না!"

দেওয়ান প্রিয়নাথবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও—চা বা খাদ্যদ্রব্য কিছুই না পেয়ে ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে বিরক্ত হয়ে উঠে বললেন— "অবিনাশ! এ বোগাস্ হিতসাধন সমিতিটা দেখছি তুলে দিতে হবে চায়ের দোকান খুলেছে অথচ খদ্দের এলে কারুর খেয়াল থাকে না

—একি ছেলে-খেলা না ইয়ার্কী?—চলহে মিঃ ঘোষ, উঠে পড়া যাক্!"

হঠাৎ রায়বাহাদুর নীলাম্বর সেট শশব্যস্ত হ'য়ে সেখানে ছুটে এসে দেওয়ানজী মহাশয়কে নমস্কার জানিয়ে বললেন—"আপনি বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন শুনলেম! দেখুন, এ জয়ন্তী ইস্কুলের মেয়েদের কাণ্ড!—আমাদের কোনো দোষ নেই! হিতসাধন সমিতির অপরাধ নেবেন না—"

দেওয়ান প্রিয়নাথবাবু উত্যক্ত কণ্ঠে বললেন—"হিতসাধন সমিতি এ সব এ্যালাউ করেন কেন?—আর যদি করলেনই, তবে এদিকে দৃষ্টি রাখেন না কেন?—"

রায়বাহাদুর অপরাধীর মত হাতজোড় ক'রে বিনীত কণ্ঠে জানালেন —"আজ্ঞে, এটা একজিবিশন কমিটি তাঁদের এ্যামিউজমেণ্ট্ সেক্‌শানের সাব্ কমিটির উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁরা ঠিক সতর্ক ভাবে—"

প্রিয়নাথ বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—"ঈষ্! ভারি ত' একজিবিশন তার আবার সতরটা কমিটি! সতর্ক ভাবে কি বলছেন আপনি? অত্যন্ত অভদ্র ভাবে তাঁরা কাজ করছেন!—'রিজার্ভ-টেবিল' কি মশাই? একি বিলিতি হোটেল—আমরা কি পয়সা দেবো না?—"

রায়বাহাদুর অত্যন্ত নরম হয়ে বললেন—"না না, দেখুন, ওটা হ'চ্ছে —এই বুঝতেই তো পারছেন—সার ভুপেন্দ্র অনুগ্রহ ক'রে তাঁর এই টেনিস্ লন আর কম্পাউণ্ড আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন ব'লেই ত' এ বছর আমাদের বার্ষিক উৎসবটা এমন সাক্‌সেস্‌ফুল করতে পারা গেল—নইলে—"

বাধা দিয়ে প্রিয়বাবু বললেন—"নইলে হিতসাধন সভা একেবারে ভেসে যেতো আর কি ?—কেন, আপনারা আমায় একবার ব'ললেই ত' আমাদের "দেওয়ানজী কুঠি" অনায়াসে আপনাদের উৎসবের জন্য ছেড়ে দিতে পারতেম ! দেখেছেন তো সে কত বড় উঠোন ! মাঠ বললেই হয় ! অমন তিনটে সার ভূপেন্দ্রের লন আর কম্পাউণ্ড তার মধ্যে ঢুকে যায় !—কি বলো অবিনাশ ?—"

অবিনাশ বাবু কিছু বলবার আগেই রায়বাহাদুর ব'ললেন—"তাছাড়া শুনেছেন বোধ হয়, যে এবারকার উৎসবের সমস্ত খরচই—"

অবিনাশ বাবু সে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন—"তা' খরচ আপনাদের যাই হোক—দেওয়ানজী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষদের প্রাচীন কীর্ত্তির কাছে কি আর ?—রামঃচন্দ্রঃ—কিসে আর কিসে ? 'দেওয়ানজী-কুঠী' হ'ল একটা গৌড়বঙ্গের প্রসিদ্ধ ঐতিহ পীঠস্থান !—"

খুশি ও গর্ব্বের হাসিতে প্রিয়বাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রায়বাহাদুর বললেন—"আমরা সাহস ক'রে আপনাকে অনুরোধ করতে পারিনি। 'দেওয়ানজী কুঠী' আপনি যদি ছেড়ে দেন, তা'হলে ত' প্রতি বছরই—"

বাধা দিয়ে প্রিয়বাবু বললেন—"ওইটি পারবো না রায়বাহাদুর ! প্রতি বছর ওখানে হল্লোড় করা চলবে না ! তবে হ্যাঁ, এক আধ বছর যদি বলেন—আমি আপত্তি করবো না ! কি জানেন—"

দেওয়ানজী আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু সেই সময় আদিনাথের পিছু পিছু স্বয়ং মিসেস্ রায় একটি ঝালর ঢাকা ট্রেতে চার

পেয়ালা চা এবং তাঁর সঙ্গে চারটি চঞ্চলা হরিণীর মত তরুণী বালি
হাতে চার প্লেট খাবার এনে তাঁদের টেবিলের উপর সযত্নে সাজিয়ে দি
সুরু করলেন !

মিসেস্ রায় দেওয়ানজীকে উদ্দেশ ক'রে ব'ললেন—"আপনার
স্পেশ্যাল এ্যারেঞ্জমেণ্ট ক'রে ফ্রেশ চা আনতে দেরী হ'য়ে গেল !
করুন। এইটি আপনার কাপ—চিনি কম দুধ বেশী, আমি নিজে তৈ
ক'রেছি। দেখুন তো কি রকম টেষ্ট হয়েছে ?"

মিসেস্ রায় এবার মিঃ জি, কের দিকে প্রীতি-সুন্দর দৃষ্টিতে চে
বললেন—"আপনাদের বড় কষ্ট হ'ল, এজন্য আমরা লজ্জিত ! যথাযে
[illegible]দের অভ্যর্থনা করতে পারিনি ! কিছু মনে করবেন না। এটা যুদ্ধে
—"আঃ এই কথা মনে রেখে আমাদের ক্রটী ক্ষমা করবেন—"
সাব্ কমি মিঃ জি, কে বিদ্যুৎবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে হ
ঠিক স[illegible]য় দিলেন, মিসেস্ রায়ের সঙ্গে করমর্দ্দন করবার জন্য !

প্রিয় মিসেস্ রায়ের হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে অত্যন্ত মিষ্ট হে
[illegible]র মিঃ জি, কে বললেন, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রলোভনে
চেয়েও অনেক ক্রটী আমরা ভোগ করতে প্রস্তুত মিসেস্ রায় !
শুনেছি, আপনার মেয়ে ইস্কুলটি না কি এদেশের গৌরব হ'য়ে উঠেছে
কবে সে কীর্ত্তি সন্দর্শনে আমাদের সৌভাগ্য হবে বলুন !"

মিসেস্ রায় খুশি হয়ে ব'ললেন—"সৌভাগ্য বলে মানবো সে
আমাদেরই,—যেদিন আপনাদের মত শিক্ষিত সজ্জনের পদার্প
আমাদের ইস্কুল ধন্য হবে !"

মিঃ জি, কে এবার মিসেস্ রায়ের হাতখানি একটু জোরে টি

ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"আপনাদের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠে এমন পুরুষমানুষ খুব কমই দেখা যায়! বাস্তবিক, আপনি যদি এই দুর্ভাগা দেশে না জন্মে বিলাতে বা আমেরিকায় জন্মাতেন, নিশ্চয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একজন বিশ্বস্তত নারী হ'য়ে উঠতে পারতেন!"

দেওয়ানজী মহাশয় ছোকরার এই সপ্রতিভ প্রগল্ভতায় বিরক্ত হ'য়ে বললেন—"মিঃ ঘোষ বোধ হয় এখনো অবিবাহিত আছেন?"

অবিনাশ বাবু ব'ললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি ব্যাচিলার!"

দেওয়ানজী গম্ভীরভাবে বললেন—"বুঝিচি! বিবাহ হ'লে আর এতটা উচ্ছ্বাস থাকতো না!"

মিসেস্ রায় হেসে বললেন—"হ্যাঁ, তাহ'লে আমাদের স্তুতিবাদের পরিবর্ত্তে ওঁর মুখে কেবল নিন্দাবাদই শুনতে হ'তো!—আচ্ছা; আপনারা পানাহার সুরু করুন, চা' জুড়িয়ে যাচ্ছে! আমি চললুম সার ভূপেন্দ্রের পার্টির জন্য জলযোগের একটু বিশেষ আয়োজনে ব্যস্ত আছি। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, আসি—"

এই ব'লে হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে সকলকে একটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে মিসেস্ রায় সেখান থেকে চলে গেলেন।

দেওয়ানজী রুদ্ধ রোষে গর্জ্জন ক'রে উঠে বললেন—"শুনলে ত' অবিনাশ! উনি সার ভূপেন্দ্রের পার্টির জন্য জলযোগের বিশেষ আয়োজনে ব্যস্ত আছেন! আচ্ছা, এ সবের মানে কি? টেবিল রিজার্ভ; জলযোগের বিশেষ আয়োজন! কেন হে বাপু? একি তোমার মেয়ের বিয়ে, না সামাজিক কোনো কাজ? একটা পাবলিক ফাংশান্, এর মধ্যে এরকম তারতম্য বিধান শুধু অশোভন নয়, অন্যায় অপরাধ!"

"তা, আপনারাই বা এ অন্যায় মুখ বুঁজে সইছেন কেন? এর এর একটা প্রতিবিধান করুন না।" এই বলে মিঃ জি, কে জিজ্ঞ দৃষ্টিতে দেওয়ানজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

অবিনাশ বাবু বললেন—"কি জানেন মশাই, এ হোলো কাঞ্চ কৌলীন্য! যাকে বাংলায় বলে—বড়লোকের গোলামী! হাজ বছরের প্রাচীন সংস্কার, ওকি আর দু' পাতা ইংরিজি পড়লেই যা ও যে আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করেছে।"

দেওয়ানজী ব'ললেন—"আপনি ত' কলকাতা শহরে নূতন পদা করেছেন মিঃ ঘোষ! কিছুদিন এখানে থাকুন, তখন শহরের হালচ সব আপনিই বুঝতে পারবেন। কই হে অবিনাশ! চা খাও জুড়িয়ে গেল যে!"

অবিনাশ বাবু চমকে উঠে চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে চুমুক দিতে স্থ করলেন।

জি, কে কেকের ডিশখানি টেনে নিয়ে দেওয়ানজীর সামনে তু ধ'রে বললেন—"কেকগুলো ভালই হবে মনে হচ্ছে—ফার্পোর তৈ দেখছি, নিন্ দু'একখানা টেষ্ট্ ক'রে দেখুন স্যর্!"

দেওয়ানজী একখানা নোস্তা কেক বেছে নিয়ে বললেন—"আপনি এ গুলোর সদ্ব্যবহার করুন মিঃ ঘোষ, আপনারা বিলাত ফেরত মানু এর মর্য্যাদা বোঝেন—আমাদের কাছে কিন্তু ভীম নাগের সন্দেশ, দ্বারি ঘোষের খাবারই উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়।

জি, কে উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললেন—"সে কথা ঠিক! সুস্ব আহার্য্য প্রস্তুত ক'রতে ভারতবর্ষ এখনো অদ্বিতীয়। কিন্তু, আপ

আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বললে আমার বড় লজ্জা বোধ হয়! আমি আপনার সন্তানতুল্য, আমাকে 'তুমি' ব'ললেই আমি খুশি হবো—"

দেওয়ানজী প্রসন্ন হ'য়ে বললেন—"বয়সের হিসাবে তাই বলাই উচিত বটে, কিন্তু, সংবাদপত্রে তোমার যে রকম নাম-যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তোমাকে তাই "তুমি" বলতে প্রথমটা সাহস হয়নি! বুঝলে! তারপর, এই ক'দিন তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ পেয়ে এখন ভরসা হয়েছে! আশা করি তুমি আমাদের দেশের একদিন মুখোজ্জল করবে, জাতির জীবনে একটা নব চেতনা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলে এদেশে তুমি—তুমি—"

দেওয়ানজী আর ভাবপ্রকাশের ভাষা খুঁজে না পেয়ে নিরুপায়ের মত চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে অবিনাশ বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রতেই অবিনাশ বাবু তাঁর অবস্থা বুঝে বলে দিলেন—"তুমি এদেশে একটা নব-যুগের সূচনা করবে!"

তাড়াতাড়ি চায়ে একটা বড় চুমুক দিয়ে দেওয়ানজী বললেন—"হ্যাঁ, দেশে একটা নবযুগের সূচনা করবে! ঠিক্ এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলেম। আমাদের বাংলা ভাষার চর্চ্চা ত' কোনদিন ছিল না, কথা ঠিক যোগায় না—অবিনাশ 'এডিটার' কি না! ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি ও ঠিক বলতে পারে, এইজন্যেই ওকে আমি এত পছন্দ করি।"

অবিনাশ বাবু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন—"সে আপনার অনুগ্রহ! আপনার দয়াতেই তো বেঁচে আছি!"

জি, কে সবিনয়ে নিবেদন করলেন—"আপনাদের সাহায্য ও

সহানুভূতি পেলে এমন অনেক সার ভূপেন্দ্র চৌ আমি ঢিট্ করে দিতে পারবো।”

দেওয়ানজী একটু নিম্নস্বরে বললেন—“কথাটা যখন মিঃ ঘোষ, তখন তোমাকে বলে রাখাই ভালো যে সার ভূপেন্দ্র লোকটা খুব খারাপ নয়, কিন্তু ওকে নষ্ট ক'রছে ফড়েতে ঐ যে রায়বাহাদুরটিকে দেখলে বাবাজী! ও একটি শালিক-

অবিনাশ বাবু বললেন—“শালিক কি মশাই? বলুন তো সার ভূপেন্দ্রের মাথা খেয়েছে!—”

জি, কে বললেন—“সকলের মুখেই এই কথা শুনছি টে! রায়বাহাদুরের মতো একজন সমাজ-সেবক জনহিতকর কর্ম্মী যে ক'রে—”

দেওয়ানজী উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বললেন—“সমাজ সেবক! বাহাদুরকে তুমি সমাজ-সেবক মনে করো? ওকে তুমি জনহিতক বলো? হ্যাঁ, যৌবনে এক সময়ে এইগুলো তার আদর্শ ছিল বটে কর্পোরেশনে কাউন্সিলার হবার পর থেকে এবং রায়বাহাদুর পাওয়া পর্য্যন্ত ও লোকটা একেবারে উচ্ছন্নয় গেছে! এখন বড়লোক-ঘেঁসা—আর গভর্মেণ্টের খয়ের খাঁ আর ত্রুটি নেই

জি, কে বললেন—“এবার ইলেক্‌শানে ওকে যদি কেউ ভোট তা'হলেই ত' জব্দ হয়ে যাবে—”

দেওয়ানজী বললেন—“ভোট ত' বড়লোকদেরই! তাদের হাত করে ফেলেছে! ওকে হঠানো এখন শক্ত! এর উপর কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতাও আছে।”

অবিনাশবাবু বললেন—"মিঃ ঘোষ চেষ্টা করলে হয়ত' এবার রায় বাহাদুরকে কাত করতে পারেন—"

দেওয়ানজী উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন—"বেশত'!—উনি চেষ্টা করুন না! আমরা ত' তাই চাই!"

জি, কে বললেন—"চেষ্টা আমি ক'রতে পারি, কিন্তু আপনাকে ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াতে হবে দেওয়ানজী মশাই! তবে, কতটা যে সফল হ'তে পারবো—সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ, আমি আপনাদের এ ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন নূতন লোক—"

অবিনাশবাবু বললেন—"অপরিচিত কি রকম! চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও মিঃ জি, কে, ঘোষের নাম আজ এ শহরে কার অপরিচিত? তাছাড়া, বক্তৃতায় ও রচনায় আপনি যে রকম সিদ্ধহস্ত, আপনি চেষ্টা করলে কি না ক'রতে পারেন? আমার কাগজ রইলো আপনার হাতে, রায়বাহাদুরের বিরুদ্ধে চালান্ ক্যাম্পেন্! প্রবল আন্দোলন সুরু করে দিন এখন থেকে—"

দেওয়ানজী বললেন—"হ্যাঁ, যা করবার এখন থেকেই করতে হয়, কারণ ইলেক্‌শান সুরু হচ্ছে এই মাসের শেষেই—আর মাত্র দিন কুড়ি পঁচিশ সময় আছে হাতে!"

মিঃ জি, কে বললেন—"উত্তম! তবে লাগা যাক কোমর বেঁধে। কিন্তু, একটা কথা, আপনি যদি নির্ব্বাচিত হন, ব্যাঙ্কের দেওয়ানী তো আপনাকে ছাড়তে হবে! করদাতা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাই তখন আপনার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই।"

দেওয়ানজী একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন—"তা সে দেখা

যাবে এখন তখন! ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে! যদি ছাড়বার দরকার বোধ করি নিশ্চয় ছাড়বো—"

জি, কে বললেন—"তা হ'লে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে আমি জিতিয়ে দেবোই! কিন্তু, তার আগে কংগ্রেসের একটা ছাপ আপনাকে যোগাড় করতে হবে। আপনার নিজেরও একটা দল আছে তো, যারা আপনার হয়ে খাটতে রাজি—"

দেওয়ানজী বললেন—"পাড়ার ছেলেরা আমার কথায় ওঠে বসে! ওদের যাত্রার দলের, থিয়েটারের ক্লাবের আমি হচ্ছি একজন প্রধান পেট্রন!—"

অবিনাশবাবু বলে উঠলেন—"চুপ চুপ! ও পক্ষের চর আসছে!"

পাড়ার বিশুখুড়োকে দেখা গেলো হুঁকো হাতে মেয়েদের চায়ের দোকানে এসে ঢুকলেন।

হুঁকো সমেত হাত জোড় ক'রে সবাইকে একটা নমস্কার জানিয়ে ফোক্‌লা দাঁতে মৃদুহাস্য ক'রে ব'ল্‌লেন—"আমি কি এখানে একটু বসতে পারি!"

দেওয়ানজী বললেন—"ওখানে বোসনা খুড়ো, গলা ধাক্কা দিয়ে তুলে দেবে! ও টেবিলটা আপনাদের সার্ ভূপেন্দ্র চৌধুরীর জন্য রেলগাড়ীর বার্থের মতো রিজার্ভ করা আছে!"

বিশুখুড়ো সর্পদষ্টের মত তিন হাত লাফিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বললেন "সর্ব্বনাশ! তা হ'লে উপায়? এখন 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা' হ'ল যে!—"

দেওয়ানজী বললেন—"কেন, আমাদের টেবিলে এসে বোসনা খুড়ো,

ওহে অবিনাশ! ছুঁড়ীগুলোর কাউকে বলে দাও তো বিশুখুড়োর জন্য এক কাপ চা ও এক প্লেট খাবার দিতে—”

বিশুখুড়ো হাত তুলে নিষেধ জানিয়ে বললেন—“না না বাবাজী, থাক্! অতটা বাড়াবাড়ী বরদাস্ত হবে না!—হীরুর চায়ের দোকানেই দু’বেলা চা’ খাওয়া অভ্যাস, এ সব মেমসাহেবদের তৈরী চা’ কি পেটে সহ্য হবে? বুঝেচোত’ ভায়া!—আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই নে!”

দেওয়ানজী বিশুখুড়োর হাত ধরে টেনে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে পুত্র আদিনাথকে ডেকে বললেন—“খুড়োর জন্যে চা ও সব রকম জলখাবার এক প্লেট তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসো!—

আদিনাথ চা ও জলখাবারের চেষ্টায় মহিলা-ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতেই বিশুখুড়ো সেদিক পানে চেয়ে বললেন—“ভায়া আমার আছেন বেশ! একেবারে নবনারী কুঞ্জর! যেন ষোড়শ গোপিনী বেষ্টিত শ্যাম রায়!”

মিঃ জি, কে বললেন—“কালের ধর্ম্মকে অস্বীকার করা মূঢ়তারই নামান্তর! এদেশের তরুণেরা চিরদিন নারী-সংস্পর্শহীন যৌবন যাপন করতে বাধ্য হ’য়েছে! চিত্তবৃত্তির এই বুভুক্ষা তাদের অমানুষ ক’রে ফেলেছে! আজ যদি তাদের জীবনের সেই মরুপথ নারী সঙ্গলাভে—সুমাস্তীর্ণ হয়ে উঠে থাকে, আদিনাথবাবু সে সুযোগ সম্পূর্ণ উপভোগ করে সুস্থ মন ও সৎস্বভাবেরই পরিচয় দিচ্ছেন, এতে আমাদের কারুর ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়!”

বিশুখুড়ো জি, কে’র মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে পরে বললেন—“ইনিই বুঝি আমাদের সেই সাগর পারের বঁধু!

অবিনেশদের কাগজে এরই ছবি ও লেখা না প্রায়ই ছাপা হয় বাবাজী—"

দেওয়ানজী বললেন—"ঠিকই অনুমান করেছো খুড়ো! ইনিই সেই বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার স্বনামধন্য মিঃ জি, কে, ঘোষ!"

বিশুখুড়ো এবারে বিশেষ ক'রে জি, কে'র উদ্দেশে হুঁ কোসমেত হাত তুলে একটি সবিনয় নমস্কার জানিয়ে বললেন—"আমাদের যে এখন ঈর্ষা করবারই বয়স ম'শায়! সর্ব্ব অবয়ব অহরহ জানিয়ে দিচ্ছে 'শেষের সেদিনও মন করোরে স্মরণ'! আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনে—তবে আপনার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হলেম! এতদিন চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি!"

আদিনাথ এই সময় বিশুখুড়োর চা' ও জলখাবার এনে দিয়ে জি, কে'র দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আমাদের বিশু[illegible] চেনো তো ঘোষ?"—

জি, কে বললেন—"উনি কোন্ দলের?—লেব[illegible]না—ক্যাপিটালিষ্ট্?"

বিশুখুড়ো হাত জোড় করে ব'ললেন—"এজ্ঞে, ভূতপূর্ব্ব ক্যা[illegible]লিষ্ট! ছিলেম একদিন ও-দলে। এখন আর পাত্তা পাই নি! উ[illegible] আছি ইন্‌সলভেন্ট্‌দের দলে!—অর্থাৎ সোস্যালিষ্ট পার্টিতে! বুঝেচে[illegible] ত'। আর বেশী কিছু বলতে চাইনে!"

জি, কে সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে বললেন—"ভেরি [illegible]! কি ক'রে আপনার সব নষ্ট হ'ল?—"

বিশুখুড়ো হেসে বললেন—"এই পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে সব গলে বেরিয়ে গেল!—এ ছাড়া আর বেশী কিছু বলতে চাইনে!"

দেওয়ানজী এই সময় খুড়োকে বললেন—"কই হে, চা' খাওনা খুড়ো ! জুড়িয়ে গেল যে !—"

"গরম আর এক কাপ এনে দিচ্ছি !"—ব'লে আদিনাথ মেয়েদের মহলে চলে গেল !

"ঈষ্ ! ভায়ার দেখ্ছি বড্ড টান !" এই বলে বিশুখুড়ো চায়ের পেয়ালা তুলে মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"দাম কত দিতে হবে আগে শুনি । নইলে, খেয়ে ফেলে আর বোকা ব'নছিনি !"

অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"এর অর্থ কি খুড়ো ?"

বিশুখুড়ো বললেন—"সে বুঝি জানো না ? একবার এই রকম এক চায়ের দোকানে জন কতক পরিচিত লোক বসে চা খাচ্ছিলেন, আমার অপরাধের মধ্যে আমি সেই চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে ভগবতীদের বাড়ী পাশা খেলতে যাচ্ছিলেম । তাঁরা দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি সুরু করলেন ! 'একটু বসে যাও খুড়ো ! এক কাপ চা খেয়ে যাও !' চা খাওয়ার লোভে গেলুম, গল্প করতে করতে এক কাপের পর দু'কাপ খাওয়া হয়ে গেল ! ওঠবার সময়ে চা'ওলা দাম চাইলে, জানো তো ট্যাঁকে আমার একটি পয়সাও থাকে না ! ওদের বললুম—'দামটা দিয়ে দে তোরা !' ওরা বললে—'আমাদের কাছে তো কিছু নেই খুড়ো !' তখন মুস্কিলে পড়ে গেলুম ! আমি কি জানতুম যে চায়ের দাম আমাকে দিতে হবে ? তাহ'লে কোন্ শালা ঢুকতো দোকানে ! আমি ভেবেছিলুম ওরা যখন এক কাপ চা খেয়ে যাবার জন্য এত ডাকাডাকি করছে তখন দামটা ওরাই দেবে নিশ্চয় ! কিন্তু খাবার পর এই ফ্যাসাদে পড়া গেল !

দোকানদার লোক ভালো তাই 'আর একদিন দিয়ে যাবেন' ব'লে ছেড়ে দিলে! নইলে—আমি বেশী কিছু ব'লতে চাইনে! —কী হ'ত বলোতো?"

দেওয়ানজী হেসে উঠে ব'ললেন—"ভয় নেই খুড়ো! আজকে তোমায় সে রকম কোনো ফ্যাসাদে পড়তে হবে না। আজ সব খরচই আমার!"

মিঃ জি, কে আগ্রহের সঙ্গে বিশু খুড়োকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি বোধ হয় খুব 'রেস্' খেলতেন না? আচ্ছা আপনার পাঁচ আঙুলের ফাঁকে সব গলে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে সময় থাকতে মুঠো শক্ত ক'রে ধরলেন না কেন?"

বিশুখুড়ো উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন—"জোচ্চরের পাল্লায় পড়ে আর সামলাতে পারলুম না:—সমস্ত ঠকিয়ে নিলে! আমি বেশী কিছু ব'লতে চাইনে! তবে, এটা ঠিক জানবেন যে, আমার হকের ধন আমি ফিরে পাবই! এ বিশ্বাস আমার আছে! একবার কোনো রকমে কাগজপত্রগুলো ঠিক ক'রে বিলেত-আপিলটা রুজু করতে পারলেই ব্যস্! তখন একবার দেখে নেবো আপনাদের ওই হিজ হাইনেস্ নবাব খাঞ্জা খাঁ সাহেবকে!"

জি, কে ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলে—"হিজ হাইনেস্ নবাব খাঞ্জা খাঁ সাহেবটি কে?"

বিশুখুড়ো উচ্চহাস্য করে উঠে বললেন—"ভয় নেই এড্‌ভোকেট্ মশাই! আমি আপনার শ্রদ্ধেয় দেওয়ানজীকে লক্ষ্য ক'রে কিছু বলি নি! বিলেত ফেরত বুদ্ধিমান হ'য়ে আপনার বোঝা উচিত ছিল

এ পাড়ার নবাব খাঞ্জা খাঁ কে? আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনে!"

জি, কে বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি সার ভূপেন্দ্র চৌধুরীকে উদ্দেশ ক'রে ব'লছেন?"

বিশুখুড়ো দেওয়ানজীর দিকে চেয়ে বললেন—"এই! দেখেছ বাবাজী? রতনই রতন চেনে!"

অবিনাশবাবু বললেন—"নবাব খাঞ্জা খাঁই বটে!"

জি, কে সংশয় প্রকাশ ক'রে বললেন—"তাও কি সম্ভব? আর্থিক ব্যাপারে সার ভূপেন্দ্রের সুনাম আমি ত' এখানে এসে পর্য্যন্ত সকলের মুখেই শুনেছি! তিনি নাকি কারুর কখনো একটি পয়সাও তঞ্চকতা করেন না!—"

বিশুখুড়ো বিদ্রূপের কণ্ঠে বললেন—"তাই না কি? আপনি বুঝি শুনেছেন উনি সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির?—তা হবে! আমি বেশী কিছু বলতে চাই নে! কিন্তু, জানেন কি? বছর দশেক আগেও আমার যা' টাকা ছিল তা আপনারা ক'জনে মিলে গুণে শেষ করতে পারতেন না! আমি আমার বাপের অগাধ সম্পত্তি পেয়েছিলাম! আমার বাপের নাম শুনেছেন ত? —সেকি? ঈশ্বর দত্তর নাম শোনেন নি? পাটের কারবারে তিনি এত পয়সা রোজগার করেছিলেন যে দেশে আমাদের পুরাণো ভদ্রাসন বাড়ীর খিড়কীর ঘাট পর্য্যন্ত তিনি মার্ব্বেল পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন! আমি বেশী কিছু বলতে চাই নে, তবে এ কথাটা প্রায় সবাই জানে!"

অবিনাশবাবু বললেন "হ্যাঁ, আমরা শুনেছি বটে, তিনি তাঁর আস্তাবল আর গোয়ালঘর পর্য্যন্ত মার্ব্বেল পাথরে বাঁধিয়েছিলেন।"

বিশুখুড়ো প্রতিবাদ ক'রে বললেন—"আরে না না, ও-সব তোমাদের সম্পাদকীয় আজগুবি! তবে, হ্যাঁ, অর্থ উপার্জ্জন তিনি প্রচুর করেছিলেন বটে! আমিও যে কিছু কম করেছিলেম তা নয়, তবে, আমি বেশী কিছু বলতে চাই নে, আমার কাশী যাওয়ার কথা বোধ হয় শুনে থাকবেন। সেখানে কত টাকা খরচ ক'রে শঙ্করাচার্য্যের মন্দির তৈরী ক'রে দিয়েছি জানেন? সংস্কৃত টোলে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করে দিয়েছি, অন্নছত্র খুলে অভুক্তদের আহারের উপায় ক'রে দিয়ে এসেছি—বাংলা দেশের কে-না এসব জানে?"

জি, কে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"আর ঘোড়দৌড়ে কত দিয়েছেন?"

অবিনাশবাবু এই সময় উঠে পড়ে সকলকে নমস্কার জানিয়ে বললেন—"আমার একটু কাজ আছে—আমি এখন আসি—"

দেওয়ানজী মশাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বললেন—"সে কি হে অবিনাশ! আমাদের এখানে একলা ফেলে রেখে তুমি এর মধ্যে যাবে কোথায়?"

অবিনাশবাবু বিনীতভাবে বললেন—"আজ্ঞে, মাপ করবেন দেওয়ানজী মশাই, বিশেষ একটা প্রয়োজনে আমায় যেতে হচ্ছে, নমস্কার!—" বলতে বলতে অবিনাশবাবু চলে গেলেন।

অবিনাশ চলে গেল দেখে বিশু খুড়ো সেদিক পানে চেয়ে একটা রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত করে বললেন—"বুঝতে পারলেন না দেওয়ানজী? অবিনাশের মৌতাতের সময় হয়েছে যে! শুঁড়ির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হবার আগে ওকে ছুটতেই হবে সেখানে। আমি বেশী কিছু বলতে চাইনে—তবে, এ বদঅভ্যাসটা ওর ক্রমেই বাড়ছে দেখছি!—"

দেওয়ানজী মহাশয় কৌতুহলী হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—"বলো কি খুড়ো, অবিনাশবাবুরও পান দোষ আছে না কি ?"

বিশুখুড়ো বললেন—"সে কি আজ জানলেন ? ও তো সেই কলেজে পড়বার সময় থেকেই ঢুকু ঢুকু সুরু করেছে !"

মিঃ জি, কে এবার জিজ্ঞাসা করলেন—"অবিনাশ বাবু কি কলেজ এডুকেশন পেয়েছিলেন ?"

বিশুখুড়ো বললেন—"একটা বছর মাত্র ! ফাষ্ট ইয়ার ক্লাশে আমাদের সঙ্গে ভর্ত্তি হ'য়েছিল বটে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টি কতে পারেনি ! —কারণ-বারির প্রবল স্রোতে ভেসে গেছলো—আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনে !"

জি, কে অধৈর্য্য হ'য়ে বললেন—"চুলোয় যাক্‌গে ওই একপয়সাওয়ালা কাগজ সম্পাদকের কথা, আপনি যা বলছিলেন আগে সেইটে শেষ করুন।"

বিশুখুড়ো বললেন—"সে এক জটিল ইতিহাস ভায়া ! এক কথায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু জেনে রাখো যে আমার স্বর্গগত পিতৃদেব যখন ধুলোমুঠো ধ'রে সোনা মুঠো করছিলেন, তখন তোমাদের ঐ নবাব খাঞ্জা খাঁ সাহেবের বাবা দেউলে হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'য়েছিলেন, আর বেশী কিছু বলতে চাইনে।"

এই সময় আদিনাথ সেখানে ফিরে এলো এবং আলোচ্য কথার সূত্র ধরে বললে--"সার ভূপেন্দ্র চৌধুরীর বিষয় সম্পত্তি সমস্তই ত' বিশুদা'র বাবা কিনে নিয়েছিলেন ?"

জি, কে বিস্মিত হ'য়ে বললেন—"তাই নাকি ?"

খুড়ো বললেন—“শুধু কেনা নয় ; তাকে বাড়িয়েছিলেন কত ! আমার হাতে আসবার পর আমিও তার অনেক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেম, কিন্তু, তখন কি জানতুম যে এর গোড়ায় গলদ আছে ? তোমাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ সাবালক হ’য়েই নালিশ রুজু করলেন—বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার লাগালেন, তাঁরা আইনের মারপ্যাঁচে দিলেন সব উল্টে। বিক্রী-কওলা নাকচ হ’য়ে গেল, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বেরিয়ে গেল হিজ হাইনেস্ সার ভূপেন্দ্রের হাতে, আমি হয়ে গেলুম ফকির ! আর বেশী কিছু বলতে চাইনে !—”

জি, কে প্রশ্ন করলেন—“আপনার দিকে বুঝি বড় ব্যারিষ্টার কেউ ছিল না ?”

বিশুখুড়ো বললেন—“বড় ব্যারিষ্টার দেওয়া ত’ আর মুখের কথায় হয় না হে ! মোটারকম দক্ষিণা দিতে হয় ! কিন্তু আমার তখন অবস্থা সঙ্গীন ! পারবো কি করে ? আজ কাল যে পয়সা না থাকলে কিছু হবার জো নেই ! ‘সিল্‌ভার গড’ই হলেন এখন অল্‌মাইটি !”

দেওয়ানজী বললেন—“যা বলেছো খুড়ো ! পয়সা না থাকলে কিছু হবার জো নেই !—কিন্তু আবার এও দেখছি আমার জীবনে যে—প সা থেকেও অনেক সময় কিছুই ক’রতে পারা যায় না। এই ধ ন না আমার পুত্রকন্যাদের কথা—

জি, কে বাধা দিয়ে ব’ললেন—“আপনি কি আদিনাথের কথা বলছেন ? কেন, সে তো—”

দেওয়ানজী বললেন—“আদিনাথই বলো আর রাগিণীই বলো, ছেলেমেয়েদুটোকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারলুম কৈ ?”

বিশুখুড়ো বললেন—"সে কি হে বাবাজী! ছেলে তোমার ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে না?"

আদিনাথ সগর্ব্বে জানালে—"নিশ্চয় ক'রেছি! বিশেষতঃ আমি জোর করে বলতে পারি যে 'আর্কিটেক্চোরাল ড্রয়িং'য়ে ইণ্ডিয়ার মধ্যে আমিই একমাত্র স্পেশালিষ্ট্! ভারতের প্রচীন স্থাপত্যকলার পুনরুদ্ধারে আমার সমস্ত জীবন আমি উৎসর্গ করেছি!"

দেওয়ানজী বললেন—"তা'তে আর কার মাথা কিনেছ' বাপ্‌ধন? যে টাকাটা তোমার পিছনে খরচ হ'য়েছে, তা যে তুমি সারা জীবনে কখনো উপার্জ্জন ক'রতে পারবে এমন তো মনে হয় না! 'গভর্মেণ্ট্ কণ্ট্রাক্টার্' বলে' নাম রেজেষ্টারী করালে, মিউনিসিপ্যাল কণ্ট্রাক্ট্ নেবার জন্য কর্পোরেশনের হোম্‌রা-চোম্‌রা থেকে ক্ষুধে কেরাণী পর্য্যন্ত কাউকে তো ঘুস দিতে বাকি রাখলে না, কিন্তু কাজ পেলে কি কিছু?"

বিশু খুড়ো বললেন—"পাবে কোথা থেকে? মাড়োয়ারী আর পাঞ্জাবীরাই তো বাংলা দেশ লুটে খেলে! আমি বেশী কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু ঘুসের কম্পিটিসনে ওদের সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না।"

দেওয়ানজী ব'ললেন—"লোকে বলে এতে নাকি সকল বিষয়ে বাঙালীর অযোগ্যতাই সপ্রমাণ হচ্ছে! তাও যদি বুঝতুম, যে, কাজ যা ওরা করে তা এদেশের লোকের চেয়ে ভালো, তাহ'লেও না হয় কথা ছিল! কিন্তু, সেখানেও যে ফাঁকি! যত থার্ড ক্লাস মেটিরিয়াল দিয়ে জোড়া তাড়ায় কাজ সারে!"

বিশু খুড়ো বললেন—"সে গুণে তোমাদেরও ঘাট নেই বাবাজি! এই তো সেবার আদিনাথ যে কর্পোরেশন বিল্ডিংটা তৈরি ক'রেছিল,

এক বছরের মধ্যেই ফেটে চৌচির! কাজেই সেখানে আর কাজ পায় না! আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না!"

দেওয়ানজী একটু বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন—"আর বেশী কিছু তোমার বলেও কাজ নেই! মুখে কিছু আটকায় না দেখছি। জি,কের দিকে ফিরে ব'ললেন—"এ লোকটির রসনা জীববিশেষের লাঙ্গুল সঞ্চালনকেও হার মানিয়ে দেয়, বুঝলে বাবাজী! উনি অকুতোভয়ে যা-ইচ্ছা তাই বলে যান,—সত্য-মিথ্যার কোনো বালাই নেই।"

বিশু খুড়ো বললেন—"স্বাধীনতাই কংগ্রেসের মূলমন্ত্র! আমার কাছে ব্যক্তির স্বাধীনতার চেয়েও বক্তার স্বাধীনতা ঢের বেশী মূল্যবান—"

মিঃ জি, কে বললেন—"আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আইনের দ্বারা আমাদের সে স্বাধীনতাটুকুও হরণ করা হ'চ্ছে।"

বিশু খুড়ো বললেন—"সেটা তো আপনাদের মুরুব্বীদেরই অনুগ্রহে ঘটছে!"

জি, কে বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাদের?"—

বিশু খুড়ো ব'ললেন—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! এ ব্যাপারে—হিজ হাইনেস্ নবাব খাঞ্জা খাঁ প্রভুদের একটু হাত আছে বৈ কি!"

জি, কে অধিকতর বিস্মিত হ'য়ে বললেন—"আপনি কি তাঁকেই বলছেন আমার মুরুব্বী?"

বিশু খুড়ো বললেন—"একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যে! সার ভূপেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী কি আপনি ধর্ণা দেন না?"

জি, কে একটু থতমত খেয়ে বললেন—"সার ভূপেন্দ্র চৌধুরীকে আপনি আমার মুরুব্বী ঠাওরালেন কি হিসেবে ?"

বিশু খুড়ো বললেন—"আমি বেশী কিছু বলতে চাইনে, তবে এ বাড়ী আপনার ঘন ঘন যাতায়াত দেখে পাড়ার লোকের আর কি মনে হ'তে পারে বলুন ?"

দেওয়ানজী উদগ্রীব হ'য়ে এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার বিশুখুড়োকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কি সত্যি বলছো খুড়ো ? তুমি নিজের চোখে দেখেছো এ ছোক্‌রাকে যাতায়াত করতে এখানে ?"

বিশু খুড়ো বললেন—"প্রশ্নটা এ ভদ্রলোককেই করো না বাবাজী, পাপীর মুখেই পাপ ব্যক্ত হোক !"

দেওয়ানজী তখন মিঃ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি লুকিয়ে এ বাড়ীতেও যাতায়াত করো ?"

জি, কে এবার জোর করে' বলে উঠলেন—"মিথ্যে কথা ! আমি এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁসিনি !"

বিশু খুড়ো রহস্যপূর্ণ মৃদুহাস্য ক'রে বললেন—"ওঃ ! তা' আমাকে একটু ইসারায় চোখ টিপে দিতে হয় মশাই ! আমি কি ক'রে জানবো বলুন যে আপনি দেওয়ানজী মশাইকে লুকিয়ে এখানে যাওয়া আসা করেন ?"

জি, কে বললেন—"আপনি ভুল করছেন, বিলেতের হাই কমিশনার—"

"আহা হা ! এ বাড়ীতে যাতায়াত করেন মানে কি আর আমি ব'লছি উনি এখানে পাত পেড়েছেন ? আমার কথাগুলোর বাবাজী একটু 'অর্থ'

বুঝে নিতে হয়। আমি ত' আর বলিনি যে উনি এ বাড়ীতে একেবারে মৌরশীপাট্টা গেড়ে বসেছেন? এখানে আসেন মানে—এতবড় একটা মানীলোক—নাম ডাক আছে—উনি এ পাড়ায় নূতন এসেছেন একবার দেখা-সাক্ষাৎ করাটা কর্ত্তব্য মনে করেই এসেছিলেন—কি বলেন ব্যারিষ্টার বাবু?—তা' আলাপ পরিচয়টা বেশ জমেচে ত?—"

এই ব'লে বিশুখুড়ো একটু মৃদু হাস্য করে ঘন ঘন তাঁর হুঁকোয় টান দিতে লাগলেন।

জি, কে যেন একটু অতিরিক্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেই ব'ললেন—"এ বাড়ীর একটা কাক চিলের সঙ্গেও আমি একটা কথা বলিনি! যার-তার সঙ্গে আলাপ করা আমার স্বভাব নয়!—আপনি কি তা জানেন?"

বিশুখুড়ো হুঁকো ছেড়ে দুই চক্ষু কপালে তুলে বললেন—"সে কি ভায়া! দ্বিতীয়বার যখন এসেছিলে তখনও কি তোমায় দরোয়ান ঢুকতে দিলে না? প্রথম বার তো ফটক থেকেই হাঁকিয়ে দিয়েছিল আমি জানি!"

জি,কের চোখমুখ কানটান একেবারে রাঙা হ'য়ে এলো। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—"আপনার কথাবার্ত্তার ধরন অত্যন্ত আপত্তিজনক! বিলাত থেকে আসবার সময় হাইকমিশনার একখানা চিঠি দিয়েছিলেন আমার হাতে—সার ভূপেন্দ্রকে দেবার জন্য; তাই একদিন এসে বাইরে থেকেই দ্বারোয়ানের হাতে চিঠি দিয়ে চলে এসেছিলেম!—"

বিশুখুড়ো কৃত্রিম ভঙ্গীতে গর্জ্জন ক'রে উঠে বললেন—"এঁ্যা! বলেন

কি মশাই ! সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে আপনি পত্র এনে পৌঁছে দিলেন, আর পাষণ্ড কিনা একবার আপনার সঙ্গে দেখাও করলে না ? —দরজা থেকেই ধুলো পায়ে বিদায় নিতে হ'ল ? কী অভদ্র লোকটা !—শুনলে ত' দেওয়ানজী, এমন একটা লেখা-পড়া জানা বিলেত ফেরতা সোনার চাঁদ ছেলে এলো তোর কাছে হাই কমিশনারের চিঠি নিয়ে—নাঃ ! আমি আর বেশী কিছু ব'লতে চাই না ! আচ্ছা, তুমিই বলোত' বাবাজী—এ ছোকরাকে তাড়িয়ে দেওয়া কি ভালো কাজ হয়েছে ? আহা ! তরুণ পথিক !—জীবন পথের প্রথম যাত্রী এরা ! এদের সঙ্গেও এমন অভদ্রতা ! নাঃ আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনে—"

কিছুক্ষণ আগে আদিনাথ সেখানে ফিরে এসেছিল। সে এবার বললে—হ্যাঁ, সেই ভালো ঠাকুর্দা ! ও কথা ছেড়ে দিন !"

বিশু খুড়ো বললেন—"তা বই কি ! ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি ? না হয় তুই টাকার জোরে আজ 'সারই' হ'য়েছিস্ ; তা' বলে—অত দেমাক কিসের ? একবার দেখাটা পর্য্যন্ত করলিনি ছেলেটার সঙ্গে ?"

মিঃ জি, কে, বললেন—"নাই বা করলেন ! তাতে তো আমার কিছু ক্ষতি হয়নি—"

বিশু খুড়ো সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন—"সে ত' বটেই ! ক্ষতিটা কি তাতে ? কিন্তু, ও লোকটা বলে বেড়ায় কেন যে ভদ্রলোক মাত্রেরই সঙ্গে ও মেলা মেশা করে ? সদ্বংশের ছেলেদের কাছে ওর বাড়ীর অবারিত দ্বার।"

জি, কে, উৎসুক হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—"উনি বুঝি ওই কথা বলেন ?"

বিশু খুড়ো বললেন—"শোনো কেন, ওসব নাইট্‌হুডী চাল! আমি ওকে বলি 'সারেদের স্যরজিক্যাল অপারেশান'!—ভদ্রলোক মাত্রেরই সঙ্গে মেলামেশা যদি উনি করতেন, তাহ'লে কি আর দেওয়ানজীর সঙ্গে মিশতেন না? এঁর মত ভদ্রলোক পাড়ায় ক'জন আছে? কিন্তু ব্যাঙ্কের চাক্‌রের সঙ্গে 'সার্' মিশবে! ঈষ্!—গুমোর কত! কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনি ভায়া, যে আপনাকে এতটা ঘৃণা করার মানে কি? সেদিন আপনার সম্বন্ধে কি বলেছে, শুনবেন?"

জি, কে, হাতজোড় ক'রে বললেন—"না মশাই, মাপ করবেন! আমি তা' শুনতে চাই না।"

"বেশ! তা'হলে আমিও আর বেশী কিছু বলতে চাই না! তবে যা' বলেছে তা কেবল ওর মুখেই শোভা পায়—এটুকু বুঝেছি! নবাব খাঞ্জা খাঁ না হ'লে কি আর খামকা ভদ্রলোকের ছেলেকে 'মৎলব বাজ' বলতে পারে?"—এই বলে বিশু খুড়ো আবার তামাক টানতে স্থুরু করলেন।

জি, কে, ক্ষণকাল চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন—"আমায় উনি 'মৎলব বাজ' বলেছেন, আপনি ঠিক জানেন?"

বিশু খুড়ো হুঁকো নামিয়ে বললেন—"স্বকর্ণে শুনে এসেছি ভায়া! শুধু কি 'মৎলববাজ' বলেছেন, আরও কত কি বলেছেন, কিন্তু আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনে—কারণ কারুর নামে লাগানো আমার স্বভাব নয়। কথাটা আপনি তুললেন, তাই ব'লে ফেললুম! বলে কিনা—কোথাকার কে একটা উট্‌কো লোক! বাপ-পিতেমোর পরিচয় জানে না কেউ—লোকটা জোচ্চোর নিশ্চয়!—আপনার সম্বন্ধে এসব কথা কি বলা ওঁর ভালো হয়েছে?"

জি, কে, উত্তেজিত ভাবে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ব'ললেন—"আমি আজই এখনি ডিফামেশান স্যুট ফাইল করছি ওঁর নামে, একবার দেখে নেবো কত বড় সার্ উনি? কিন্তু আপনাকে আমার তরফে সাক্ষী দিতে হবে—"

বিশু খুড়ো ব'ললেন—"তাতে আমি পেছপাও নই ভায়া! মামলা ল'ড়েই মাথার চুল পাকিয়েছি! কিন্তু, আমি বলি কি—এ নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা না ক'রে আপোষে মিটিয়ে ফেলাই ভালো! পরশুদিন তো সার ভূপেন্দ্রের সেভেন্টিয়েথ্ বার্থডে ডিনারে পাড়ার সকলেই থাকবেন, সেই সময় কথাটা পেড়ে একটা বোঝাপড়া ক'রে নেবেন—"

"এই অভদ্রের বাড়ীর ডিনারে আমি আসবো? নেভার্!—নিমন্ত্রণ করলেও আসবো না!" বলে' জি-কে' বসে পড়লেন।

বিশু খুড়ো অবাক হ'য়ে ব'ললেন—"সে কি মশাই! পরশু যে ডিনার! আমাদের সকলেরই তো নিমন্ত্রণ হ'য়েছে। আপনাকে তাহ'লে ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছে দেখছি! দেওয়ানজীর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই কি না—সেইজন্য বোধ হয়! কিন্তু কি অন্যায়! দেখো তো বাবাজী! ছোক্‌রা বিলেত থেকে ইন্ট্রোডাক্‌শান লেটার নিয়ে একদিন নয় আধদিন নয়, এমন দু'দশদিন তোর বাড়ীর দরজায় ঘুরে গেছে—তুই দেশশুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করলি, আর তাকে বল্‌লি নি? এসব গায়ের জোরে অপমান করা নয় কি! তুমিই বলো দেওয়ান!"

দেওয়ানজী এইবার উঠে পড়লেন। উদাস ভাবে শুধু একবার ব'ললেন—"তাইতো ঘোষ! দুদিন এ বাড়ীতে এসেছিল?

কই, আমাদের তো কিছুই বলোনি বাবাজী!—চলোহে আগুনাথ, বাড়ী ফিরবে ত এইবার? না এই চায়ের দোকানেই হাঁ ক'রে বসে থাক্‌বে সারা রাত? সাগরমলের সঙ্গে সাতটায় এনগেজমেণ্ট্‌ করেছো মনে আছে?—রাগিণী গেল কোথা—আমার সঙ্গে ফিরবে কি?"—

"আজ্ঞে হ্যাঁ, চলুন এক সঙ্গেই যাবো—মিসেস রায়কে তাহ'লে একটু বলে আসি—রাগিণীকে ওঁরা ছাড়বেন না, গান গাইতে হবে বলে ধরে রেখেছেন।"—এই বলে আদিনাথ "প্রাইভেট" লেখা 'চায়া-ওয়ার' কিচেন্‌-ক্যাম্পে একবার মুহূর্তের জন্য ঢুকে ফিরিয়ে এসে বাপের সঙ্গে মোটরে গিয়ে উঠলো!

"আমায় একটু উমেশ বাঁড়ুয্যের বাড়ীর কাছে নামিয়ে দিওহে, আমিও ঐ দিকেই যাবো!"—বলতে বলতে বিশুখুড়ো ওদের পিছু নিলেন। মিঃ জি, কে, একলাটি পড়ে গিয়ে কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় একটা যেন সোরগোল পড়ে গেল সেখানে—অনেকের গলায় শোনা গেল—"আসছেন! আসছেন!!"

মিঃ জি, কে, ফিরে দেখেন—স্বয়ং স্যার ভূপেন্দ্র চৌধুরী, সঙ্গে তাঁর ভুবনবিদিতা সুন্দরী ও সুকবি পুত্রবধূ মীরা দেবী এবং তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার বিজয় মিত্র চায়ের ষ্টলের দিকেই আসছেন। এঁদের ঘিরে নিয়ে আসছেন রায়বাহাদুর নিজে,—মিঃ অরুণ সরকার—মিসেস্‌ রায়—এবং ছেলেমেয়েদের আরও একটা দল!—

দেখতে দেখতে প্রদর্শনীর সমস্ত ভীড়ই সেই দিকে ভেঙে পড়লো। চায়া-ওয়ার চারিদিকে এক বিরাট জনতার সৃষ্টি হ'ল!

মিসেস্‌ রায় তাঁর সুমধুর বাক্যে ও ততোধিক সুমধুর হাস্যে স্যার

ভূপেন্দ্রকে সাদর-অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা সকলে আসন গ্রহণ করবার পর রায়বাহাদুর উঠে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বললেন—"আপনারা একটু চুপ করুন, বড় গোল হ'চ্ছে! মিঃ অরুণ সরকার—আমাদের কিছু বলবেন। স্থির হ'য়ে শুনুন—!"

মিঃ জি, কে'ও তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জনসাধারণকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—"আপনাদের কাছে আজ আমিও কিছু বলতে চাই।"—

রায়বাহাদুর হাত তুলে তাঁকে নিষেধ করে বললেন—"একটু অপেক্ষা করুন, পরে বলবেন—"

জি, কে, উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করলেন—"আমাকে অপেক্ষা করতে বলবার আপনার কি অধিকার আছে জানতে পারি কি?"

রায়বাহাদুর সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে একটা হুঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন—"সাইলেন্স্ প্লিজ্!—একটু চুপ করুন আপনারা! মিঃ অরুণ সরকার—কি বলছেন শুনুন—"

মিঃ অরুণ সরকার টপ্ ক'রে একখানা চা'য়ের টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সর্বদা স্যুট্ পরেই থাকেন এবং মুখে তাঁর সিগারেট লেগেই থাকে চব্বিশ ঘণ্টা! আধ-খাওয়া সিগারেটটা টেবিলের উপর ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে, পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের চশমা খুলে তাকে বেশ করে মুছে আবার চোখে দিয়ে, মাথার হ্যাট্টা খুলে হাতে তুলে ধ'রে বার কতক গলা ঝেড়ে মিশানারি পাদ্রিদের ঢঙে বলতে সুরু করলেন—"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আজ আমরা এখানে সমবেত হ'য়ে এই

দীপান্বিতা উৎসব-সন্ধ্যায় এমন একটি মানুষকে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি যিনি সকল মান অভিমান ও অহঙ্কার দূরে রেখে আজ সবার সঙ্গে এক আসনে এসে বসেছেন। যাঁর মহত্ত্ব উদারতা ও দয়ার কথা আজ দেশের লোকের অগোচর নেই! এর মত দানবীর ও আদর্শ চরিত্র একজন কর্মী মহাপুরুষ যে কোনও জাতির গৌরব-স্তম্ভ স্বরূপ! এঁরই মহানুভবতার গুণে আজ আমাদের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে—আসুন আমরা এই সম্ভ্রান্ত অতিথির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিয়ে ধন্য হই! বলুন সকলে মিলে উচ্চকণ্ঠে—জয় সার্ ভূপেন্দ্রের জয়!"

জনতা সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো।

রায়বাহাদুর উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ইনি দীর্ঘজীবি হ'ন! স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ নিয়ে সুখে জীবনযাপন করুন এবং প্রতিবৎসর এমনি করেই হিতসাধন সমিতির [illegible] সাধনা করে আমাদের ধন্য করুন!"

মিঃ অরুণ সরকার আবার একবার জয়ধ্বনি করলেন—"জয় সার ভূপেন্দ্রের জয়!"—

মিঃ জি, কে, অবিলম্বে আর একখানি চায়ের টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে ব'ললেন—"এইবার আমি কিছু আপনাদের বলতে চাই!—"

সমবেত জনতা আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলো—"বলুন! বলুন!"

রায়বাহাদুর তাঁকে মিঃ সরকারের পরিত্যক্ত টেবিলটা দেখিয়ে দিয়ে ব'ললেন—"আপনার যা বলবার এইখানে এসে বলুন—"

মিঃ জি, কে, বললেন—"ধন্যবাদ! আমি কারুর পরিত্যক্ত আসন

গ্রহণ করতে চাইনে! আমার নিজের স্থান আমি নিজে দখল করে নিতে জানি!"

সমবেত জনতা এ কথা শুনে হর্ষধ্বনি ক'রে উঠলো!

সার্ ভূপেন্দ্র জনান্তিকে ডাক্তার বিজয় মিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ দুর্বিনীত ছোকরাটি কে হে?"

ডাক্তার বিজয় মিত্র নিম্ন স্বরে বললেন—"ওই ত' সেই মিঃ জি, কে, ঘোষ—একজন জুনিয়ার ব্যারিষ্টার—"

সার ভূপেন্দ্র একবার জি, কে'র আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—"ও!—এই ছোক্‌রাই বুঝি? নেহাৎ ছেলেমানুষ দেখছি। নিশ্চয় ব্রীফ্‌লেস ব্যারিষ্টার?"

ডাক্তার বিজয় মিত্র বললেন—"তাতে আর সন্দেহ কি? এই ত' সবে এ বছর বিলেত থেকে ফিরেছে—"

জি, কে, তখন বলতে সুরু করেছেন,—"আমার শ্রদ্ধেয় ভাই ভগ্নীগণ! আপনারা সকলে এখানে সমবেত হ'য়েছেন আনন্দ-উৎসবে যোগদান ক'রতে, কিন্তু, ব'লতে পারেন কি—এ কাদের আনন্দ?—কাদের উৎসব? এর মধ্যে আপনাদের স্থান কোথায়? আমি অবশ্য আপনাদের এখানে একজন নবাগত, আমার সঙ্গে এখনো আপনাদের সম্পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ হয় নি, তবে আপনারা যদি দয়া করে একজন অপরিচিতের দুটো কথা শুনতে চান—"

সমবেত জনতা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো—"বলুন বলুন! আমরা শুনতে চাই!"

জি, কে, বললেন—"আপনাদের এ অনুগ্রহের জন্য আমার আন্তরিক

ধন্যবাদ নিন্! আমি কিছু বলবার আগে একটা কথা শুধু আপনাদের জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই—আপনারা আজ উচ্চকণ্ঠে যাদের জয়ধ্বনি ক'রছেন তাঁরা কি জীবনে কোনোদিন কখনো এমন প্রাণ খুলে আপনাদের কারুর জয়ধ্বনি করেছেন বা' করবেন?—আপনাদের কি তারা এতটুকু শ্রদ্ধা বা সম্মানের চক্ষে দেখেন?—"

সমবেত জনতা বলে উঠলো—"না না!"

জি, কে, বলতে লাগলেন—"আমি তা জানি বন্ধুগণ! তাই তো আজ আমি এসেছি এখানে আপনাদের জয়ধ্বনি শোনবার জন্য নয়; এই সব ঐশ্বর্য্য মদমত্ত ও ক্ষমতাদৃপ্ত দাম্ভিকদের অবজ্ঞা ও অপমান থেকে আপনাদের রক্ষা করবার জন্য! আমাদের মতো দরিদ্রের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা পরিশ্রমের পয়সায় নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য এই যে তাঁরা সখের উৎসব ক'রে এতগুলো টাকা বৃথা অপব্যয় ক'রলেন—এর জন্য দায়ী কে? হিতসাধন সমিতিতে কি আপনারা চাঁদা দেন এই রকম বার্ষিক আমোদপ্রমোদে নষ্ট করবার জন্য?—"

রায়বাহাদুর বিরক্ত হ'য়ে উঠে বললেন—"হিতসাধন সমিতি সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার অধিকার নেই। আপনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?—"

জি, কে, উত্তর দিলেন—"আপনারই বা পাঁচজনের দেওয়া টাকা অপব্যয় করবার অধিকার কি?—বন্ধুগণ! হিতসাধন সমিতি কি আপনাদের পাঁচজনের? না এই বড়লোক বাবুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেটা?—আমি জানতে চাই 'সমিতি' কাদের?"

জনসাধারণ—"আমাদের সমিতি—আমাদের টাকা!"

জি, কে, বললেন—"তবে কেড়ে নিন এই পরস্বাপহারীদের হাত থেকে আপনাদের গচ্ছিত ধন! এরা আমাদের ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রতে চায়! আমাদের সমিতির কথা বলতে গেলে ব'লে অনধিকার চর্চা কোরো না!—এঁদের স্পর্ধা কতদুর বেড়েছে তা' আপনারাই বিবেচনা ক'রে দেখুন! আমাদের দেওয়া টাকায় প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির কথা অবশ্যই আমরা পরস্পরের সঙ্গে যখন খুসি কইতে পারি—পারি না কি বন্ধুগণ—"

জনসাধারণ—"অবশ্যই পারি—আলবাৎ পারি—"

জি, কে উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'ললেন—"তবে আসুন আজ আমরা তাঁদের দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিই যে সমিতির টাকার একটি পাই পয়সা পর্য্যন্ত তাঁরা যেন আমাদের বিনা অনুমতিতে খরচ না করেন। তাঁরা যেন স্মরণ রাখেন যে আমরাই এই ধনভাণ্ডারের মালিক! আমাদের অর্থের এই অযথা অপব্যয় করবার অধিকার তাঁদের নেই। এটা ধনীর বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি!"

জনসাধারণ—"নিশ্চয়ই নয়!"

জি, কে, ব'লতে লাগলেন—আমি যদিও অতি অল্প দিন মাত্র আপনাদের মধ্যে এসেছি। কিন্তু এসে কি দেখছি? দেখছি আপনাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থে একদল অলস বিলাসী আমোদপ্রিয় লোক ধনী হ'য়ে উঠে, আপনাদেরই কাঁধে চড়ে আপনাদের সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে চলেছে! যে অর্থ আজ তাদের পুষ্ট ক'রছে সে তো আপনাদেরই ঘরে সঞ্চিত থাকবার কথা? ওরা অন্যায়ভাবে তাতে ভাগ বসিয়ে মোটরগাড়ী চড়ে

বেড়াচ্ছেন, প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বাস করছেন—কেউ দেখা করতে গেলে দ্বারবান দিয়ে ফটক থেকেই হাঁকিয়ে দেন!—"

সার্ ভূপেন্দ্র ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ লোকটা কি বলছে বিজয় কিছু বুঝতে পারছো?"

ডাক্তার বিজয় মিত্র একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন—"আজ্ঞে না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—"

এই সময় "শুভবাণী" সম্পাদক অবিনাশবাবু কোথা থেকে আবার ভিড় ঠেলে এসে একেবারে সার্ ভূপেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে যুক্ত-করে তাঁকে একটা আভূমি-প্রণত নমস্কার জানালেন। অকারণ একমুখ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার শরীর এখন ভালো?"

সার্ ভূপেন্দ্র কোনো জবাবই দিলেন না।

জি, কে, তখন উত্তেজিতকণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—"এই অসহায় মূক জনসাধারণ—এই দরিদ্রনারায়ণ—এরাই তো গণ-দেবতা!—দেবতার অসাধ্য কি আছে! জনশক্তি জাগ্রত হ'লে সব কিছু তাদের করায়ত্ত হ'তে পারে! আপনাদের যারা এতকাল পদদলিত করে রেখে নিজেরা বড়ো হয়ে উঠেছে, নামিয়ে দিন তাদের সেই উচ্চ আসন থেকে! আজ এই বিংশ শতাব্দীতে উচ্চ নীচ বলে প্রভেদ জগতে আর নেই! সব মানুষের সব কিছুতেই সমান অধিকার আছে জানবেন। ভিক্ষুকের মত আর বড়লোকের দ্বারে অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য দাঁড়াবেন না গিয়ে! আমি জানি—আমি দেখেছি—কত আশা নিয়ে, কত উৎসাহ নিয়ে, কী নির্ভরতার সঙ্গেই

না ছুটে গেছে কত অসহায় তরুণ যুবা! কিন্তু, তাদের মুখের উপর দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়েছে তারা!—"

শ্রীমতী মীরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'লে উঠলেন—"আহা! বেচারি!" তিনি খুব মনোযোগ দিয়েই জি, কে'র বক্তৃতা শুনছিলেন।

সার্ ভূপেন্দ্র পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কি ব'লছে ও-ছোকরা?"

কিন্তু শ্রীমতী মীরা তখন তন্ময় হয়ে শুনছিলেন জি, কে, বলছেন—"কিন্তু, দিন ফুরিয়েছে তাদের। আকাশে বাতাসে আমি তার আভাস পাচ্ছি! অতীতের অত্যাচারের মৃত প্রেতাত্মা আজও আমাদের মাথার উপর তার কালো অন্ধকার ডানা মেলে শকুনের মতো নাচছে বটে, তাদের শয়তানির প্রভাবে পূর্ব গগনভালে নবোদিত উষার অরুণ আলো এখনও বর্ষার অশ্রুভারাক্রান্ত মেঘের মত তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে! আমাদের প্রাণের হাসি গান আনন্দ আলো সমস্তই তারা আভিজাত্যের অহঙ্কারে নিষ্ঠুরের মত চেপে রেখেছে! কিন্তু আর বেশি দিন নয়—ছিঁড়ে ফেলে দাও তাদের সেই ভদ্রতার ছদ্মবেশ, বহুরূপীদের স্বরূপ চিনিয়ে দাও দেশকে, বাংলার তরুণ তরুণীর এই হোক আজ থেকে জীবনের ব্রত, এই হোক তাদের সাধনা?"

সমগ্র জনতা উল্লাসে করতালি দিয়ে উঠলো!

সার্ ভূপেন্দ্র আবার তাঁর পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ও লোকটি কাকে উদ্দেশ ক'রে ও-সব কথা বলছে মীরা?"

মীরা দেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে শ্বশুরকে বললেন—"চলুন বাবা, আমরা বাড়ী যাই; এ হট্টগোল আর ভাল লাগছে না!"

সার্ ভূপেন্দ্র এবার ডাক্তার বিজয় মিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কিছু বুঝতে পারলে ডাক্তার, এ ছোক্‌রা কার কথা বলছে ?"

ডাক্তার বিজয় মিত্র এবারও একটা ঢোঁক গিলে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন—"আজ্ঞে, আমার মনে হয়—এ লোকটা বোধ করি—সম্ভবতঃ এ কে লক্ষ্য করে—" বাকিটুকু ডাক্তার সার্ ভূপেন্দ্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন—

শুনে সার্ ভূপেন্দ্র এবার খুসি হয়ে বলে উঠলেন—"ওঃ! তাই বলো! আমারও ওই কথাই মনে হ'চ্ছিল ?"

জি, কে'র বক্তৃতা তখনো চলেছে—"ধনমদমত্ত-দৈত্যকুল নির্মূল করতে হবে ; ঐশ্বর্য্যগর্বিত পিশাচের দলকে বিদলিত ক'রতে হবে ; নইলে আমাদের মুক্তি নেই ! এসো কে এ কাজে এগিয়ে আসবে বাংলার তরুণ-তরুণী ! বাংলার আশা ভরসা স্থল ছাত্রছাত্রীগণ। আমি যাবো আপনাদের সকলের আগে বিদ্রোহের রক্ত-পতাকা কাঁধে নিয়ে—!"

উত্তেজিত জনতা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলো—

জি, কে, বলতে লাগলেন—"নিখিল ধরণী যৌবনেরই সাম্রাজ্য ! আধুনিক যুগ ত' তারুণ্যের যুগ ! আমরা তরুণ ! নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথ্বী আমাদেরই করতলগত ! তরুণের পথ চেয়ে রয়েছে—নিখিলের ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মী !—কালের জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়ো যত তরুণবীর ! দলিত হোক সেকালের সঙ্কীর্ণতা আজ একালের ঔদার্য্যের অধীনে। দূর করো কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতীতকে তোমরা সকলবন্ধনমুক্ত বর্ত্তমানের জয় গর্ব্বে !—এসো আজ নূতন ক'রে গড়ি আমরা এই হিতসাধন সমিতিকে, আজ থেকে এর নব নামকরণ হোক—"যৌবনের রাজকোষ!"

াষমুক্ত তরবারীর মত চকিত ঝলকে বেরিয়ে আসুক এ ধনীর ধকোষের আবরণ ছিন্ন করে—রত্নথলির আস্ফালন আর আমরা মানব লোহার সিন্ধুকের দম্ভ—কাঞ্চন কৌলিন্যের মর্য্যাদা লুটিয়ে দাও আজ থর ধূলায়—যকের ধন আগলে আছে যে উপাধি-সর্বস্ব বুড়ো—তাকে নির্বাসিত করে দাও মরুভূমির মাঝখানে !—"

সার্ ভূপেন্দ্র বলে উঠলেন—"সাধু ! সাধু !" ডাক্তার বিজয় াকে ডেকে বললেন—"শুনলে ত ! ছোক্‌রা ব'লছে ভালো ! থলির আস্ফালন !' 'লোহার সিন্ধুকের দম্ভ !' হ্যাঁ, তুমি যা বলেছো ! অবিকল সব মিলে যাচ্ছে ডাক্তার ! লোকটা উপাধি-সর্বস্বই !"

ডাক্তার বিজয় মিত্র একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, মীরা াকে চোখের ইসারায় বুড়োকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য ইঙ্গিত লেন।

মীরা দেবী আবার বললেন—"বাবা, চলুন আমরা বাড়ী যাই।"

সার ভূপেন্দ্র ব'ললেন—"এই যে মা যাচ্ছি, আর একটু অপেক্ষা ।, এটা শেষ করে যাই।"

জ, কে, তখন বলছিলেন—"দেশের ঐশ্বর্য্য—দেশের অর্থ সম্পদ আমরাই—এই যুবকের দল ! ট্যাঁকশালের টাকার চেয়ে দের দাম জগতে অনেক বেশী ! অবশ্য যদি আমাদের চরিত্রে যা খাদ মেশানো না থাকে। কষ্টিপাথরে ঘোষলে মেকি ব'লে । ধরা পড়ে যাই, অর্থাৎ পরীক্ষায় যদি আমরা খাঁটি সোনা ব'লে হ'তে পারি, তা হ'লে জেনো আমাদেরই জয় জয়কার সেদিন

বিশ্বের কাণে তুলবে স্বর্ণমুদ্রার লোভনীয় ঝনৎকার! মানুষ হ'তে মানুষের মধ্যে—হৃদয় হ'তে হৃদয়ান্তরে হবে তার বহু সমাদরে প্রচার ও প্রচলন! কোনো দেশেরই দোকানদারের জাত আর সাহস করবে না সেদিন আমাদের অচল ব'লে প্রত্যাখান করতে—ধনমদমত্ততা ও পদমর্য্যাদার অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে যাবে সেদিন জাপানী কাচের ফুলদানীর মতো—"

জনতা উল্লাসে ঘনঘন করতালি দিয়ে উঠলো।

জি, কে, বলতে লাগলেন—"আমার কাণে এসেছে—একটু আগে কে যেন আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে বলে উঠলেন—'সাধু! সাধু!'—আজ আমাকে তিনি উপহাস করলেন বটে, কিন্তু আমাদেরও দিন আসছে—"

সার ভূপেন্দ্র ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন—"আহা, না না, ব্যঙ্গ ত' নয়,—উপহাস কেন হবে—? যথার্থ-ই আমি—তুমি বলো না হে ডাক্তার—ভদ্রলোককে বুঝিয়ে"—

জি, কে, সেদিকে কর্ণপাত না করে বলতে লাগলেন—"ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ উপহাস অট্টহাস সমস্তই তুচ্ছ ক'রে আজ এগিয়ে যেতে হবে আমাদের—নিন্দা স্তুতি যশ অপযশ কোনো কিছুরই ধার ধারবো না আমরা। আমরা চাই মুক্তি। আমরা চাই স্বাধীনতা! আমাদের সে মিলিত ইচ্ছাশক্তির কাছে আজ সকল শক্তিকেই পরাভব স্বীকার ক'রতে হবে। চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে আর আমাদের টলাতে পারবে না! সর্বশক্তিমান ভগবানকে সহায় ক'রে এগিয়ে যাবো আমরা আজ সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার বিজয় ভেরী বাজিয়ে ত্রিভুবন দিগ্বিজয় ক'রতে!

বিদেশীর অন্ধ অনুকরণে অনুষ্ঠিত ধনী বিলাসীদের এই চায়ের পণ্যশালা ঘৃণায় বর্জন ক'রে চলুন সকলে ঐ জলযোগের শিবির আক্রমণ করিগে আমরা! আজ থেকেই সুরু হোক আমাদের পৃথিবী জয়ের বিজয় অভিযান!—"

সমস্ত জনতা উল্লাসে কলরব ক'রে উঠে ছুট্‌লো জলযোগের দিকে, জি. কে, চ'ললো তাদের পুরোভাগে বিজয়ী বীরের মতো।

মিসেস্ রায় নির্নিমেষে ক্ষণকাল সেদিকপানে চেয়ে দেখে বললেন—"আশ্চর্য্য মানুষ! যেন এক মুহূর্তে ঝড় বইয়ে দিয়ে চলে গেল! ভেঙে দিয়ে গেল দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত সকল সংস্কার জীর্ণ-মৃত্তিকার ধ্বংস স্তূপের মত!—আমি যদি কোনো রাজকন্যা হতুম, পরিয়ে দিতুম আজ ঐ তরুণ বীরের কণ্ঠে আমার আপন গলার মুক্তার মালা!—"

মায়া দেবী মৃদু হেসে ব'ললেন—"দিয়ে আসুন না! এখনো সময় আছে—"

"কিন্তু, আমার যে আর সময় নেই বোন্!"—এই বলে মিসেস্ রায় দ্রুতপদে "প্রাইভেট" লেখা সেই 'চায়া-ওন্নার' কিচেনক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

সার ভূপেন্দ্র বেশ উল্লসিত হয়েই ডাক্তার বিজয় মিত্রকে বললেন—বলেছে ভালো—কি বলো?—'লোহার সিন্দুকের দম্ভ!' 'যখের ধন আগলে বসে আছে যে উপাধিসর্বস্ব বুড়ো!'—'দোকানদারের জাত'—ভারি জবর বলেছে কিন্তু! যদিও একটু কর্কশ শোনালো!—কিন্তু, ওই-ই হ'চ্ছে ঠিক ওর মুখের মতো—!"

রায়বাহাদুর এই সময় সার ভূপেন্দ্রের কাছে এগিয়ে এসে অত্যন্ত

অপরাধীর মত হাত জোড় ক'রে লজ্জিত অপ্রতিভ কণ্ঠে বলতে লাগলেন —"আমাকে ক্ষমা করুন সার্ ভূপেন্দ্র ! আমারই বুদ্ধির দোষে আজ এই বিড়ম্বনা ঘটলো ! এ্যাডমিশন-টিকিট করা আমার খুবই উচিত ছিল ! মিঃ অরুণ রায় আমাকে বলেছিলেন বটে যে অন্তত নিমন্ত্রণের কার্ডেও লিখে দিন "অনুগ্রহ করে পত্রখানি দ্বারদেশে দেখাবেন" তাহ'লে আর এই সব ভ্যাগাবণ্ড্ জুটে এমন কাণ্ডটা করতে পারতো না !—ছি ছি বাস্তবিক ! আপনার কাছে আমার মুখ দেখাতেও লজ্জা হচ্ছে !"

সার্ ভূপেন্দ্র ঈষৎ হেসে বল্‌লেন—"আরে ! তুমি কি পাগল হয়েছো রায় বাহাদুর ! বৃহৎ কর্মে অমন গণ্ডগোল একটু আধটু হ'য়েই থাকে ! সব কিছুই কি আর সবাই নিখুঁত ক'রে করতে পারে ? দোষ ত্রুটিত' থাকবেই ! আমি আজ তোমাদের এই বার্ষিক উৎসবে এসে যথার্থই ভারি খুসি হ'য়েছি। সন্ধ্যেটা বেশ আনন্দেই কাটলো—এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ !—তোমাদের ঐ হিতসাধন সমিতির ডোনেশানের খাতাখানা কাল আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো।"

রায়বাহাদুর জোড়হাত ক'রেই দাঁড়িয়েছিলেন। এবার এক মুখ হেসে সেই যুক্ত কর কপালে তুলে এক নমস্কার জানিয়ে কি যেন ব'লতে উদ্যত হলেন, কিন্তু সার্ ভূপেন্দ্র সেই সময় তাঁর পুত্রবধূ ও ডাক্তার অজয় মিত্রের দিকে ফিরে বললেন—"মীরা, এ ছোকরার বক্তৃতা তোমাদের কেমন লাগলো বলো ? চমৎকার বলে, না ?—"

মীরা ও ডাক্তার দুজনেই পরস্পরের দিকে একবার চেয়ে এ কথায় সায় দিলে। সার্ ভূপেন্দ্র ব'ললেন—"কিন্তু, আমার বড় আপ্‌শোস্ হচ্ছে ! ছেলেটির সঙ্গে ভারি রূঢ় ব্যবহার করেছি আমি ! ও যে এমন

াকজন 'কোয়ালিফায়েড্ বয়' তা কি আমি জানতুম?—বড়ই
অভদ্রতা করা হ'য়েছে ছোক্‌রার সঙ্গে!—"

মীরা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"ভুল করছেন না ত' বাবা?
ার সঙ্গে অভদ্রতা করবার আপনি সুযোগ পেলেন কবে?"

ডাক্তার ব'ললে—"আপনি কি ওর সঙ্গে সেই দেখা না
রাটাকে"—

সার্ ভূপেন্দ্র বললেন—"অফকোর্স! তবে আর বলছি কি।
'তো আমার কাছেই প্রথম এসেছিল। রায়বাহাদুরই ত' বললেন
সব লোককে প্রশ্রয় দেবেন না, ওরা পেয়ে বসবে। যখন তখন
রক্ত করবে।"

রায়বাহাদুর অবাক হয়ে সার ভূপেন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—
কিন্তু— এই বক্তৃতা শুনেই তো বুঝতে পারছেন যে—"

সার্ ভূপেন্দ্র বললেন—"হ্যাঁ, নিশ্চয়! কিন্তু, এখনও সে ভুল অনায়াসে
ংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে—"

মীরা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—"কি ক'রে বাবা?"

সার্ ভূপেন্দ্র ব'ললেন—"পরশুদিনের পার্টিতে ওকে ইনভাইট্
'রবো—!"

ডাক্তার বিজয় মিত্র চমকে উঠে বললেন—"সে কি সার্! একটা
াফার্‌কে কি আপনি—"

মীরা দেবী ডাক্তারকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বললেন।

সার্ ভূপেন্দ্র বললেন—"দেখো, একটা কথা সদা সর্বদা মনে রেখো।
ানুষ যদি ভুল ক'রে বা অন্যায় ক'রে কখনো কিছু নিন্দার্হ কাজ ক'রে

সে, তাহলে প্রথম সুযোগেই তার উচিত সেটা সংশোধন করা—! এই চ্ছে প্রত্যেক মানুষের প্রধান কর্তব্য !"

ব'লতে ব'লতে সার ভূপেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং রায়-াহাদুর ও ডাক্তার বিজয় মিত্রের সঙ্গে ইংরাজী প্রথায় করমর্দন ক'রে 'ললেন—"আমি তবে এখন চললুম! কাল সকালে আমার ...কবার দেখা কোরো ডাক্তার! আজকের সন্ধ্যেটি যথার্থই আনন্দে াটানো গেলো! এর জন্য যদি কাউকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তাহ'লে াক্তার! সেটা এক হিসাবে তোমারই প্রাপ্য! কি বলো?—"

ডাক্তার বিজয় মিত্র সহসা ভীতচকিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—"আমার ার্?"

সার ভূপেন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন—"নিশ্চয়! এর ষোল আনা তামারই পাওনা!"

অপরাধীর মত ডাক্তার সবিনয়ে নিবেদন করলেন—"এতে কিন্তু আমার কোনোই হাত ছিল না সার্!"

সার ভূপেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বললেন—"তোমার বিনয় প্রশংসনীয় বটে! আচ্ছা, আমি চল্লুম, কাল এসো ডাক্তার···গুডনাইট্!"

চলতে চলতে এবং কথা বলতে বলতেই মীরাদেবীর সঙ্গে সার্ ভূপেন্দ্র গয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকলেন। ডাক্তার বিজয় মিত্র সেদিক পানে ক্ষণকাল চেয়ে দেখে কি ভেবে ধীরে ধীরে সেই সদ্য-আক্রান্ত জলযোগ-শিবিরের দিকে এগিয়ে চললেন।

'শুভবাণী' সম্পাদক অবিনাশ বাবু তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই হুঙ্কার ক'রে উঠলেন—"এই যে, আসুন! আসুন! ওহে, আমাদের আর

একজন নূতন সভ্য এলেন! তাহ'লে ডাক্তারবাবু! আপনার নাম ঠিকানাটাও লিখে নিই!"

ডাক্তার বিজয় মিত্র একটু বিরক্ত হ'য়েই জিজ্ঞাসা করলেন—"তার মানে?"

অবিনাশ বাবু মহা উৎসাহে বলতে লাগলেন—"সে কি! এখনো শোনেন নি? আমরা যে "আসছে কালের নায়া বাংলা" ব'লে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেম আজ, সঙ্গে সঙ্গেই সভ্য ক'রে নেওয়া হচ্ছে সকলকে। এক টাকা মাত্র বার্ষিক চাঁদা, শুধু শ্রমিক আর মধ্যবিত্তদের নেওয়া হবে এ দলে। ধনী-পদস্থ-উচ্চ উপাধিধারী জমীদার ও সরকারী কর্মচারীদের একেবারে বাদ! এই দেখুন না প্রায় দেড়শো সভ্য আমাদের অলরেডি হ'য়েছে!"

এই ব'লে অবিনাশ বাবু রুমালে বাঁধা একটা টাকার তোড়া তুলে ঝম্ ঝম্ করে বাজিয়ে শুনিয়ে দিয়ে বললেন—"এরা হ'ল সব 'পেয়িং মেম্বার'—এ ছাড়া 'ষ্টুডেণ্ট্ মেম্বার' আছে, তারা অবশ্য 'নন্ পেয়িং', কিন্তু তাহ'লেও তারা একটা "পয়সা ফণ্ড" খুলেছে, এরই মধ্যে তাদের যা 'কালেক্‌শন' হয়েছে তাতে আশা করা যায় এ ফণ্ড একদিন 'বিরাট' হয়ে উঠবে! 'হিতসাধন-সমিতি' আমরা কেড়ে নিয়েছি শুনেছেন ত'?"

এই সময় ঘুরতে ঘুরতে রায়বাহাদুরও সেখানে এসে পড়েছিলেন। তিনি অবিনাশের উক্তির প্রতিবাদ ক'রে ব'ললেন—"কেড়ে নিয়েছেন কি রকম? এখানে উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যের মত ও ইচ্ছানুসারে এ সমিতির পরিচালনা-ভার আজ থেকে পল্লীর যুবকদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা সমিতির একটা সাধারণ সভায় যে পর্য্যন্ত না

প্পুষর করিয়ে নেওয়া হ'চ্ছে সে পর্য্যন্ত এ ব্যবস্থা বৈধ বলে মেনে নেওয়াই চলবে না।"

জনকয়েক যুবক উত্তেজিতভাবে সমস্বরে বলে উঠল,—"আপনি না মানতে পারেন, দেশের লোক মেনে নেবে!"

রায়বাহাদুর সেখান থেকে অন্যদিকে একটু সরে গিয়ে ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বললেন—"ছোক্‌রার দল হঠাৎ আজ ভারি গরম হ'য়ে উঠেছে দেখছি।"

ডাক্তার বিজয় মিত্র তাঁর অনুসরণ ক'রতে ক'রতে বললেন—"তা' তো দেখ্‌তে পাচ্ছি! কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, যে, উত্তাপের ডিগ্রী যদি এই ভাবে রাইজ করতে থাকে—এর পর কি হবে?"

রায়বাহাদুর বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিসের পর?"

ডাক্তার বললেন—"আপনি কি বুঝতে পারছেন না?—এই যে পাড়ার ছেলেরা সব একজোট হ'য়ে আজ আপনাদের মতো প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের হঠিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে স দায়িত্ব ও ক্ষমতা টেনে নিলে,—এর পরিণাম কি দাঁড়াবে বু পারছেন না?"

রায়বাহাদুর নির্বোধের ন্যায় প্রশ্ন করলেন—"কি?"

ডাক্তার বললেন—"শক্তির মাদকতা মানুষকে উন্মাদ করে তোলে! এরা এরপর কী না করতে পারে?"

রায়বাহাদুর বললেন—"আপনি যাই বলুন, মিঃ জি, কে, ঘোষ যে যথার্থই একজন যোগ্য লোক একথা তো অস্বীকার ক'রতে পারেন না! ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"Survival of the

fittest !" অর্থাৎ 'যোগ্যতমের জয় !' সুতরাং এতে দুঃখিত হবার তো কোনো কারণ নেই ! ও ছোক্‌রা বিধিদত্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে—"

ডাক্তার বললেন—"হ্যাঁ, কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে বলে মনে হয় ! ছোক্‌রার অসাধারণ সাহস ও জিদ্ দেখছি !"

রায় বাহাদুর বললেন—"ওটা যৌবনের স্বধর্ম্ম ! ও বয়সে আমরাও কি বড় কম জেদী ছিলুম ? সাহসেরও অন্ত ছিল না আমাদের !"

ডাক্তার ব'ললেন—"এ বয়সেই বা কমটা কি ? আসছে ইলেক্‌শানে ত' আপনি আবার দাঁড়াচ্ছেন শুনলুম ?"

রায় বাহাদুর বললেন—"হ্যাঁ, ইচ্ছে তো আছে !"

ডাক্তার বললেন—"তাহ'লে আজ থেকেই তোড়জোড় সুরু করে দিন,—নইলে আর সময় কোথা ? ইলেক্‌শন ত' এলো !"

রায় বাহাদুর বললেন—"ওঃ সে এখন ঢের দেরী ! এখনো প্রায় মাসখানেক সময় আছে।"

ডাক্তার বললেন—"কিন্তু, ইতিমধ্যে যদি কোনো কংগ্রেস পক্ষের প্রতিনিধি এসে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়ায় তা হ'লেই ত' গেছেন !"

"শুভবাণী" সম্পাদক সে কথা শুনতে পেয়ে ব'লে উঠলো—"গেছেনই ত !—এবার ইলেক্‌শানে দাঁড় করাবো আমরা এই "আসছে কালের নায়া বাংলা" দলের একজন প্রতিনিধিকে ! রায় বাহাদুরকে টেনে নিয়ে যাবো আমাদের পক্ষে ভোট দিতে ! ওঁর দাঁড়ানো চলবে না —"

রায় বাহাদুর বিরক্ত হ'য়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

অবিনাশবাবু সেদিক পানে চেয়ে খানিকটা হেসে উঠে ব'ল্লেন, "এবার বটবৃক্ষ নিশ্চয় ধরাশায়ী হবেন!"

ডাক্তার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, অবিনাশবাবু, এ ব্যাপারে আপনার এত উৎসাহ দেখছি কেন? আপনার কি স্বার্থ?"

অবিনাশবাবু আর একবার খুব খানিকটা হেসে বললেন—"দোহাই ডাক্তারবাবু! যথার্থ বলছি! আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্বার্থ! তবে হ্যাঁ, এটা খুব সত্য কথা যে—আমি চাই এই মান্ধাতার আমলের কুসংস্কারপূর্ণ কুচুটেমন বুড়োর দলকে এ দেশ থেকে নির্বাসন দিতে! তবেই এ দেশের লোক প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হ'তে পারবে। বৈদেশিক অধীনতার চেয়েও সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর হ'ল আমাদের এই ধর্ম সমাজ ও কুসংস্কারের কঠিন নাগপাশ! ছেলেমেয়েদের জীবনে আনন্দ নেই, কর্ম্মে উৎসাহ নেই, মনে বল নেই, সব যেন প্রাণহীন জড় পুতুলের মত বেঁচে আছে!"

ডাক্তার ব'ললেন—"একে কি বেঁচে থাকা বলেন? এমন করে ব্যর্থ জীবন নিয়ে মাটি আঁকড়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও যে ঢের ভালো!"

অবিনাশবাবু উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললেন—"তা হ'লে আমাদের সভ্য তালিকায় আপনার নাম ঠিকানাটা লিখে নিই?"

হঠাৎ এই সময় তাঁবুর ভিতর থেকে বহু কণ্ঠের সমবেত আওয়াজ এলো,—"থ্রি চিয়ার্স ফর্ মিঃ ঘোষ! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!!"

অবিনাশবাবু শশব্যস্ত হয়ে তাঁবুর মধ্যে ছুটে গেলেন। ডাক্তার বিজয় মিত্র অন্য দিকে অগ্রসর হ'চ্ছিলেন—কিন্তু, হঠাৎ কোথা থেকে আদিনাথ ছুটতে ছুটতে এসে ডাক্তারের হাত দুটো ধরে বিষম জোরে

নাড়া দিয়ে মহা উল্লাসে বলে উঠলো—"ডাক্তার! ডাক্তার! ঈশ্বর যথার্থই দয়াময়! আমার যে কি আনন্দ হ'চ্ছে আজ তোমাকে কি ক'রে জানাবো তা জানি নি! আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে আজ—আমি এমন একটা কিছু মহৎ কাজ করি যাতে জগৎ শুদ্ধ লোকের উপকার হয়!"

ডাক্তার হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—"অকস্মাৎ এতখানি বিশ্ব-হিতের হোমশিখা জ্বলে উঠলো কেন প্রাণে? কী করতে চাও তুমি শুনি?—"

আদিনাথ তেমনিই উল্লসিত উৎসাহে ব'লতে লাগলো—"আমি? আমি আজ কি না করতে পারি? একটা যেন নব জীবনের স্পন্দন—একটা যেন দৈবশক্তির প্রেরণা অনুভব করছি আমি আমার সমস্ত দেহে মনে—বুঝলে ডাক্তার। আমার ইচ্ছা করছে আমি ছুটে যাই এখনি বাংলা দেশের সমস্ত গ্রামে গ্রামে—যেখানে যেখানে যারা যারা নারী-ধর্ষণ করেছে জানবো—তাদের কঠিন শাস্তি দিয়ে আসবো!"

ডাক্তার বললেন—"হঠাৎ মেয়েদের জন্য এত প্রাণ কেঁদে উঠলো কেন? প্রেমে পড়োনিত' আদিনাথ?—"

আদিনাথ আর সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গেল 'চায়াওল্লা' টি ষ্টলের দিকে; যাবার সময় শুধু বলে গেল—"দাঁড়াও, আমি একবার মিসেস রায়কে আর একটা কথা বলে আসি—"

ডাক্তার অবাক্ হয়ে সেদিকে চেয়ে তার এই পাগলামীর কথা ভাবছিল এমন সময় মিঃ জি,কে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন

এবং ডাক্তার বিজয় মিত্রকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি তার সামনে এসে ভাল ক'রে মুখের দিকে চেয়ে দেখে বলে উঠলেন—"বিজয় না ?—চিনতে পারছো ?"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন—"তুমি যে চিনতে পেরেছো—এইটেই আমার সৌভাগ্য ! যে রকম এক মুহূর্তে একেবারে "জনগণমন অধিনায়ক" হ'য়ে উঠলে—"

জি, কে হাসতে হাসতে বললেন—"তার কারণ এরা জন বা গণ কোনটাই নয়।"

ডাক্তার বললেন—"সেই ত' সুবিধে ! নিরাপদে এদের মাথায় হাত বুলোনো চলবে ! তুমি এদের দলে কি পদে প্রতিষ্ঠিত হ'লে ? শুধু সভাপতি হ'য়ে কোনো লাভ নেই কিন্তু ! সেই সঙ্গে এদের কোষাধ্যক্ষর পদটাও দখল কোরো। ধনভাণ্ডারের চাবিটি হস্তগত করতে না পারলে সবই পণ্ডশ্রম হবে !"

ডাক্তারের এ কথা শুনে জি, কে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বললেন—"তোমার মুখে এ রকম কথা শুনবো আশা করি নি ! এ পরিহাসটা তোমার অনেকটা বিদ্রূপের মতই শোনাচ্ছে ! তুমি ত' এমন খেলো ছিলে না ? তোমার কি এত অধঃপতন হয়েছে ?—"

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বললেন—"অধঃপতন হয়েছে নাকি ?—'খেলো' হয়ে পড়িছি বুঝি ? ওঃ!—তা' হয়ত' হবে !"

জি, কে-ও এবার অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বললেন—"বিজয় ! ছেলেমানুষী ছাড়ো ! বিলেত যাবার আগে তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব ছিল, আজ-ও আমি চাই আমাদের সেই বন্ধুত্বই যেন বজায় থাকে !"

ডাক্তার বিজয় বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কি সত্যি বলছো? না-দলে টানবার ফন্দি?"

জি, কে তাঁর দিকে সাগ্রহে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ব'ললেন—"এর চেয়ে বড় সত্য আমার জীবনে আর কিছু কখনো কামনা করি নি!"

জি, কে'র সেই প্রসারিত কর নিজের দু'হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে ডাক্তার বিজয় ব'ললেন—"তাহ'লে জেনে রাখো যে আজ থেকে আমার চেয়ে বড় বন্ধু তোমার আর কেউ নেই!"

জি, কে গদগদ কণ্ঠে ব'ললেন—"আমার সকল আনন্দ এতক্ষণে পূর্ণ হ'লো!—আমি যে কী খুসি হলুম তা বলতে পারি না!"

ডাক্তার বিজয় ব'ললে—"আমিও যে তোমার চেয়ে কিছু মাত্র কম খুসি হ'য়েছি—এ কথাও মেনে নিতে রাজি নই!"

জি, কে ব'ললেন—"ধন্যবাদ বন্ধু! তোমার অকপট সৌহার্দ্য যেন আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার সুসম্পাদনে শক্তি ও সাহস এনে দেয়! আমি এই কোটী কোটী মৌনমূক অসহায়দের জন্য অন্তরে অন্তরে আজ যে সহানুভূতি ও সমবেদনা অনুভব করছি—আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে আজ সকলকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলি—ভাই! তোরা আমায় ক্ষমা কর! আমি বিলেত ফেরত—আমি ব্যারিষ্টার—এ কথা তোরা ভুলে যা! আমি তোদের সেবক! আমি তোদের দাসানুদাস!—"

বাধা দিয়ে ডাক্তার বিজয় ব'ললেন—"দোহাই তোমার! তুমিও আর ওই স্লেভ্ মেণ্ট্যালিটিটা শিক্ষা দিয়ো না! সেই বুদ্ধ চৈতন্য থেকে সুরু ক'রে একালের রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্য্যন্ত উঠে পড়ে লেগে 'সেবাধর্মে'র মহিমা প্রচার ক'রে সারা বাংলাদেশটাকে দাস্য ভাবে দীক্ষিত করে

ছেড়েছে! তোমার ঐ সাম্য-মৈত্রীর প্রচার পর্য্যন্ত সহ্য করতে রাজি আছি, কিন্তু জাতটাকে যদি আবার 'সেবকশ্রী' বানাতে চাও, বাধা দেবো!—মালিকান্-সত্বে আমরা সবাই সমান—এটুকু মানতে আপত্তি নেই, কিন্তু ভাই! দাসানুদাস আমি কারুর প্রেমেই হ'তে চাই নে!"

জি, কে ব'ললেন—"আমিও তা' হতে বলিনে; কিন্তু কি জানো বিজয়, শিশুকে মানুষ করবার সময় জননী যেমন স্নেহ মমতায় বিগলিত হয়ে সন্তানের সেবা ও পরিচর্য্যায় অহর্নিশি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন—নিজের সকল সুখ স্বার্থ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য সানন্দে বিসর্জন দেন; আমার মনের ভাব আজ ঠিক তেমনিই! একে শ্লেভ মেণ্ট্যালিটি বলে এর অমর্য্যাদা কোরো না। শিশুর মতোই অবোধ-অজ্ঞান এই জাতকে মানুষ ক'রে তুলতে হ'লে চাই সেই জননীর মতই নিরভিমান ও নিঃস্বার্থ হয়ে এদের সেবা ও পরিচর্যা করা; সদা সতর্ক আগ্রহে এদের সকল অমঙ্গল হ'তে রক্ষা করা! অহরহ এদের কল্যাণকামনাই হ'য়ে ওঠা চাই জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-জপ-তপ!—"

ডাক্তার বিজয় উৎসাহে জি, কে'র হাত দুটি পুনরায় চেপে ধরে ব'ললেন—"তোমার নেতৃত্বের উচ্চ আদর্শ আমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলেম বন্ধু!"—

জি, কে সানন্দে বিজয়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। ঠিক সেই সময়ে চায়াওয়া-টি-ষ্টলে কোকিলকণ্ঠী রাগিণী দেবী গাইছিলেন—

আজি নিখিল ভুবনে এলো একি আলো!
সখী, তিমির অবগুণ্ঠন তব
কোথা মিলালো!
গগনে উদিল একি দীপ্তি
জীবনে জাগিল একি তৃপ্তি
তব প্রেম-অমৃতে মম
সকলি ভুলালো!

জি, কে মুগ্ধ কণ্ঠে ব'লতে লাগলেন—"আজকের সুন্দর রাত্রি আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় রজনী হ'য়ে রইলো! নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ যে এত অপরূপ—চাঁদের আলো যে এমন প্রীতিস্নিগ্ধ—ফুলের স্তবকে স্তবকে যে এত সুচারু সুষমা—এর আগে আর এমন করে কখনো উপলব্ধি করি নি!—আমার মনে হয় বিজয়, এই আনন্দের অনুভূতি থেকে যে-মানুষের জীবন আজও বঞ্চিত, ভগবানের সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই!"

ডাক্তার বিজয় মিত্র এবার যেন একটু অসহিষ্ণু হয়েই বললেন—"দেখো ঘোষ, তুমি তো জানো আমি 'সেন্টিমেণ্ট্যাল্' নই, আমি কাজের লোক, কাজ বুঝি!—অবিনাশবাবু বলছিলেন আমাকে তোমাদের দলে নাম লেখাতে, কিন্তু, তার আগে আমি স্পষ্ট করে খোলাখুলি জানতে চাই—তোমরা কি করতে চাও? তোমাদের কাজের প্রোগ্রাম কি এবং তার পদ্ধতিই বা কি?—"

মিঃ জি, কে ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে ব'ললেন—"আমরা কি করতে চাই তুমি জানতে চাও?—আমরা মুক্তি চাই!—আমরা

স্বাধীনতা চাই! চমকে উঠো না বা ভয় পেয়ো না!—এ কংগ্রেসের কাম্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়! এ ব্যক্তির স্বাধীনতা—মনের স্বাধীনতা—চিন্তার স্বাধীনতা! এতে কোনো 'ক্রীড্' সই করে পার্টির সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে শৃঙ্খলিত বন্দীরূপে প্রবেশ করতে হবে না! স্বাধীনতার যুদ্ধে স্বাধীন মন নিয়েই যোগ দেবার সুযোগ পাবে সকলে। আমরা মানুষের চিত্তকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে চাই! শাস্ত্রের উৎপীড়ন, ধর্মের উৎপীড়ন, দেশাচার ও সমাজের উৎপীড়ন—সকল উৎপীড়ন বন্ধ করতে চাই!—ধনীর উৎপীড়ন থেকে দরিদ্রকে বাঁচাতে চাই, কর্তৃপক্ষের অন্যায় অত্যাচার থেকে অসহায় কর্মীদের রক্ষা ক'রতে চাই! জাতি, ধর্ম, বর্ণ সমাজ ও সংস্কারের সমস্ত ভেদ আমরা দূর করতে চাই! আভিজাত্যগর্ব, শিক্ষা ও সভ্যতার অহঙ্কার, ঐশ্বর্যের দম্ভ সমস্ত চূর্ণ করে মানুষকে মানুষ করে গড়তে চাই! সমস্ত পৃথিবী জুড়ে থাকবে শুধু একজাত! তাদের পরিচয় হবে শুধু তারা মানুষ! কেউ কারু অপেক্ষা ছোট নয় বা বড় নয়! সবার সঙ্গে সকলে সমান! সমান মর্য্যাদা—সমান অধিকার সকলের! আমাদের এই সাধনার মূলমন্ত্র হবে—অমর কবি চণ্ডীদাসের সেই পদ—

"শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই!"—

তাদের মধ্যে উচ্চ নীচ থাকবে না, ইতর ভদ্র থাকবে না, প্রভু ভৃত্য থাকবে না, রাজা প্রজা থাকবে না, মালিক মজুর থাকবে না, খাতক মহাজন থাকবে না —"

ডাক্তার বিজয় মিত্র বাধা দিয়ে ব'ললেন—"বুঝিচি! তোমার উদ্দেশ্য 'ইণ্টারন্যাশান্যাল সোশ্যালিজ্‌ম্' প্রচার করা—"

মিঃ জি, কে ব'ললেন—"ভুল করছো বন্ধু,—আমাদের যা আদর্শ তা আকাশের মত উদার! তার মধ্যে 'নেশান্' বা 'রেস্' বলে কোনো কিছু সঙ্কীর্ণতার অস্তিত্বই থাকবে না, বিশেষ কোনো সমাজের নিজস্বনীতি ব'লেও আমরা কিছু মানবো না!—আমরা চাই জগত জুড়ে এক অখণ্ড 'হিউম্যানিটি' বা মহামানবতা প্রতিষ্ঠিত করতে।"

ডাক্তার বিজয় হেসে উঠে বললেন—"রোমা রোঁলার স্বপ্ন! বেশ কথা। বুঝতে পারছি—উদ্দেশ্য তোমাদের মহৎ। কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি—তোমাদের পরিকল্পিত এই মহামানবতার গোড়া পত্তন হবে কোথায়? তুমি কি এই সব দলবল নিয়ে এই পাড়ায় প্রথম এক্সপেরিমেণ্ট সুরু করতে চাও? তা যদি উদ্দেশ্য থাকে, এ পাড়ার একজন পুরাতন বাসিন্দা হিসাবে তোমায় আগেই বলে দিচ্ছি—সুবিধে হবে না বন্ধু! তুমি কি মনে করো দেওয়ানজী কুঠির দেওয়ান প্রিয়নাথ বোস্ কোনোদিন তার বনেদী বংশমর্যাদা ছেড়ে ঐ হীরু চা-ওয়ালার গলা জড়িয়ে ধরবে! সার ভুপেন্দ্রকে উনি বলেন—'ছোটো জাতের ছেলে!—পয়সার জোরে কায়েত হয়েছে!' আবার সার ভুপেন্দ্র 'নাইট' হয়ে আভিজাত্যগর্বে ঐ ব্যাঙ্কের দেওয়ানের মুখ দর্শন করেন না। ওই কাগজওয়ালা অবিনাশ স্বার্থ ছাড়া এক পা চলে না! বড়লোকের পা চেটে বেড়ানোই ওর ব্যবসা! রায় বাহাদুর একটা বুড়ো ঘুঘু, কেবল নিজের সুবিধের ফিকিরেই ঘুরছে! ঘুষ ছাড়া কথা কয় না! চৌধুরী ব্রাদাসের

ব'লে! আর, তুমি ইডিয়ট্ গিয়ে জুটেছ তাদেরই সঙ্গে? তোমার দফা রফা ক'রে ছেড়ে দেবে দেখো!"

মিঃ জি, কে, বাধা দিয়ে ব'ললেন—"চুপ করো। ওঁরা আমার উপকারী বন্ধু। ওঁদের বিরুদ্ধে আমি কোনো কথা তোমার শুনতে চাই নি!—"

ডাক্তার বিজয় একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন—"তোমার মতো ওস্তাদ ছেলে বন্ধুত্ব করলে কিনা এক দেউলে পরিবারের সঙ্গে? তোমার উচিত ছিল, এসেই সর্বাগ্রে এই সার্ ভূপেন্দ্র চৌধুরীকে হাত করা! অগাধ পয়সা এঁর, মেজাজও ভালো, আর—সব চেয়ে আমি যেটার জন্য এঁকে শ্রদ্ধা করি সে হ'চ্ছে এঁর—ষ্ট্রীক্ট্ অনেষ্টি! একটি পয়সাও কাউকে ঠকাতে চান না, নোংরা কারবার কখনো কিছু করতে চান না, একেবারে ক্লীন শ্লেট! আমি সেই জন্য বুড়োকে ভারি রিগার্ড করি! আর তোমার ঐ দেওয়ানজীর কীর্তি শুনবে?—কেন যে সার্ ভূপেন্দ্রের সঙ্গে ওঁর মুখ দেখা-দেখি নেই জানো কিছু?—"

জি, কে একটু যেন ক্ষুব্ধ হয়েই ব'ললেন—"আমি জানি নি, জানতে চাইও নি! এই পর্যন্ত জানি—দেওয়ানজীর কাছে আমি উপকৃত! তিনি আমাকে দরজা থেকে হাঁকিয়ে দেন নি। বহু এটর্ণী অফিসে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে 'ইনট্রোডিউস' করে দিয়েছেন। ওঁরই চেষ্টায় আমি এসেই দু' একটা কেস্ পেয়েছি! ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ!"

ডাক্তার বিজয় মিত্র শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে ব'ললেন—"তাতো উনি করবেনই! মেয়েটির যে পাত্র জুটচে না! পয়সা খরচ ক'রে তো

জি, কে উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু কি বিজয় ?"

বিজয় বললে—"তুমি না বিলেত যাবার আগে রেভারেণ্ড্ পি, কে, দাসের মেয়ে ইভা দাসকে বিবাহ করবে ঠিক ছিল ?"

"ছিল-ই তো ! সেই কনডিশনেই ত' রেভারেণ্ড দাস ওঁদের চার্চ্চ এডুকেশন ফণ্ডের টাকা দিয়ে আমায় বিলেত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, ইভা দাস এখন মিসেস্ ইভা সেন ! ক্যাম্বেলের ডাক্তার জে, বি, সেনকে তিনি ইতিমধ্যে বিবাহ ক'রে বসে আছেন ! সে কি আমার দোষ ?"—

এই বলে জি, কে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তার বিজয়ের মুখের দিকে চাইতেই বিজয় বললেন—"ভালই হয়েছে ! হিন্দুর ছেলে হ'য়ে তুমি একটা খৃষ্টাননীকে বিয়ে করতে যাবে কেন ?"

জি, কে, একটু যেন ব্যথিত ও কাতর কণ্ঠেই বললেন—"ধর্মের গোঁড়ামী মানুষকে মানুষের কাছ থেকে যতটা পৃথক ক'রে রাখে, বিজয়, প্রেমের ঔদার্য তেমনিই তাদের সব চেয়ে নিকটতম ক'রে দেয়। ইভা খৃষ্টানের মেয়ে হ'লে কি হবে, অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের মধ্যেও অমন মেয়ে পাওয়া দুর্লভ ! তুমি জানো না বিজয় ইভাকে আমি কত ভালবাসতুম ! তার এই ব্যাপারটা আমাকে বড্ড আঘাত করেছে ! তাইত আমি ও-পাড়া ছেড়ে দিয়ে তোমাদের পাড়ায় চলে এসেছি !

বিজয় গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন—'তা হলে মিস্ ইভা দাসকে তুমি এখনও ভুলতে পারো নি ?'

মিঃ জি, কে, উদাসভাবে বললেন—"হয়ত' পেরেছি ! হয়ত' বা পারি নি ? কিন্তু, সে-খবরটা জানবার জন্ত তোমার এত আগ্রহ কেন ?"

ডাক্তার বিজয় বললেন—"না, আর কিছু নয় ; তবে—রাগিণী

দেবীর প্রতি এ অনুরাগ তোমার একটা সাময়িক উন্মাদনা! ইভার প্রেমের প্রীতি-স্মৃতিই তোমার মনটাকে আজও 'আইভিলতা'র মত জড়িয়ে আছে দেখছি!—"

—"না বিজয়, তোমার কাছে গোপন করবো না। এই মেয়েটির রূপ গুণের স্নিগ্ধ মাধুর্য আজ আমার অন্তরে যে ঐশ্বর্যের আলো জ্বেলে দিয়েছে তার আশ্চর্য প্রভায় জীবনের সযত্নে লালিত স্মৃতির প্রদীপ সমস্ত যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে!" এই বলে মিঃ জি, কে বিজয়ের হাত দু'খানি চেপে ধরলেন। মৃদু কণ্ঠে ব'ললেন—"ইভা আজ অনেক দূরে। যেটুকু স্মৃতি তার এখনও কুড়িয়ে পাই, তা যেন বহুকাল পূর্বের কোন্ এক বিগত উৎসবের ক্ষীণ আনন্দানুভূতি! দীর্ঘ পথ চলে আসা পথিকের পদাচক্রের মতো স্মরণের সমস্ত রেখা আজ ধুয়ে মুছে গেছে এই রাগিণী মেয়েটির অনুরাগরঞ্জিত মনের সুনির্মল মাধুরী ধারায়!"

ডাক্তার বিজয় উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন—"তবে এগিয়ে যাও বন্ধু, জয় করো ঐ বিজয়িনীর হৃদয়। এইখানেই হয়ত' খুঁজে পাবে তোমার সুখ সৌভাগ্যের রত্নখনি!"

ক্ষণকাল দুই বন্ধুই চুপ করে রইলেন। তারপর ডাক্তার বিজয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললেন—"অনেক কথাই তোমাকে বলবার ছিল! কিন্তু···না থাক; আজ আর ব'লবো না। সময় যদি হয় ত'··· অন্য কোনোদিন জানাবো—"

ব্যাকুল হ'য়ে জি, কে বললেন—"রাগিণী দেবীর কথা যদি কিছু জানো—বলো বন্ধু!—আমাকে বলো সব! উনি কি সার্ ভূপেন্দ্রের

কন্যার কাছে আমার কথা কিছু বলেছেন? তুমি কি শুনেছো কিছু প্রতিমা দেবীর মুখে?—"

ডাক্তার বিজয় ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—"না না, আমি ও-সম্পর্কে কিছু ব'লবো মনে করিনি। তবে, আমি বলছিলুম কি এ সময় তোমার সমস্ত শক্তি ও এনার্জ্জি নিয়ে একমাত্র এই মেয়েটির সাধনায় লেগে থাকাই উচিত ছিল না কি? এখন এ সময় এ সমস্ত ভ্যাগাবণ্ড্ নিয়ে এই জনহিতের ফ্যাসাদ জোটালে কেন?"

মিঃ জি, কে অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে ব'ললেন—"মানুষের মন বড় জটিল যন্ত্র বন্ধু! কে যে কি উপায়ে কোন্ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে কোথায় চলেছে তা সব সময় বোঝা যায় না! আমার বিশ্বাস আমি এই মহান স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে, এই বিরাট আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ ধরেই আমার প্রিয়তমের হৃদয় দ্বারে গিয়ে পৌছতে পারবো!"

ডাক্তার বিজয় হেসে উঠলেন, মিঃ জি,কে'র পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—"ও-ও-ও! তাই বলো! কিন্তু, এযে নেহাৎ একেবারে গন্ত-কণ্টকিত এক রাস্তা ধরলে তুমি! প্রিয়তমের হৃদয়দ্বারে পৌছবার আর কি কোনো সুপথ পেলে না খুঁজে?—"

জি, কে ব'ললেন—"তুমি ত' জানো বিজয়, আমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই! কি ভাবে খৃষ্টান মিশনারিদের সাহায্য নিয়ে বিলেত চলে গেলুম—তোমরা দেখে অবাক হয়ে গেছলে! কিন্তু, বিলেত ঘুরে এলেই ত' আর চারটে হাত পা বেরুবে না! আমাকে চ'লতে হ'চ্ছে নিজের পথ কেটে জীবনের লক্ষ্য সন্ধানে! যখনই মনে পড়ে আর দু'বছর পরেই আমার বয়স তিরিশ পূর্ণ হবে, অথচ, পড়ে

আছি আজও পথের সেই সুরুতেই, অখ্যাত অবজ্ঞাত অপরিচিত জনতার একজন সাধারণ নগণ্য পথিক মাত্র, এর বেশী আর কিছু নই—সমস্ত মন আমার এই দীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে ওঠে—"

বাধা দিয়ে ডাক্তার বিজয় বললেন—"তুমি যদি ও-কথা বলো তাহ'লে আমাদের ত' গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত! আমরা তো তোমার তুলনায় আরও নগণ্য!"

"কিন্তু, উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার তীব্র কশাঘাত তুমি তো কোনোদিনই অনুভব করোনি বন্ধু? চিরদিন এক ভাবেই কাটিয়ে এলে সারাটা জীবন! ইস্কুল কলেজেও তোমাকে দেখেছি—প্রাইজ্ বা স্কলারশিপ পাবার জন্য কোনোকালে চেষ্টা করো নি—ডাক্তারী পাশ করে বেরুবার পরও শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার বলে গণ্য হবার কোনো সদিচ্ছাই তোমার জাগেনি—"

মিঃ জি, কে তাঁর কথা শেষ করতে না করতেই ডাক্তার বিজয় বললেন—"সে জন্য ত' কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করি নি আমি! বেশ আরামে থাকা গেছে! কোনো রকম দুর্ভাবনা নেই। ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে! অকারণ তার মধ্যে পা বাড়িয়ে মনের শান্তিটুকু হারাবার প্রয়োজন কি? আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সর্বদা সচেতন! তাই আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখি না কোনো দিন। আত্মবিশ্বাস অনেক সময় আত্মপ্রবঞ্চনা হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটা যেদিন নিজের কাছে ধরা পড়ে দুঃখ রাখবার আর তার ঠাঁই মেলে না!"

মিঃ জি, কে কাতরভাবে বললেন—"বিজয়, জয় সম্বন্ধে উৎসাহ না দিয়ে তুমি আমাকে দমিয়ে দিতে চাইছো কেন? এটা তো বন্ধুর কাজ নয়—"

বিজয় হেসে উঠে ব'ললেন—"এত অল্পেই যদি তুমি এমন দমে যা' বন্ধু, তাহ'লে বন্ধুর মতই আমি তোমাকে বারংবার নিষেধ করবো—‹ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে—"

"তুমি কি মনে করো আমার সঙ্কল্পে আমি যথেষ্ট দৃঢ় নই ? এই ব‹ মিঃ জি, কে ডাক্তার বিজয় মিত্রের হাতটা চেপে ধরে তার মুখে‹ দিকে চাইলেন—

হঠাৎ জলযোগের শিবিরাভ্যন্তরে বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হ'তে শোন গেল—"থ্রী চিয়ার্স ফর্ মিঃ জি, কে. !—হিপ্ হিপ্ হুররে্ ! !

বিজয় ব্যঙ্গস্বরে বললেন—"ওই শোনো তোমার জয়ধ্বনি আজ দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলছে ! একি কম শক্তির পরিচায়ক ? তোমার আদর্শের পশ্চাতে হয়ত কিছু গভীর সত্য নিহিত আছে—নইলে এতগুলো লোক এমন করে আজ তোমার কথায় ক্ষেপে উঠতো না ! কিন্তু, সাবধান বন্ধু ! এ আগুন নিয়ে খেলা ! ক্ষিপ্ত জনতা পাগলা কুকুরের চেয়েও ভয়ানক ! যে কোনো মুহূর্তে নিজের মনিবকে কামড়াতে এতটুকু দ্বিধা করবে না !"

ডাক্তার বিজয়ের কথায় মিঃ জি, কে একটু যেন চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। এই সময় "চায়া-ওল্লা" টি-ষ্টল থেকে বেরিয়ে এলেন, দেখা গেল, শ্রীমতী রাগিণী দেবীর সঙ্গে সার ভূপেন্দ্রের কন্যা কুমারী প্রতিমা দেবী। তাঁদের দুজনের মাঝে ছিলেন একটি সৌম্যকান্তি সুদর্শন যুবা। তিনি উভয়ের সঙ্গেই খুব হাসি গল্প ক'রছিলেন।

প্রতিমা দেবী তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"জি-কে পদার্থটি কে ? আপনি চেনেন ? আলাপ আছে আপনার সঙ্গে ?—"

যুবক ইসারায় মিঃ জি, কে'র দিকে প্রতিমা দেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন—"ঐ যে সেই বস্তুটি আপনার সামনেই হাজির! আলাপ নেই, তবে চিনি। দেওয়ানজীকাকার ওখানে বহুবার দেখেছি।"

"ওঃ! উনিই বুঝি—লেটেষ্ট্ মহাত্মা! টো-নাইট্স হিরো? তা হ'লে ভাই 'গিণী' আমি এইখান থেকেই বিদায় হলুম। আর পাদমেকম্ ন গচ্ছামি! চীয়ারো! 'বাই' ব্রাদার!" এই বলে প্রতিমা দেবী রাগিণী ও সেই যুবকের সঙ্গে করমর্দন করে বাড়ীর দিকে ফিরলেন। রাগিণী দেবী ও সেই যুবকও তাকে 'বাই' 'বাই' বলে ধীরে ধীরে ভীড় ঠেলে মেলা থেকে বেরিয়ে যাবার পথ ধরলেন।

প্রতিমা দেবী যেতে যেতে কেবলই পিছন ফিরে ফিরে দেখছিলেন।

মিঃ জি, কে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঐ ভদ্রলোকটিই কি বিভাস বাবু—ওই যিনি রাগিণী দেবীর সঙ্গে যাচ্ছেন—?"

ডাক্তার বিজয় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই জি, কে জানতে চাইলেন—"উনি কি করেন! তোমার সঙ্গে আলাপ আছে?"

ডাক্তার বিজয় বললেন—"আছে, উনি প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। কাজের মধ্যে শুধু দিন রাত বই পড়া! বিবাহ করেন নি। লোকটি অগাধ পণ্ডিত!"—

শুনতে শুনতে জি, কে'র মুখ ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে এলো! ডাক্তার বিজয় মিত্র বলতে লাগলেন—"এঁরই মধ্যে ওঁর মনীষার খ্যাতি সাগর পারে গিয়ে পৌঁছেচে! গত বৎসর য়ুরোপে যে 'ইণ্টারন্যাশনাল কন্ফারেন্স অফ্ মরাল ষ্টাডিজ' হয়ে গেল, তাতে উনি নিমন্ত্রিত হয়ে

গেছলেন। ওরিয়েণ্টাল ফিলজফি সম্বন্ধে ওঁর বক্তৃতা নাকি একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল সেখানে—"

জি, কে একথা শুনে যেন চমকে উঠে বললেন—"ও-ও! বুঝতে পেরেছি এইবার! উনিই সেই ইণ্ডিয়ান ফিলজফার ডক্টর্ বিভাস বিশ্বাস না? হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোকই ত বটে! আমি ওঁকে জেনেভায় দেখে ছিলুম বলে মনে পড়ছে! ওঁর বক্তৃতা একটা সেন্‌সেশান তুলেছিল!—"

প্রতিমা দেবী এই সময় সেখানে আবার ফিরে এলেন। এবার অসঙ্কোচে তিনি একেবারে মিঃ জি, কে'র সামনে এসে দাঁড়ালেন। কি যেন ভেবে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনিই বোধ হয় মিঃ ঘোষ?"

মিঃ জি, কে'র চোখে মুখে অকস্মাৎ একটা আনন্দোজ্জ্বল বিস্ময় ফুটে উঠলো। তিনি কি উত্তর দেবেন ভেবে ঠিক করবার আগেই প্রতিমা দেবী ব'ললেন—"আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ ক'রতে এসেছি!"

জি, কে অতিমাত্র বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাকে?"

প্রতিমা দেবী সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে একটু মৃদু হেসে বললেন—"হ্যাঁ; এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! আপনার বক্তৃতা [illegible] অসাধারণ! আমার নাম প্রতিমা। আমার [illegible] ভূপে[illegible] তাঁর জন্মোৎসবে উপস্থিত হবার জন্য [illegible] নি[illegible] জানিয়েছেন। আপনার 'এ্যাড্রেস্' না [illegible] কিছু মনে করবেন না।"

এই বলে প্রতিমা দেবী তাঁর ভ্যানি[illegible] ভিতর থেকে

একখানি সোনালী ধারি বৃহৎ কার্ড বার ক'রে জি, কে'র দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

"ধন্যবাদ!" বলে জি, কে, কার্ডখানি নিয়ে নিকটস্থ একটি বিজলী বাতীর কাছে সরে গিয়ে পড়তে সুরু করে দিলেন—

ডাক্তার বিজয় মিত্র একটু যেন শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠেই প্রতিমা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"একে নিমন্ত্রণ করবার ভারটা বোধ করি তুমি নিজেই ভলান্টিয়ার হ'য়ে নিয়েছো?—"

প্রতিমা দেবী সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মিঃ জি, কে'র উদ্দেশে বললেন—"আসা চাই—কিন্তু! ভুলবেন না যেন!"

"নিশ্চয় আসবো!" বলে মিঃ জি, কে প্রতিমা দেবীকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে আবার বললেন—"এ আমার সৌভাগ্য মিস চৌধুরী!

"দেখুন, আমি আপনাদের ওই বিলিতী আদব কায়দাগুলো পছন্দ করি না! আমাকে প্রতিমা দেবীই বলবেন—আমি তবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চল্লুম; নমস্কার! পরশু দিন একটু সকাল করে আসবেন।" বলে প্রতিমা দেবী বাড়ীর দিকে পা বাড়াতেই ডাক্তার বিজয় বললেন—"চলো প্রতিমা আমি তোমায় দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি—"

প্রতিমা দেবী এবার একটু যেন বিদ্রূপের কণ্ঠেই বললেন—"না থাক! আপনাকে আর অত কষ্ট করতে হবে না!"

"এত ভীড় ঠেলে যেতে তোমার অসুবিধা হ'তে পারে—"এই বলে ডাক্তার তাঁকে পৌঁছে দেবার জন্য অগ্রসর হ'তেই প্রতিমা দেবী হাত তুলে নিষেধ জানিয়ে ব'ললেন—"একলা যদি ভীড় ঠেলে আসতে পে

থাকি—একলা যেতেও ঠিক পারবো জানবেন!" এই ব'লে তিনি বিদ্যুৎলতার মত চকিত চঞ্চল বেগে ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

মিঃ জি, কে, শশব্যস্তে ডাক্তারের নিকট সরে এসে কার্ডখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এর মানে কি বিজয়?"

বিজয় কার্ডখানা হাতে না নিয়ে শুধু একবার চেয়ে দেখেই বললেন—"সার্ ভূপেন্দ্রের জন্মোৎসবে তোমার ডাক পড়েছে।"

মিঃ জি, কে, হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন—"সেত' দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু, না, সত্যি, এ আমি মোটেই আশা করি নি বিজয়! তোমাদের এই সার্ ভূপেন্দ্র চৌধুরীটির জন্য আমার মায়া হ'চ্ছে—"

ডাক্তার বিজয় বললেন—"তাঁর মেয়ে এসেই বোধ হয় তোমার হৃদয়ে তাঁর পিতার প্রতি মমতার সঞ্চার ক'রে দিয়ে গেলেন?"

জি, কে, গম্ভীর হ'য়ে বললেন—"না ঠিক্ তা নয়!"

ডাক্তার বিজয় জানতে চাইলেন—"তবে? অকস্মাৎ সার্ ভূপেন্দ্র চৌধুরী সম্বন্ধে তোমার এ মত পরিবর্তনের কারণটা কি শুনি?"—

"কারণ—বেচারি নেহাৎ একটি নির্বোধ জীব বলে! যে লোক গালাগাল বোঝে না—সে করুণার পাত্র! আহা—বেচারি! আমি তাই ভাবছি যাবো কি না এই ইডিয়টের নিমন্ত্রণ রাখতে—" এই বলে মিঃ জি,কে আবার খুব খানিকটা হেসে নিলেন।

ডাক্তার বিজয় একটু বিরক্ত হ'য়ে উঠে বললেন—"দেখো, যিনি আমাদের একজন শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁর সম্বন্ধে এ রকম অসম্মানজনক উক্তি শুধু তোমার ধৃষ্টতা নয় অত্যন্ত অসভ্যতার পরিচায়ক!"

মিঃ জি, কে, পুনরায় হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন—"ও!

সার ভূপেন্দ্র যে তোমার 'পেট্রন'! বটে! বটে! সে কথা আমার মনেই ছিল না! মাপ করো দাদা!—"

নিমন্ত্রণের কার্ডখানি সযত্নে পকেটে পুরে মিঃ জি, কে একটু নিম্ন স্বরে ডাক্তার বিজয়কে ব'ললেন—"আমার যে নিমন্ত্রণ হ'য়েছে এ কথা তুমি এখন কাউকে জানিয়ো না! বুঝলে? এ শুধু তুমি আর আমি জানলুম—আর কেউ নয়, বুঝলে বিজয়?"

ডাক্তার বিজয় কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন। মিঃ জি, কে আরও একটু তার কাছে সরে এসে বললেন—"টু টেল ইউ অনেষ্ট্লি—মেয়েটিকে আমার খুব ভালই লাগ্লো!"

ডাক্তার বিজয় চম্‌কে উঠে বললেন—"তাই নাকি?"

জি, কে ব'ললেন—"ওকে দেখে আমার কেম্ব্রিজের সেই 'থিওডোরা'কে মনে পড়ছে!—চমৎকার মেয়ে সে! এ মেয়েটিও দেখছি—ঠিক্ তেমনিই নির্ভীক অকুণ্ঠ সরল! কোন রকম কৃত্রিমতার ধার ধারে না! আপন-পর জানে না! শত্রুমিত্র বোঝে না! না মানে সামাজিক এটিকেট্—না শোনে গুরুজনের শাসন!"

ডাক্তার বিজয় এ মন্তব্যের ঘোরতর প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—"তুমি অত্যন্ত ভুল ক'রছো! তোমার এ ধারণা একেবারেই ঠিক নয়! মিস্ চৌধুরী মোটেই সে প্রকৃতির মেয়ে নন! তোমার সঙ্গে তাঁকে হঠাৎ এ রকম আত্মীয়তা করতে দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি!"

মিঃ জি, কে ডাক্তার বিজয় মিত্রের মুখের দিকে ক্ষণকাল অবাক হ'য়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"তুমি কি ঠিক জানো বিজয়? অন্ত কারুর সঙ্গেই তিনি এরকম অন্তরঙ্গ ব্যবহার করেন না?"

ডাক্তার বিজয় মিত্র বললেন—"আমি ত' কখনো দেখিনি!"

মিঃ জি কে কি ভেবে আবার প্রশ্ন করলেন—"তোমার সঙ্গেও নয়?"

জি, কে'র এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে ডাক্তার বিজয় প্রতি প্রশ্ন করলেন—"আমি কি ওঁদের আত্মীয়?"

মিঃ জি, কে গম্ভীরস্বরে বললেন—"পারিবারিক চিকিৎসক যিনি তিনি তো পরিবারের সব চেয়ে বড় বন্ধু, তিনি আত্মীয়েরও অধিক! কারণ, অনেক পরিবারে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে যা আত্মীয়দের নিকট গোপন করতে হয়, কিন্তু ডাক্তারের কাছে লুকোনো চলে না—!"

ডাক্তার বিজয় কি ব'লতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ঠিক সেই সময় হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে "আসছে কালের নায়া বাংলা"র দল জলযোগের শিবির থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে এসে মিঃ জি, কে'র চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—"স্যর! আমরা আজ আপনাকে নিয়ে প্রোসেশন্ করে পাড়ায় একটু ঘুরে আসবো!"

এই দলের মুখপাত্র ছিলেন অবিনাশবাবু এবং রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর এগিয়ে এসে নিজের গলার সেই গার্ণ্ডটি খুলে মিঃ জি, কে'র গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—"আজ থেকে হিতসাধন সমিতির সভাপতির পদে আমরা আপনাকেই বরণ করলুম!"

সমবেত জনতা করতালি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো—"জয়! নায়া বাংলার জয়!—"

"শুভবাণী" সম্পাদক অবিনাশবাবু এসে জি, কে'র হাত ধরে টেনে

নিয়ে চললেন রাজপথের দিকে। সকলকে ডেকে বললেন—"তোমরা সবাই পিছু পিছু এসো প্রসেশন ক'রে ; বিশ্বকবির সেই গানখানা গাইতে গাইতে চলো।"

সকলে সমস্বরে গেয়ে উঠলো—

"জনগণমন অধিনায়ক, জয় হে !

জয় জয় ভারত ভাগ্য বিধাতা !"—

জি, কে অপ্রতিভ হ'য়ে বলতে লাগলেন—"না না ছিঃ। অবিনাশ বাবু! একি ছেলেমানুষী সুরু করলেন আপনারা ?"—

অবিনাশবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—"গণদেবতার ইচ্ছাকে আপনার আমার বাধা দেবার সাধ্য আছে কি—মিঃ ঘোষ ? এ যে যৌবনের জয়যাত্রা ! তারুণ্যের অভিযান ! চলো বেরিয়ে পড়া যাক !"

মিঃ জি, কে'র একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে যেতে হ'ল। সকলের পুরোভাগে নবীন লোক-নেতাকে নিয়ে জনতা প্রসেশন ক'রে গাইতে গাইতে চললো—

—"জনগণমন অধিনায়ক ! জয় হে—

জয় জয় ভারত ভাগ্য বিধাতা !"

দেখতে দেখতে সমস্ত মেলাক্ষেত্র জনশূন্য হয়ে গেলো ! সকলেই সেই প্রোসেশনে যোগ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। শূন্য প্রাঙ্গনে শুধু একা দাঁড়িয়ে রইল রায় বাহাদুর নীলাম্বর সেট আর ডাক্তার বিজয় মিত্র।

শেষটা রায়বাহাদুরও আর থাকতে পারলেন না ! অগ্রসর হলেন প্রসেশনে যোগ দিতে।

ডাক্তার বিজয় মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথা যাচ্ছেন? আপনিও কি ঐ পাগলের দলে ভিড়েছেন নাকি?"

রায়বাহাদুর সংক্ষেপে শুধু একটি ছোট্ট উত্তর দিয়ে গেলেন—"পাগল আমরা কে নই ডাক্তার?"

প্রোসেশন্ তখন প্রশস্ত রাজপথ ধরে চলেছে!—হাজার হাজার কণ্ঠে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গীতের সেই ক্রমবর্ধমান সমুচ্চ সুর ক্রমেই ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে এলো। পথের দু' ধারে প্রত্যেক বাড়ীর রুদ্ধ জানালা খুলে ছুটে আসছিল কৌতূহলী নারী ও বালক-বালিকার দল। তরুণেরাও অনেকে বেরিয়ে এল পথে। কেউ কেউ সঙ্গীতে যোগ দিয়ে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠলো—'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে—, জয় জয় ভারত ভাগ্য বিধাতা!"

দূর থেকে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখে ডাক্তার বিজয় মিত্র—"ষ্টুপিড"! "সিলি"! বলে অন্য এক বিপরীত পথে অগ্রসর হলেন।

—দুই—

কিছুদিন পরের ঘটনা। সার্ ভূপেন্দ্র চৌধুরীর প্রাসাদ সংলগ্ন গৃহোদ্যানের পথে 'শুভবাণী' সম্পাদক অবিনাশবাবু পায়চারি করছিলেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হবে। সার্ ভূপেন্দ্র তখন সপরিবারে বন্ধুবর্গ নিয়ে ডিনারে বসেছিলেন! হিতসাধন সমিতির মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সেটা সার্ ভূপেন্দ্রের বাটীর সম্মুখস্থ কম্পাউণ্ড। গৃহোদ্যানটি তাঁর বাটীর পশ্চাদ সংলগ্ন। সমস্ত উদ্যান ইলেক্‌ট্রিক আলোয় সমুজ্জ্বল। সেই আলোয় সূক্ষ্ম পর্দা ঝোলানো কাচের দরজা ভেদ করে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল সার্ ভূপেন্দ্রের প্রশস্ত ডাইনিং রুমে অনেকগুলি মূল্যবান বৈদ্যুতিক ঝাড় জ্বলছে। মাঝে মাঝে নারী কণ্ঠের কোমল কলহাস্য ও একাধিক পুরুষের মোটা গলার আওয়াজ ঠিক্‌রে আসছিল অবিনাশবাবুর কাণে।

অবিনাশবাবু ক্রমেই অধৈর্য হ'য়ে পড়ছিলেন। তিনি শেষে পায়ে পায়ে অগ্রসর হ'য়ে বাগানের সম্মুখস্থ ডাইনিংরুমের সুসজ্জিত পোর্টিকোয় গিয়ে উঠলেন। সেই সময় একজন খানসামা মূল্যবান একটি রৌপ্য আধারে বিবিধ সরস ও সুমিষ্ট ফল সাজিয়ে নিয়ে ডাইনিংরুমে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে অবিনাশবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"খানা কি এখনো শেষ হয়নি মিঞা সাহেব ?"

খানসামা তার দু'হাতে ধরা ট্রের উপর মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে

দিয়ে—অবিনাশবাবুকে একটা সেলাম ঠুকে বললে—"এইবার শেষ হ'য়ে এসেছে হুজুর! এখনি ওঁরা উঠে পড়বেন। একটু দাঁড়ান—"

অবিনাশবাবু কাতর ভাবে ব'ললেন—"আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি নি চাচাবাবা! এই সব বেতের চেয়ারগুলোর একটায় কি একটু বসতে পারি মাণিক্পীর? গোস্তাকি হবে না ত'?—"

"ওতো আপনাদের জন্যই ওখানে সাজানো রয়েছে—বসুন রাজাবাহাদুর" বলতে বলতে খান্সামা ফলের পাত্র নিয়ে ডাইনিংরুমে ঢুকে পড়লো!

অবিনাশবাবু তৎক্ষণাৎ একখানা বেতের ইজি চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-গদগদ কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন—"আঃ বাঁচালে বাবা—আদ্দিস আব্বাবা! রাজাবাহাদুর বলেই মনে হচ্ছে বটে!—"

একটু পরেই চোরের মত চুপি চুপি পা টিপে টিপে সেখানে এসে হাজির হ'লেন—ডাক্তার বিজয় মিত্র! অবিনাশবাবুকে দেখতে পেয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই যে! অবিনাশবাবু যে! নমস্কার মশায়! আপনি এখানে এতরাত্রে কি মনে করে?"

এমন সময় সেই খানসামাটি আবার খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বিজয় ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে এক দীর্ঘতর সেলাম ঠুকে ব'ললে—"হুজুর আজ খানায় আসতে বড্ড দেরী ক'রে ফেলেছেন—!"

বিজয় ডাক্তার বললেন—"হ্যাঁ পীরু, আজ একটা ভারি শক্ত রুগীর পাল্লায় পড়ে আট্‌কে ছিলুম!"

পীরু বললে—"বড় হুজুর আপনাকে অনেকবার খুঁজেছেন!"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে—"দিদিমণি খোঁজেন নি?"

পীরু ঘাড় নেড়ে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিও আপনার জন্ম ব্যস্ত হয়েছিলেন! তা' চলুন,—ঘরের মধ্যে যাবেন না? আপনার খানা দিই গে—"

ডাক্তার হাত তুলে নিষেধ জানিয়ে ব'ললেন—"না না, থাক্! আমি আজ আর খাব না, শরীরটা ভাল নেই! ওঁরা কি এইমাত্র খেতে বসেছেন? আমার জন্ম অপেক্ষা করছিলেন বুঝি?"

"আজ্ঞে না, ওঁদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে!" বলে পীরু বাবুর্চি খানার দিকে চ'লে গেল।

অবিনাশবাবু একটু মৃদু হেসে বললেন—"এমন খানাটা মাঠে মারা গেল ডাক্তার!"

ডাক্তার যেন কতকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বললেন—"আরে ওতো প্রায় লেগেই আছে রোজ! রাত্রের খাওয়াটা আমার এখানে একরকম বাঁধা বললেই হয়! ওকথা ছেড়ে দিন!—তারপর? আপনার খবর কি বলুন। এখানে অপেক্ষা করছেন কার জন্মে?"

"—একটু দরকার আছে বৈ কি; নইলে আর এমন অসময়ে ছুটে আসবো কেন?"

"—আপনার বাড়ীর খবর সব ভাল ত? স্ত্রী এখন কেমন?"

—"সেই একই ভাব! বিছানায় শয্যাশায়ী! একটা না একটা লেগেই আছে।"

"বারোমাসই তাঁর অসুখ! ছোট মেয়েটির অবস্থা এখন কি রকম?"

"—সে আর বোলো না! হামিওপ্যাথি করাতে গিয়ে মেয়েটার ডানপাটা জন্মের মত খোঁড়া হ'য়ে গেল!"

"ওপাটিত' যাবেই!—আমি ত' আপনাকে তখনি বলেছিলেম—হাঁসপাতালে দিন—"

"হাঁসপাতালে দিলে আর মেয়েটাকে ফিরে পাওয়া যেত না! এ তবু খোঁড়া হ'য়েও প্রাণে বেঁচে আছে।"

"ঐতো আপনাদের দোষ! হাঁসপাতাল সম্বন্ধে এমন একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন সব! আপনাদের মতন শিক্ষিত লোকেরাও যদি এরকম বলেন তাহ'লেত' আমরা নাচার!"

"—লোকে কি আর শুধু শুধু বলে ডাক্তার?—তোমাদের ঐ হাঁসপাতালরূপ 'শ্লটার হাউসগুলি' নিজ গুণেই তাঁদের মহিমা প্রচার করেছেন! সেখানকার যা ব্যবস্থা দেখে এসেছি—রাম রাম! ভদ্রলোকে সেখানে যায়?"

"—আপনারা কেউ একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন না, গভর্ণমেণ্টও তাঁদের শূন্য তহবিল দেখিয়ে দায়ে খালাস, বলি—সুব্যবস্থা কি আপনি হবে?"

"—পয়সা দিলেই বা হবে কি? তার বারো আনা তো তোমরা চুরি ক'রে মেরে দেবে বাবা!"—

বিজয় ডাক্তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল অবিনাশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে গম্ভীরভাবে বললেন—"হুঁ! যা ভেবেছি তাই!"

অবিনাশবাবু ডাক্তারের এই তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টির সামনে একটু যেন কুঁকড়ে গিয়ে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললেন—"তার মানে?"

"আপনি বেশ তৈরি অবস্থায় এসেছেন দেখছি, মুখ দিয়ে ভুর ভুর ক'রে গন্ধ বেরুচ্ছে !"—

"কোন্ শালা আজ মদ ছুঁয়েচে ! তোমার গা ছুঁয়ে বলছি ডাক্তার ! মাইরি না ! একটি ফোঁটাও মুখে দিইনি ! গন্ধ যা পাচ্ছ' তা' ঐ প্রভুদের ডিনার টেবিল থেকে আসছে, আমিও অনেকক্ষণ থেকে পাচ্ছি—যেন 'বকুল বনে বাতাস বহে সুরার মত সুরভি' !"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন—"ভুল করছেন মশাই ! সার্ ভূপেন্দ্রের বাড়ীতে ও পদার্থটির একেবারেই প্রবেশ নিষেধ ! আপনার এ বদ্-অভ্যেস কেন হ'ল ?—ছেড়ে দিন।"

"সঙ্গ দোষে মরিছি ভাই ! কিছুতে এ ছাড়তে পারছিনি !—"

"আপনাকে ভগবান মেরেছেন দেখছি !"

"ভগবান নয় দাদা, তোমার ঐ বিশুখুড়ো ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া ! তবে বলি শোনো আমার জীবনের কাহিনী তোমার কাছে খুলে। আমি ছিলুম গাঁয়ের এক অনাথ ছেলে। একটি করুণাময়ী নারী আমাকে আশ্রয় দিয়ে পালন ক'রেছিলেন। তাঁকে গাঁয়ের সবাই নাম দিয়েছিল 'বষ্ঠিবুড়ি' ! কিন্তু আমার এমনিই দুর্ভাগ্য যে একদিন তিনিও স্বর্গে গেলেন। আমি আবার দ্বিতীয়বার অনাথ হলেম ! তাঁর যে এক নিরুদ্দিষ্টা কন্যা ছিল আমি তা জানতেম না। জননীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলেন তিনি গ্রামে। মাত্র দু'একদিন থেকে শ্রাদ্ধ শান্তি সেরে ঘর বাড়ী জমিজমা সমস্ত বেচে 'বষ্ঠিবুড়ি'র যা কিছু ছিল অর্থ অলঙ্কার সমস্ত নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন। তাঁরই অভিভাবক হয়ে সঙ্গে ছিলেন আপনাদের এই বিশুখুড়োর বাবা !

মহিলাটি আমায় নিয়ে যেতে চাইলেন। বিশুখুড়োর বাবা আপত্তি করলেন, তা' কিছুতেই হবে না। কোথাকার কে এক বেটা বাপ-মা মরা ছেলে! কি জাত তা' কে জানে? ও-আপদ আর সঙ্গে জুটিয়ে কাজ নেই! কিন্তু মহিলাটি আমায় একা অসহায় ফেলে রেখে কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না! অগত্যা শেষ পর্য্যন্ত বিশুখুড়োর বাবা আমাকেও সঙ্গে নিতে বাধ্য হ'লেন। সেই প্রথম আমি কলকাতায় আসি, সে আজ তিরিশ চল্লিশ বছর আগের কথা। বিশু তখন আমার চেয়ে দু'বছরের বড়।

মহিলাটির অনুরোধে বিশুখুড়োর বাবা দিলেন আমাকে বিশুদের স্কুলেই ভর্ত্তি করে। তাঁকে আমি 'দিদি' বলে ডাকতুম···তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন বিশুখুড়োর বাবাকে "বোনাইদা" বলতে! তখন আমি তাঁদের ভিতরকার রহস্য কিছু জানতুম না—পরে বড় হ'য়ে সব জানতে পারি। বিশুর বাবা তাঁর সর্বনাশ করেছিলেন্। তাঁকে অসৎ পথে টেনে এনেছিলেন। আমি একটা পাশ করতেই দিদি আমার খুব ঘটা ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশীদিন আমার সে সুখ সৌভাগ্য স্থায়ী হ'ল না। হঠাৎ কঠিন একটা রোগে এক সপ্তাহের মধ্যে দিদি মারা গেলেন। যাবার দিন বিশুখুড়োর বাবার দুটি হাত ধরে বলে গেলেন—আমার বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি অর্থ অলঙ্কার সব আমার অবিনাশকে দিয়ে গেলুম, দেখো সে যেন কষ্ট না পায়। চাবি তিনি আমার হাতেই দিয়ে গেছলেন,—কিন্তু বিশুখুড়োর বাবা আমার কাছ থেকে ধমকে কেড়ে নিয়ে আর ফেরত দেন নি! এর কিছুদিন পরেই বিশুর বাবাও মারা গেল।

বিশুর সঙ্গে বাধলো সার্ ভূপেন্দ্রের মামলা। সর্বস্বান্ত হ'য়ে বিশুখুড়ো এলেন আমার আশ্রয়ে। আমি গেলেম উচ্ছন্নয়। শেষে আমাকে তাড়িয়ে বিশুখুড়ো নিজেই সমস্ত দখল করে বসলেন। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঢুকলাম অন্নের চেষ্টায় খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করতে। তারপর নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এসে আজ হয়েছি এই সম্পাদক। কিন্তু, বিশু যে বিষ আমাকে সেদিন খেতে শিখিয়েছিল—দুঃখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পানের মাত্রাও ক্রমে বেড়ে চলেছে! তবে, বিশুখুড়োকে আমি খুব বেশী দোষ দিতে পারি না। কারণ সার্ ভূপেন্দ্র যদি বিশুকে না পথে বসাতেন তাহলে বিশুও বাঁচতো, আমারও আজ এ দুর্দশা হত না।—"

বিজয় ডাক্তার বললেন—"কিন্তু আপনি ত' জানেন অবিনাশবাবু! বিশুখুড়োর ও মামুলি অভিযোগ সত্য নয়! সার্ ভূপেন্দ্র তাকে পথে বসাবেন কেন, তিনি নিজেই নিজের বুদ্ধির দোষে আজ নিঃস্ব হয়েছেন।"

"সেত' বটেই!" অবিনাশবাবু সজোরে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, "একশ' বার!—নিজের দোষেই তো সে আজ পথে বসেছে! কিন্তু, আমি গরীবের ছেলে বাবা! আমার সর্বনাশ ও কেন ক'রলে বলো তো!"

ডাক্তার বিজয় অবিনাশ বাবুকে উত্তেজিত হ'তে নিষেধ ক'রে বললেন—"আস্তে কথা বলুন, ওরা শুনতে পাবে, আপনার অবস্থা কিন্তু বিশুখুড়োর চেয়ে খারাপ নয়। আপনি যদি এখনো এ বদ্ অভ্যাসটা ত্যাগ ক'রে কাগজখানাকে ভাল করে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন, আপনার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে।"

অবিনাশবাবু হতাশ ভাবে বললেন—"সে আর ফিরেছে! তোমাদের ওই ভগবান—অদৃষ্ট—গ্রহের ফের—ওসব আমি মানি না! ও-সব দুর্বল চিত্ত মানুষের ফাঁকা সম্বল!—আমি সার বুঝিচি দাদা, যে—যার পয়সা আছে তার সব আছে, যার নেই,—সে নির্বোধ! পয়সা থাকলে আজ আমার এই মস্ত পানটাও হয়ে উঠতো বড়লোকের সৌখীন বিলাসিতা মাত্র! সুতরাং এটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু আমি দরিদ্র হওয়াতেই না তোমরা এটাকে আমার বদ্‌অভ্যাস বলতে সাহস করছো? ধনীর চরিত্র দোষও অশোভন নয়, তার অভদ্র বর্বরতাও মার্জনীয়, কিন্তু দরিদ্রের বেলা সেটা তার অপরাধ—সেটা তার স্পর্ধা ও ধৃষ্টতা! অর্থাৎ, কি জানো ভাই,—পয়সা থাকলেই—"দোষ হইয়াও গুণ হয় বিত্তার বিস্তার!"—

ডাইনিংরূম থেকে একাধিক চেয়ার ঠেলে সরানো, অনেকের কথা ও হাসি এবং জুতোর খস্ খস্ মস্ মস্ শব্দ পাওয়া গেল!

ডাক্তার বিজয় মিত্র বললেন—"ওঁদের খাওয়া এতক্ষণে শেষ হ'ল বোধ হচ্ছে!"—

সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে নিমন্ত্রিতেরা দু' একজন করে বেরিয়ে আসছেন দেখা গেল। ডাক্তার ও অবিনাশবাবু একটু পিছু হঠে এসে একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে তাঁরা দেখতে পেলেন ইংরাজী পোষাক পরা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছেন, এক পাশে তাঁর মীরাদেবী, আর এক পাশে প্রতিমা দেবী।

প্রতিমা দেবীকে তিনি সহাস্য প্রফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—

"এখন—কোথায় গেলে একটু নিভৃতে বসে নির্বিঘ্নে কিছুক্ষণ আনন্দালাপ করা চলে বলুন—"

মীরা দেবী ব'ললেন—"চলুন ঐ রজনীগন্ধার বনের আড়ালে আমাদের গার্ডেন বেঞ্চটায় গিয়ে বসা যাক্!"

প্রতিমা দেবী বললেন—"হ্যাঁ, আপনিত' আমাদের এই আপন হাতে রচা পুষ্পোদ্যানটি দেখেন নি। চলুন আপনাকে আমাদের বাগানটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

ফুলের বাগান আমার কাছে নন্দনের স্বপ্নছবি বলে মনে হয়! কত যে রূপ! কত যে রং! কি স্নিগ্ধ মধুর সুগন্ধ! চলুন মীরা দেবী, তাই-ই যাওয়া যাক্!"

মীরা দেবী ও প্রতিমাদেবীকে দু'পাশে নিয়ে তিনি বাগানের মধ্যে চলে গেলেন।

ডাক্তার বিজয় তাঁকে বাগানের জোর আলোয় দেখে চিনতে পেরে চমকে উঠে বললেন—"অবিনাশবাবু! একি হ'ল?—আপনাদের নয়া বাংলার দলপতি যে এ বাড়ীতে এসে জুটেছেন দেখছি!"—

"ওঁকেই তো আমি সন্ধ্যে থেকে খুঁজচি ভায়া! কত জায়গায় যে ছুটোছুটী ক'রেছি তা বলা যায় না। শেষে ওঁর খানসামার কাছে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলুম—সাহেব বড় বাড়ীতে ডিনারে এয়েছেন! —তাই এখান পর্য্যন্ত আমাকে ধাওয়া করতে হ'লো।—" অবিনাশবাবু যাচ্ছিলেন ছুটে মিঃ জি, কের নাগাল ধরতে। এমন সময় সার্ ভূপেন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র পুত্র মিঃ চঞ্চলকুমারের সঙ্গে বিশুখুড়ো ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলেন।

বিশুখুড়ো বলছিলেন—"তা' যাই বলো বাবাজী; তোমাদের ডিনারের সব ভাল, কিন্তু, ঐ এক দোষেই একেবারে সব মাটি! জলপথের ব্যবস্থা রাখো না মোটে। গলা শুকিয়ে উঠলে যে এক চুমুকে ভিজিয়ে নেবো তার কোনও উপায়ই নেই!"

চঞ্চলকুমার হেসে উঠে বললেন—"বিশুখুড়ো' বুঝি কেবল জলপথেই বিচরণ করতে পটু?"

বিশুখুড়ো' ঘাড় নেড়ে বললেন—"ও অপবাদ আমার শক্ররাও দিতে পারবে না হে! জলে স্থলে আমার সমান গতি! আমি বেশী কিছু বলতে চাইনে,—তবে আফিমটি ধরেছি বলেই আজও টিকে আছি। আর, জানইত' তাম্রকুটের ধূম্রযোগে সদা সর্বদাই আমি অন্তরীক্ষে বিরাজমান!"

চঞ্চলকুমার রহস্য করে বললেন—"খুড়ো দেখছি তাহ'লে আমার ত্রিলোকবিহারী!"

"—তার কারণ চতুর্থ লোক আর নেই বলে!"

বিশুখুড়োকে ধ'রে নিয়ে চঞ্চলকুমার বাগানের মধ্যে চলে গেলেন।

ডাক্তার বিজয় মিত্র তখন অবিনাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"জি-কের সঙ্গে আপনার কি যেন একটা জরুরী দরকার আছে বলছিলেন না?"

অবিনাশ বাবু ব'ললেন—"হাঁ ভাই! কি ক'রে ওকে ধরি বলোতো!"

ডাক্তার বিজয় মিত্র গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন—"কাজটা কি খুবই প্রয়োজনীয়? না আপনাদের 'নায়া বাংলার' বাঁদরামী কিছু?"

অবিনাশ বাবু বললেন—"না হে ডাক্তার, সেজন্ত আমার এত

মাথাব্যথা নয়, ওকে আজ রাত্রে না ধরতে পারলে কাল সকালে আমার কাগজ বেরুনো মুস্কিল !"

"কেন ? ওর সঙ্গে আপনার কাগজের কি সম্পর্ক ?"—

"সে আর বলো কেন ?—উনিই যে আজকাল বেনামীতে আমার কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভ লিখছেন ! কিন্তু ! সাবধান ! কাউকে বোল না যেন এটা !"

"ও-ও ! তাই নাকি ? এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো !" —এই বলে ডাক্তার বিজয় অবিনাশ বাবুকে পাশের একটি ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন—"আপনি তাহ'লে ঐখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমার সঙ্গে জি, কের দেখা হলেই এখনি এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"ধন্যবাদ ! তাহ'লে, আমি এই পাশের ঘরেই অপেক্ষা করি। দেখা হ'লেই আপনি তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন !"—

ব'লতে বলতে অবিনাশ বাবু পা টিপে টিপে পাশের একটি ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঠিক সেই সময় সার ভূপেন্দ্র চৌধুরী, রায় বাহাদুর নীলাম্বর সেট, মিঃ অরুণ সরকার, অধ্যাপক বিভাসচন্দ্র এবং আরও দু' একজন ভদ্রলোক ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে এলেন।

সার ভূপেন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুরকে ব'লছেন শোনা গেল—"হ্যাঁ, বলার ধরণটা একটু 'মব-এক্‌সাইটিং' এ কথা তুমি বলতে পারো, কিন্তু কথাগুলো যা বলেছে খাঁটি সত্য কথা ! এ তুমি অস্বীকার করতে পারো না।"

রায় বাহাদুর সবিনয়ে জানালেন—"আজ্ঞে, আপনি যখন ভাল

ব'লছেন তখন নিশ্চয়ই ভাল। আমাদের সাধ্য কি যে আপনার কথার প্রতিবাদ করবো!"

সার ভূপেন্দ্র ঘাড় নেড়ে বললেন—"আহা না না, সে কথা নয়, বলি—প্রতিবাদ করবার এতে নেইও তো কিছু!" এমন সময় ডাক্তার বিজয় মিত্রকে দেখতে পেয়ে সার ভূপেন্দ্র বলে উঠলেন—"এই যে! ডাক্তারবাবু এসেছেন দেখছি! ইউ আর অল্‌ওয়েজ লেট! খাওয়া হয়নি নিশ্চয়!"

ডাক্তার বিজয় মিত্র অপরাধীর মত বললেন "আজ্ঞে না, সে জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি বাড়ীর ভিতর মা'র কাছে গিয়ে কিছু খেয়ে নেবো অখন। তাঁর রান্না-মহলে আমার অবারিত দ্বার!"

সার্ ভূপেন্দ্র বিস্মিত হ'য়ে বললেন—"তাই নাকি? তা'হলে ত' তুমি আমাদের চেয়েও ফর্চুনেট দেখছি! আমাদের সেখানে পা বাড়াবারও হুকুম নেই। হঠাৎ গিয়ে পড়লে তিনি গোবর জল ছড়া দিয়ে সেখানকার অপবিত্রতা দূর করেন! তুমি সেখানে প্রবেশ লাভ করলে কোন টিকিটে? তুমি ত' আমাদের চেয়ে কিছু কম ম্লেচ্ছ নও!"

রায়বাহাদুর বললেন—"লোকে বলে স্নেহ নাকি মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ডাক্তারের যাবনিকতা যখন তিনি উপেক্ষনীয় মনে করেন তখন নিশ্চয় তিনি ওকে একটু বিশেষ স্নেহের চক্ষেই দেখেন!

সার্ ভূপেন্দ্র বললেন—স্নেহ যদি অন্ধই করে দেয় বলো, তাহলে আবার স্নেহের চক্ষে দেখা যাবে কেমন করে?"

একথায় একটা হাসির হর্‌রা পড়ে গেল।

রায়বাহাদুর অপ্রতিভ হ'য়ে বললেন—"অন্ধ হয় তাঁদের বিচারক

বা সমালোচকের কঠোর দৃষ্টি; কিন্তু তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তাঁদের মানুষের চোখ!—"

"মানস-চক্ষু নয়ত?"…ব'লে সার্ ভূপেন্দ্র হেসে উঠলেন! সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

সার্ ভূপেন্দ্র বিজয়কে বললেন—"দেখো ডাক্তার, তোমার এই দু'নৌকায় পা দিয়ে হাঁটা স্বভাবটি ছাড়ো। হয় তুমি হ্যাটকোট খুলে ফোঁটা তিলক কেটে গিন্নীর ইস্কুলে ভর্তি হও, নয়, তুলসীগাছ ও নোড়ানুড়ি যে ধর্ম নয় এটা তাদের মুখের উপর স্পষ্ট ক'রে ব'লতে শেখো!—মিঃ জি,কে'র এই গুণটি আছে বলেই আমার ওকে ভারি ভাল লেগেছে!…"

ডাক্তার বিজয় অপরাধীর মত ব'ললেন—"আজ্ঞে, তা'হলে আজ থেকে আর আপনার বাড়ীর ভিতর যাবো না—"

সার্ ভূপেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বললেন—"আহা, না না, আমি কি তোমাকে অন্দরে যেতে নিষেধ করছি? তা নয় ডাক্তার, তুমি একশ'বার বাড়ীর ভেতর যেতে পারো এবং সেখান থেকে খেয়েও আসতে পারো, কিন্তু, দোহাই তোমার! যেগুলোকে মিথ্যে বলে জানো, সেগুলোকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে এসো না তাঁর কাছে। ভণ্ডামী আমি বরদাস্ত করতে পারি না! এই দেখো রায়বাহাদুর তুমি যে "সুবিধাবাদী"র কথা বলছিলে আমাকে—আমাদের ডাক্তার হ'ল সেই দলের একজন! ইনি গিন্নীর কাছে গিয়ে গিন্নীর মনের মত কথাগুলি বলেন—আবার আমাদের কাছে ঠিক আমাদের মনের মত কথাগুলি বলেন—কাজেই এ বাড়ীর সদরে অন্দরে এঁর সমানই আদর! তুমি যে স্নেহের পক্ষ-

পাণ্ডিত্যের কথা বলছিলে সে কোনো কাজের কথা নয়! কারণ, চঞ্চল আমাদের একমাত্র সন্তান, সে বড় কম স্নেহের পাত্র নয়; কিন্তু, বিলেত ঘুরে আসার পর থেকে চঞ্চলকেও তিনি আর ঠাকুর ঘরে বা রান্নাবাড়ীতে ঢুকতে দেন না!"

ডাক্তার বিজয় একটু ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বললেন—"কিন্তু সার্… কারুর ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করাটা কি—"

সার্ ভূপেন্দ্র তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ব'ললেন—"ওঃ! তুমি বুঝি 'হার ম্যাজেষ্টীর ডোমিনীয়নে' ডিপ্লোমাটিক চালে চলতে চাও? কিন্তু, এখন এসব আলোচনা থাক ডাক্তার! আগে কিছু খেয়ে এসো, রাত হ'য়ে গেল, খালি পেটে তর্ক ভালো জমে না!—"

বলতে বলতে সার্ ভূপেন্দ্র আবার বাগানের দিকে ফিরে গেলেন।

রায় বাহাদুর বিজয় ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কর্তা আজ হঠাৎ তোমার উপর এত অপ্রসন্ন হলেন কেন?"

বিজয় একটু ভেবে বললে—"সম্ভবত ওই যে নবাগত অতিথিটিকে দেখলেন, এতে হয়ত ওঁর কোনো হাত আছে!"

রায় বাহাদুর উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন—"ঠিক বলেছো, আমি তো গোড়া থেকেই সার ভূপেন্দ্রকে বলছি যে ও লোকটা সুবিধাবাদী, অ্যাড্ভেঞ্চারার ক্লাশ, কথার আতসবাজীতে লোককে তাক্ লাগিয়ে দেয়!

ডাক্তার বিজয়ের মেজাজটা এসময় ঠিক এরকম কোনো আলোচনার অনুকূল ছিল না। "আমি তাহ'লে চট্ করে কিছু খেয়ে আসি" বলে তিনি বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

রায় বাহাদুর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অরুণ সরকারকে একপাশে ডেকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি হে ম্যানেজার ? হঠাৎ জি, কে, ঘোষের এ বাড়ীতে ডিনারের নিমন্ত্রণ হ'ল কেন ? জানো কিছু ”

মিঃ অরুণ সরকার একটা সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন—"ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যজনক ঠেকছে ; কারণ, কার্ড পাঠাবার যে লিষ্ট্ করা হ'য়েছিল তার মধ্যে ত' এই বাক্য-বাগীশের নাম ছিল না।"

"না থাকাই ত' উচিত। সেদিন মেলায় বক্তৃতা করতে উঠে স্যার ভূপেন্দ্রকে ও যে গালাগালটা দিয়েছে—তারপর সেই লোককে বাড়ী ঢুকতে দেওয়া—"

"সত্যি। এর মানে কি বলুন ত' ? আমার ভারি আশ্চর্য্য লেগেছে !"

রায় বাহাদুর বিজ্ঞের ন্যায় ঘাড় নেড়ে বললেন—"এর মানে বুঝতে পারছো না ম্যানেজার ? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি তাহ'লে স্যার ভূপেন্দ্রের এত বড় কারবার চালাচ্ছ কেমন করে ?"

মিঃ অরুণ সরকার এ কথায় একটু বিরক্ত হয়ে উঠে বললেন—"আমি তো আর মানুষের কারবার করি না—যে এক আঁচড়েই তাদের মনোভাব বুঝে ফেলবো !"

রায় বাহাদুর ম্যানেজারকে চটিয়ে ফেলেছেন বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললেন—"চুলোয় যাক্ গে, ও নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যথায় কাজ কি ? চলো একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি ম্যানেজার—"

"ও বাবা! আপনার তো এ বয়সে সখ কম নয়! এই পৌষ মাসের শীতের রাত্রে বাগানে বেড়িয়ে কি নিউমোনিয়া নিয়ে বাড়ী ফিরবেন?"

"ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে এসো, কিছু হবে না, ভয় নেই। ইয়ংম্যান তোমরা—এই বয়সেই যদি শীতকে এত ভয় করো, তাহ'লে আমাদের বয়সে কি করবে? চলো, চলো—"

রায় বাহাদুর একরকম জোর করেই মিঃ অরুণ সরকারকে টেনে নিয়ে বাগানে নেমে পড়লেন। মিঃ জিকে'র সঙ্গে মীরা দেবী সেই সময় বাগান থেকে বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপে এমন মগ্ন যে এঁদের দেখতেই পেলেন না।

মীরা দেবীকে খুব উৎসাহের সঙ্গেই নবীন অতিথি মিঃ জি, কে'র চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত দেখা গেল। দূরে পশ্চিমের প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি মিঃ জি, কে'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে মীরা দেবী বলছিলেন—"ওই দেখুন ঐদিকে ঐযে তাল ও নারিকেল কুঞ্জের শ্যাম দীঘল চূড়া-ছত্র ভেদ করে নীল আকাশের বুকে ঠেলে উঠেছে বৌদ্ধ মন্দিরের ঐ সপ্তবলয় শৃঙ্গ—ওখানকার দৃশ্য আমাদের পশ্চিমের বারান্দা থেকে এমন সুন্দর দেখায় যে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি! নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ওদিকে চেয়ে চুপটি করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি! মনের মধ্যে জেগে ওঠে সেই জগজ্জ্যোতি গৌতমের গরিমাময় কাহিনী!"

মিঃ জি, কে, সেদিকে বার কতক চেয়ে দেখে বললেন—"কবির নয়ন মিথ্যা হেরে না! বাস্তবিক, ওখানকার দৃশ্যটি ভারি সুন্দর—ভারি চমৎকার! কপিলাবাস্তুর সেই সুদর্শন রাজকুমার—তাঁর তরুণী পত্নী

রূপসী গোপা—শিশুপুত্র কন্দর্পকান্তি রাহুল—সত্যি! সবই যেন গত রজনীর স্বপ্নের মত স্মরণে জেগে ওঠে! আপনারা এই মনোরম আবেষ্টনের মধ্যে থেকে নিত্য এই দৃশ্য দেখেন, আপনাদের সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হয়!

মীরাদেবী মৃদু হেসে বললেন—"আমি তো এখানে থাকি না। শহর আমার একেবারেই ভাল লাগে না! আমি যাদবপুরের বাগানে থাকি! প্রতি সপ্তাহে এখানে বেড়াতে আসি—"

জি, কে, বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"সেকি? আর চঞ্চলবাবু?"

মীরা দেবী পরিহাস-রহস্যোচ্ছল-কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"আমারই অঞ্চল প্রান্তে!"

"আর ছেলে মেয়েরা?"

"কার ছেলে-মেয়ে?"

"ওঃ! মাপ করবেন আমি জানতুম না!"—

"কিন্তু, আপনার মত লোকের ত' জানা উচিত ছিল যে 'কাব্য-লক্ষ্মী' নিঃসন্তান।"

মিঃ জি, কে, এ কথায় একটু অপ্রতিভ হয়ে ব'ললেন—"আপনি বড় নিষ্ঠুর পরিহাস করেন! আপনাকে আমি যথার্থই 'কাব্যলক্ষ্মী' বলে মনে করি। এ আমার মনরাখা কথা বা অত্যুক্তি বলে ভাববেন না, দোহাই আপনার!"

মীরা দেবী আবার একটু রহস্যপূর্ণ হেসে বললেন—"কে বললে আপনাকে যে আমি আপনার 'কাব্যলক্ষ্মী' সম্ভাষণ অত্যুক্তি বলে মনে করছি! আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে'কাব্যলক্ষ্মীদে'র

কুষ্টিতে ষষ্ঠীর স্থান নেই। বরং থাকবার মধ্যে থাকতে পারে বড় জোর একটি দোসর !”

“আপনি যতই নির্দয় বিদ্রূপ করুন না কেন, আমি আপনাকে ‘কাব্যলক্ষ্মী’ বলেই ডাকবো !”

বেশ কথা ঃ—সে তো আমার সৌভাগ্য, কিন্তু, আমার দোসরকে কি বলে ডাকবেন ?—“কাব্য কার্ত্তিক ?”

“আপনার সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই ! আমি হার মানলুম !”

“ডাক্তারও ঐ কথা বলে ! সে আবার আমার নাম রেখেছে ‘কবি রাণী !’

“বিজয়ের রসবোধের প্রশংসা করি। চমৎকার নাম দিয়েছে সে। রাণী-ই ত বটে ! রাণীর মতই আপনি মহিমময়ী ! রূপে গুণে বিদ্যায় আভিজাত্যে—”

বাধা দিয়ে মীরা দেবী বললেন—“হ্যাঁ, আপনাদের কল্পনা রাজ্যের কল্পিত রাণী হওয়ার মস্ত একটা সুবিধে এই যে রাজকার্য্যের বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় না ?—ডাক্তার বলে ‘রাণী’ হওয়াই নাকি নারীর চরম সৌভাগ্য, কিন্তু, আমি মনে করি ‘রাণী’ হওয়াটা—”

মীরা দেবীর কথা শেষ হবার আগেই ঝড়ের মত চঞ্চলকুমার সেখানে এসে হাজির হ’লেন, এবং পত্নীর মুখের শেষ কথাটা কাণে আসায় সহাস্য প্রফুল্ল মুখে বললেন—“সারা রাজ্যে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার রাণীকে ! আর রাণী কিনা লুকিয়ে আছেন এই মরুভূমিতে এসে—”

মীরা দেবী তেমনিই লঘু হাস্যে বললেন—“রাণী তাঁর এই ভক্তের

নিকট এতক্ষণ তাঁর বিবিধ স্তুতি-বন্দনা শুনছিলেন আর ভাবছিলেন সবই যদি ইনি আমায় বলে ফেলেন তবে—আমার দোসরকে ইনি কি বলবেন ?"

"তোমার দোসর! সে আবার কে ?...এই বলে চঞ্চলকুমার অত্যন্ত বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এদিকে মিঃ জি, কে, বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। মীরা দেবী যে তাঁর স্বামীর কাছে এমনভাবে সব কথা খুলে বলবেন এটা তিনি একেবারেই আশা করেন নি।

মীরা দেবী বললেন—"আমার দোসরকে তুমি জান না? তাঁর নাম 'কাব্য-কার্ত্তিক!' মিঃ জি, কে, তাঁকে জানেন—। আচ্ছা, মিঃ জি, কে, আমার মুখখানি যদি আপনার চোখে শরতের লঘু শুভ্র মেঘের মত নির্মল ও সুন্দর লেগে থাকে, আমার দোসরের মুখখানি তাহ'লে কেমন লাগবে ? বর্ষার জলদপাণ্ডুর আকাশের মত ম্লান মনে হবে নিশ্চয়!—"

মিঃ জি, কে, কোনো উত্তর দিলেন না।

মীরা দেবী এবার চঞ্চলকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, আমাকে দেখে কি তোমার কোনোদিন 'মায়ামৃগী' বলে ভ্রম হয়েছিল ?...

চঞ্চলকুমার হাসতে হাসতে বললেন—"আমার ত' রোজ সে ভ্রম হয়!"

মীরা দেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা, আমার চোখ কি কোনোদিন তুমি নির্মল নীলাকাশের নিবিড় ছায়া লক্ষ্য করেছো ?—"

"প্রতি মুহূর্তেই লক্ষ্য করি!" বলে চঞ্চলকুমার আবার হেসে উঠলেন।

মীরা দেবী এবার গম্ভীরভাবে বললেন—"তাহলে মিঃ জি, কে'র সঙ্গে তোমার আর কোনো বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হবার আশঙ্কা রইল না। যাক্, আমি নিশ্চিন্ত হলুম।..."

"অর্থাৎ ?"—বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চঞ্চলকুমার এবার পত্নীর মুখের দিকে চাইতেই মীরা দেবী বললেন— "অর্থাৎ—, তুমি যদি আমার এই নীলনয়নে ঐ সুদূর নীলগগনের সুনীল ছায়া না দেখে প্রাবৃট গগনের বিদ্যুৎ শিহরণ দেখতে, অথবা "মায়ামৃগী"র পরিবর্তে আমাকে যদি কোনো রাজহংসী' বলে মনে ক'রতে, তাহলে মিঃ জি, কের সঙ্গে তোমাকে দু'বেলা ডুয়েল্ লড়তে হ'ত !"

আর চুপ করে থাকা ঠিক নয় বুঝে মিঃ জি, কে, ব'ললেন—"তা দেখুন, বিজয় যে আপনাকে 'কবিরাণী' বলে সম্ভাষণ করে, তাতে যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমিও—"

বাধা দিয়ে মীরা দেবী বললেন—"যথেষ্ট আপত্তি আছে, ছোটরাণী এসে শেষটা আমাকে যখন সুদূর দ্বীপান্তরে নির্বাসন দেবেন—তখন কি আপনি আমাকে রক্ষা করবেন ?"—

চঞ্চলকুমার এই সময় পকেট থেকে তাঁর সিগারেট কেস্ বার করে একটি সিগারেট তুলে নিয়ে কেসশুদ্ধ জি, কে'র দিকে বাড়িয়ে ধরলেন—

জি, কে, ধন্যবাদ দিয়ে জানালেন যে, তিনি ও-রসে বঞ্চিত। চঞ্চলকুমার বিস্মিত হ'য়ে বললেন—"সেকি ! আপনি দেখছি তাহ'লে নেহাৎ-ই 'ভাল ছেলে !' বিলেত ঘুরে এসেও এ বদ্-অভ্যাসটা শেখেন নি ? গুড্ বয়ের দলেই আছেন ?"

এই সময় প্রতিমা দেবী ও ডাক্তার বিজয়কে সেদিকে আসতে দেখে মীরা দেবী তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—"তিমা! কেমন আছিস ভাই?"

প্রতিমা দেবী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তার মানে? আমার কি কোনো অসুস্থতার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছ নাকি?"

"সুস্থ থাকবার লক্ষণও তো দেখছিনে কিছু! সর্বদাই দেখছি ডাক্তার তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে! ডাক্তার ছাড়া যাদের এক পা চলে না তাদের তো আমরা রোগী বলেই জানি!"

"কিন্তু, ডাক্তার বলেন ভারতবর্ষে আমার চেয়ে সুস্থ মেয়ে নাকি আর একটিও নেই!"

"কই দেখি তোমার পাল্‌সটা একবার, হাতটা বাড়িয়ে দাও তো। উষ্‌! একি! এযে একেবারে হাই টেম্পারেচার। ম্যালেরিয়া জ্বর নয়ত? ডাক্তার! আপনি একবার দেখুন ত! এ জ্বর তো সহজে ছাড়বে বলে মনে হ'চ্ছে না! ম্যালিগন্যাণ্ট টাইপ!"

ডাক্তার বিজয় গম্ভীর ভাবে বললেন—"পৃথিবীতে কিছুই চিরদিনের জন্য নয়, সবাই একদিন আমাদের ছাড়বে, সবাইকেই একদিন আমাদেরও ছাড়তে হবে!"

প্রতিমা দেবী সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার মাথায় তাহ'লে 'আইস্‌ব্যাগ' দেবার দরকার মনে করছো?"

মীরা দেবী বললেন—"নাঃ; একটু কেবল স্পঞ্জিং করে দিলেই লবে বোধ হয়। তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করো না, উনি কি উঠবেন?—"

সার ভূপেন্দ্র বাগানের সেই পথ ধরেই বাড়ীর ভিতর আসছিলেন, সকলকে সেখানে সমবেত দেখে তিনি একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন—“বাঃ তোমরা বাড়ীশুদ্ধ লোক এখানে পালিয়ে এসে জটলা করছো! এ কিন্তু ভারি অন্যায়! আমার অতিথিদের দেখছে কে?”

প্রতিমা দেবী ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—“না বাবা, আমি এই মিনিট খানেক হ’ল এদিকে এসেছি, এখনি আবার যাবো। আপনি যান, আপনার শোবার সময় হয়েছে।”

সার ভূপেন্দ্র মিঃ জি, কে’র প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—“নূতন অতিথিটিকে নিয়েই তোমরা সকলে ব্যস্ত দেখছি, কিন্তু পুরাতন বন্ধুদের উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।”

প্রতিমা দেবী ফিস্ ফিস্ ক’রে ডাক্তারকে বললেন—“তুমি এই-খানেই একটু অপেক্ষা করো, আমার পিছু নিও না যেন!” বলেই তিনি বাগানের দিকে দ্রুতপদে চলে গেলেন।

চঞ্চলকুমার মীরা দেবীর কাণে কাণে বললেন—“বাবা রাগ ক’রছেন, চলো ‘মী’ আমরা অতিথি পরিচর্যায় মন দিই গে!”

মীরা দেবীকে নিয়ে চঞ্চলকুমারও প্রতিমা দেবীর অনুসরণ করলেন।

সার ভূপেন্দ্র পুত্র ও পুত্রবধূর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ ক’রে ডাক্তারকে বললেন—“জীবনের এই সময়টাকে অমূল্য বলা চলে! কি বলো ডাক্তার? কোনো রকম দুঃখ নেই—দুর্ভাবনা নেই—অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে স্বপ্নের মধ্যে দিন কেটে যায়!”

মিঃ জি-কে বললেন—“সে কথা ঠিক! যৌবনই হচ্ছে মানব জীবনের কণ্টকাকীর্ণ ফুলবনে আনন্দসুন্দর নবীন ফাল্গুন!”

সার ভূপেন্দ্র বললেন—"আমরা অতি নির্বোধ, অতি অভাগা! ভগবানের দেওয়া এই শ্রেষ্ঠ দানকে কি অবহেলাই না করি! আমার জীবনে কোথা দিয়ে যে কখন কেমন ক'রে সে এসে চলে গিয়েছিল আজ আর তার বিন্দু বিসর্গও মনে করতে পারছি নি!"

মীরা ও চঞ্চলকুমার প্রতিমার নাগাল ধরেছে দেখে সার ভুপেন্দ্র চেঁচিয়ে প্রতিমা দেবীকে ডেকে বললেন—"প্রতিমা! শীগ্‌গির বাড়ীর ভিতর থেকে একখানা শাল আনিয়ে মীরার গায়ে চাপা দে', মীরার ঠাণ্ডা লাগবে।" তারপর ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—"জীবন পথে কত যে ভুল ক'রে বসি আমরা! দূরদৃষ্টি ব'লে আমাদের কিছুই নেই। ডাক্তার! তুমি এ রোগের চিকিৎসা ক'রতে পারো?"

ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন—"আপনার চিকিৎসার আবশ্যক নেই। দীর্ঘকালের গভীর অভিজ্ঞতা আপনার দৃষ্টিকে সুদূরপ্রসারী করে দিয়েছে। একদিন হয়ত' পথের ও প্রান্তেরও সব কিছুই আপনার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।"

"সেদিনের বোধ হয় আর দেরী নেই!"

ডাক্তার বিজয় ও মিঃ জি-কে দু'জনেই সমস্বরে এর প্রতিবাদ ক'রে বলে উঠলেন—"এ আপনি কি বলছেন?"

বিজয় ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বললেন—"আমার কথা আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি।"

সার ভূপেন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, সে বোঝাবুঝি পরে হবে, এখন আমার অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি একটু সযত্ন দৃষ্টি দিলে আমি কৃতজ্ঞ হবো। তোমাকে আমি বাড়ীর ছেলের মতই

মনে করি। চঞ্চলের উপর আমার যে আস্থা নেই, তোমার উপর তা আছে, এবং আশা করি তুমি তার মর্যাদা রাখবে—"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়! আমি এখনি যাচ্ছি সার। চলো হে ঘোষ,"— বলে বিজয় ডাক্তার অগ্রসর হচ্ছিলেন, সার ভূপেন্দ্র ডেকে বললেন— "আরে শোনো শোনো, ঐ যে আমার বিশ্বনিন্দুক বন্ধু বিশু ভায়া এসেছেন? ওঁকে তোমরা একটু বিশেষ ক'রে দেখো—"

ডাক্তার বললেন—"উনি যে আমাদের কিছু করতে দেন না, বলেন, একি আমার পরের বাড়ী? আমি কি বাইরের কেউ?"

সার ভূপেন্দ্র 'হো হো' করে হেসে উঠে ব'ললেন—"তা' ও বলবে, অবশ্য, যতক্ষণ আমার এখানে থাকবে। ফটক পার হ'লেই কিন্তু অন্য রকম শুনবে!"

ডাক্তার বিজয় বললেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আর ঘোষ যাচ্ছি—আমরা দু'জনে ওকে ঠিক ম্যানেজ করবো।"

মিঃ জি-কে বললেন—"বিশু খুড়োকে এখানে দেখে আমি ত' খুবই আশ্চর্য হয়েছি!"

"তাই না কি? বিশু যে আমার বাল্যবন্ধু, ওতে আমাতে স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি, তা'ছাড়া ওর সঙ্গে সম্পর্কও আমার এক পুরুষের নয়, ওর বাপ ছিলেন আমার পিতৃ-বন্ধু—"

"হ্যাঁ, সমস্তই বিশু খুড়ো সেদিন আমাকে চেপে ধ'রে শুনিয়েছেন! মায়, মামলা মকর্দমার ব্যাপার পর্যন্ত! তাই তো ওঁকে এখানে দেখে—"

"ওঃ! সবই বলেছে তাহ'লে?"

"হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে তো আলাপ পরিচয় ছিল না তখন, কাজেই ওঁর

মুখে আপনার সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা শুনেছিলুম তাতে উত্তেজিত না হ'য়ে পারিনি! আপনি যাই বলুন, আপনার বন্ধুর রসনায় কিন্তু বিষ আছে!"

"সে কি হে ছোকরা? তুমি আমার অতিথি ও বন্ধুবর্গের নিন্দা কোরো না! কারুর অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা করা আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারবো না!"

"কিন্তু, আপনার বন্ধু বলে যার উল্লেখ করছেন—"

"তাঁর কোনো কাজটাই ঠিক বন্ধুর মত নয়, এই ত' বল্‌তে চাও তুমি? সে আমি জানি;—তবু, ওকে বন্ধু ব'লেই মনে করি। কারণ, ওর কাছে আমি সবচেয়ে বেশী ঋণী!"

"হ্যাঁ, সে কথাও উনি বলেছেন আমাদের। কিন্তু, আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে ওঁরই জন্য আজ আপনার—"

"হ্যাঁ, ওরই জন্য তো! আমার বংশের যা-কিছু সৌভাগ্য সম্পদ ও গৌরব—সে আমি ওর জন্যই পেয়েছি—"

"তাও শুনেছি। উনিই না কি নিজের চেষ্টায় সমস্তই—"

"সমস্তই! সমস্তই ওরই চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে! পিতৃমাতৃহীনা এক অনাথা বালিকা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষান্নের জন্য ঘুরে বেড়াতো। সাত বছরের মেয়ে, কে জানতো সেদিন তার মধ্যে সুর-সরস্বতীর সঙ্গীত প্রতিভা ঘুমিয়েছিল। বিশু রাস্তায় তার গান শুনে বুঝেছিল, এ মেয়ে ফেল্‌না নয়। আদর ক'রে নিয়ে গেল বাড়ীতে। সযত্নে পালন করলে তাকে নিজের মেয়ের মত। শেখালে তাকে অকাতর অর্থব্যয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাছে সঙ্গীত বিদ্যা। বারো বছর বয়সে প্রথম সে এক সঙ্গীত প্রতিযোগীতার জলসায় গান গাইলে, মুগ্ধ হয়ে গেল সকল শ্রোতা।

বিস্মিত হয়ে গেল সেই সঙ্গীত-সভার স্বরজ্ঞ প্রবীণ বিচারকেরা। সেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সেই মেয়েই অর্জন করলে। স্বরশিল্পীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল—”

“আপনি কার কথা বলছেন?”

“কেন? তুমি কি এ ঘটনা জানো না? তুমি বুঝি সে সময় বিলেতে ছিলে? তাহ’লেও সে মেয়েটির নাম শুনেছো নিশ্চয়—”

“কি নাম বলুন ত?”

“সে কি! গীতশ্রী গায়িত্রী দেবীর নাম শোনো নি?”

“নিশ্চয় শুনেছি! লণ্ডন টাইমস্-এর মিউজিক্যাল সাপ্লিমেণ্টে ‘সঙ্গীতের প্রডিজি’ বলে তাঁর ছবি বেরিয়েছিল—”

“হ্যাঁ, সেই গায়িত্রীই আজ আমার পুত্রবধূ মীরা! বিশুর চেষ্টাতেই চঞ্চলের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল। ওর গান শুনে বাবাজী আমার এমনিই চঞ্চল হয়ে উঠলেন যে আমাকেও বিচলিত ক’রে তুললেন। একান্ত অনিচ্ছাতেই ওই অজ্ঞাত কুলশীলাকে পুত্রবধূ ক’রে নিয়ে এলেম। মীরার বয়স যদিও তখন মাত্র সতেরো, কিন্তু, এনে বুঝতে পারলেম, আমি ঠকিনি! অমন গুণের মেয়ে বাঙালীর ঘরে দুর্লভ! শুধু যে কাব্যে ও সঙ্গীতেই ওর অসাধারণ প্রতিভা, তাই নয়; স্নেহে প্রেমে সেবায় সাহচর্যে মীরার তুলনা হয় না! আশ্চর্য মেয়ে ও! বড়ঘরের বউ হবার সমস্ত যোগ্যতা নিয়েই যেন জন্মেছিল! ওর রূপের চেয়েও হৃদয়ের আভিজাত্য আরও বেশী সুন্দর! আজ মনে হয় তাকে না পেলে আমার ঘরে আনন্দের প্রদীপ কোনোদিনই এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতো না!—বিশু আমাকে এক অমূল্য রত্ন উপহার দিয়েছে—”

"তা হ'লে বিশু খুড়োকে উপলক্ষ ক'রে ভগবান আপনার পরিবারের এক মহৎ কল্যাণ বিধান করেছেন বলতে হবে।"

"উপলক্ষ কে নয় মিঃ ঘোষ? আমরা সবাই যা কিছু করি সমস্ত তাঁরই ইচ্ছায়। তোমার রসনায় সেদিন যে দুষ্ট সরস্বতীর আবির্ভাব হয়েছিল সে কি তাঁরই মঙ্গল ইচ্ছায় নয়?—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু সর্বদাই নিজেকে সেজন্য অত্যন্ত অপরাধী মনে করি আমি; ক্ষমা চাইবার সাহস হয় না—"

"আরে না না, এসব কি ছেলেমানুষের মত ব'কছো? অপরাধী মনে করবার ত' কোনো কারণই দেখি না! তুমি তো আর রাজদ্রোহ প্রচার করছো না! যদিও তোমার উক্তি একটু বেশী তীব্র, আক্রমণের ভাষাও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—তা হ'লেও, বক্তব্য বিষয়টা যে তোমার খুবই সত্য! আর তা স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজনও যে রয়েছে অনেকখানি!"

"তা' আপনি যাই বলুন, আমি নিজের মনেত' বুঝতে পারছি—কাজটা আমার ভাল হয় নি। ওভাবে আক্রমণ করাটা—"

"ঠিকই হয়েছে, কাণাকে কাণা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলাটা অপরাধ নয়; তবে, অশোভন বটে। ভবিষ্যতে তুমি যা করবে যদি আমাকে একটু জানিয়ে করো,—ভাল হয়। আমি স্পষ্ট কথা অত্যন্ত ভালবাসি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আমি বিরোধী নই যদি তা সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিপন্থী না হয়—"

"আমি তাহ'লে আপনাকে স্পষ্টই আজ সব খুলে বলি—"

"তোমায় কিছুই বলতে হবে না। আমি সব জানি। তুমি কি মনে করো আমি বুঝিনি যে এভাবে আমাদের আর বেশী দিন চলবে না!

জাতটাকে বাঁচাতে হলে একটা নূতন পথ ধরা দরকার। সকল দিক দিয়ে সংস্কার আমাদের জীবনে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে! কিন্তু, জানলেই বা কি! আর বুঝলেই বা কি! বুড়ো হয়ে পড়েছি, কিছু করবার ত' ক্ষমতা নেই। বিশেষ করে আমি আবার একটু কোয়াএট্ নেচারের মানুষ! হৈ চৈ করতে পারি নি; ক'রতে ভালও বাসিনি। নেতাগিরি করা তাই আমার ধাতে পোষায় না। তুমি হ'চ্ছ ঠিক এ কাজের উপযুক্ত লোক। সুতরাং তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, আমি তোমাকে সকল বিষয়েই সাহায্য ক'রতে পারবো।"

"এর চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কিছু হ'তে পারে না!"

বিশু খুড়ো এই সময় ম্যানেজার অরুণ সরকারের সঙ্গে কি একটা বচসা ক'রতে ক'রতে এই দিকে আসছেন দেখা গেল। বিশুখুড়ো অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে বলছিলেন—

"তোমাদের কাছে এ কথাটা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে—"

ম্যানেজার অরুণ সরকার মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলছিলেন—"না না, নিশ্চয়ই আপনার শোনবার ভুল হয়েছে, এ হ'তেই পারে না!"

বিশুখুড়ো বললেন—"আমার নিজের কাণকে তো আমি অবিশ্বাস করতে পারিনি; স্বকর্ণে শুনেছি যে—!"

সার ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"কি শুনলে হে বিশু? নতুন কিছু নাকি?"

বিশুখুড়ো বললেন--"তা নতুন বই কি! রায়বাহাদুর দেওয়ানজীর দলে ভিড়ছেন এ খবরটাকে তো প্রাচীন বলা চলে না! আমি স্বকর্ণে শুনেছি, আর বেশী কিছু বলতে চাহি না!"

"তোমার কর্ণ দেখছি তা'হলে একটু বেশী রকম দীর্ঘতর!" এই ব'লে সার ভূপেন্দ্র তাঁর ম্যানেজারকে বললেন—"অরুণ, তোমরা কি আজও বিশুকে চিনলে না? ও তোমাদের নিয়ে একটু মজা ক'রছে!"

বিশুখুড়ো গম্ভীরভাবে বললেন—"মাপ করো দাদা!—মজা করবার মত মনের অবস্থা আমার এখন নয়। কথাটা রায়বাহাদুরের নিজের মুখ থেকেই শোনা বলে তোমাদের জানানো দরকার বিবেচনা করেছিলুম।"

মিঃ জি, কে, প্রশ্ন করলেন—"কবে, কখন, কোথায়, এবং কি শুনেছেন আপনি? সমস্ত আমাদের খুলে বলুন।"

"ও বাবা! তুমি যে কৌসুলীর জেরা ধরলে! রায়বাহাদুর বলেছেন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে—বয়সও যথেষ্ট হয়েছে, তিনি আর এবার কর্পোরেশনের নির্বাচনে দাঁড়াবেন না!"

সার ভূপেন্দ্র বিস্মিত ও ঈষৎ বিচলিত হ'য়ে বললেন—"সে কি হে? ও-অরুণচন্দ্র! শুনছো! বিশু কি বলছে? এর মানে কি?-

অরুণের হ'য়ে বিশুখুড়ো উত্তর দিলেন—"এর মানে এমন কিছু কঠিন নয় যে বুঝতে কারুর অসুবিধা হতে পারে! এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য অভিধান খুলে বসতে হবে না কাউকে। [illegible] সাদা সোজা স্পষ্ট কথা!"

সার ভূপেন্দ্র এবার ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। অরুণকে বললেন—"চলো তো হে ছোক্‌রা আমার সঙ্গে, রায়বাহাদুরকে খুঁজে বার করিগে—।"

অরুণকে নিয়ে সার্ ভূপেন্দ্র বাগানের দিকে চলে গেলেন। এদিকে ডাক্তার বিজয় এই সময় বাগানের ওধার থেকে বরাবর সেখানে

এসে হাজির হলেন। বিশুখুড়োকে জিজ্ঞাসা করলেন—"সার ভূপেন্দ্র কি শুতে চলে গেছেন ?"

"হ্যাঁ,—তা প্রায় শুয়ে পড়বারই যোগাড়! রায়বাহাদুর কর্পোরেশন ছেড়ে দিচ্ছেন শুনে তাঁকে নিষেধ করতে ছুটেছেন।"

"রায়বাহাদুর কর্পোরেশন ছেড়ে দিচ্ছেন ? এ হ'তেই পারে না !"

মিঃ জি, কে আবার প্রশ্ন করলেন—"ছেড়ে দেবার কারণটা কিছু জানেন ? কেন ছাড়চেন, কি হয়েছিল, কিসের জন্য—"

বিশুখুড়ো একটু বিদ্রূপের কণ্ঠে বললেন—"আর থাক্ বাবাজী! এটা হাইকোর্ট নয়! কারণ তো বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে! তোমাদের নায়া বাংলার ধাঁয়ার ঠেলায়! নায়া বাংলা ভূমিষ্ঠ হ'তে না হতেই অহিরাবণের মত যে রকম বিক্রম প্রকাশ ক'রছে তাতে ওর নামটা বোধ হয় একটু বদলে রাখলে ভাল হ'ত !

মিঃ জি, কে, উৎসাহিত হ'য়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি ঠিক জানেন ? সত্যই কি আপনার মনে হয় যে আমাদের নায়া বাংলার জন্যই—"

"তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে ? বিশেষ যখন আপনার পেট্রণ ও ভূ-ভারতের মুরুব্বী প্রভুপাদ দেওয়ানজী মশাই এবার কর্পোরেশনের সভ্য হবার জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছেন—এ যে শুধু নায়াবাংলার জোরেই—একথা সবাই স্বীকার করবে! আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না !—"

এই বলে বিশুখুড়োও সার ভূপেন্দ্রের অনুসরণ করলেন।

মিঃ জি, কে, বিজয় ডাক্তারকে একপাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা

করলেন—"এসবের মানে কি বিজয়? রায়বাহাদুর হঠাৎ কর্পোরেশন ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? দেওয়ানজী মশাই বা এতদিন পরে কর্পোরেশনে ঢুকছেন কেন? আমি তো এ সবের কোনো রহস্য ভেদ ক'রতে পারছি নি!"

বিজয় ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন—"জগতে আরও এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, মানুষে যার রহস্য ভেদ করতে পারে না! কিন্তু সেজন্য কারুর কিছুমাত্র ক্ষতবৃদ্ধি হতে দেখিনি। সেদিন তুমি জন্মদিনের উৎসবে যোগ দেবে না বলার পর আজ আবার এত শীঘ্র যে তোমাকে এবাড়ীতে দেখতে পাবো এ আশা আমি করি নি! সুতরাং আমার কাছে এও একটা রহস্য!"

"কেন? আর পাঁচজনের মতো আমিও তো এখানে নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছি!"

"বিনা নিমন্ত্রণে এলেও কিছু মনে করবার ছিল না; কিন্তু, সেদিনের মেলায় সেই তীব্র আক্রমণ ও গালিগালাজের পর—"

"তারপরও যদি তারা আমাকে নিমন্ত্রণ করে সেটা কি—"

"সে নিমন্ত্রণ তুমি গ্রহণ করো কি হিসেবে?..."

"প্রত্যাখান করলে যে ভদ্রলোকদের অপমান করা হয়!"

"ও! তাই নাকি? আর সভার মধ্যে বক্তৃতা ক'রে গাল দিলে বুঝি ভদ্রলোকের সম্মান করা হয়? কর্তার অসীম দয়া!"

"তুমি মস্ত একটা ভুল করছো! আমি সেদিন আমার বক্তৃতায় কোনো বিশেষ একটি ব্যক্তিকে ত' আক্রমণ করি নি! শুধু ব্যক্তি বিশেষের কার্য প্রণালীর নিন্দা করেছিলেম মাত্র!"

"তাই বুঝি প্রীত হ'য়ে সার ভূপেন্দ্র প্রতি সপ্তাহে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাচ্ছেন ?—"

"তা জানিনি। তবে আমার মনে হয় তাঁর এই নিমন্ত্রণের পশ্চাতে একটা কিছু গূঢ় অভিসন্ধি আছে নিশ্চয়—"

"তুমি কি মনে করো তিনি এত ইতর যে—"

"না না! বিজয়, তুমি বড় ডার্কসাইড দেখো। বরং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি বুঝিছি যে এ রকম ভদ্রলোক খুব কমই আছে! এই যে আমাকে নিমন্ত্রণ করা—সেদিনের সেই বিষাক্ত বক্তৃতার পর— একি একটা কম উদারতা? আমি তো বিলেতেরও কোনো ভদ্র-লোকের কাছে এতটা আশা করতে পারিনি!

"ভদ্রলোকের কাছে তারা ভদ্রতাই আশা করে—তারা অপমান সইতে শেখেনি, তাই অপমানিত হলে অপমানের দ্বারা তার প্রতিশোধ নেয়।"

"কিন্তু, সব ক্ষেত্রেই কি তা পাওয়া যায়? বিশেষ এই রকম স্থলে? এ ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে ভারি করুণ ঠেকে! বৃদ্ধের উপর আমার শ্রদ্ধা হয়েছে!—আর—আর—ওঁর মেয়েটিকে আমার এত ভাল লেগেছে—"

ডাক্তার একটু যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করলে—"তুমি কি প্রতিমা দেবীর কথা বলছো?—"

"হ্যাঁ বন্ধু! আমি তাঁরই কথা বলছি!—সেই সেদিন সন্ধ্যায় বিদ্যুৎদীপ্ত মেলা-ক্ষেত্রে সহস্র লোকের ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলো যে একটি সুন্দরী তরুণী—আমারই সন্ধানে—আমাকেই লক্ষ্য করে!—

কমলকরপুট নিয়ে এলো এক প্রীতিপূর্ণ আবাহন লিপি—সে কেবল আমারই জন্য! রাজহংসীর মতো কি সহজ সুন্দর ভঙ্গী তার! কি অকুণ্ঠ আলাপ সে করে গেল নিখিল চিত্ত বিজয়িনীর মত?—দিয়ে গেল পলকের আঁখিপাতে আমাকে তার চিরন্তন মৈত্রী!—"

"আর তার বাপকে যে তুমি করেছিলে সেদিন তীব্র অবমাননা—সর্বসাধারণের সমক্ষে,—সেজন্যে দেয়নি কি সে তোমাকে তার আন্তরিক ধন্যবাদ?"—

"প্রতিমা দেবী যথার্থই—দেবী প্রতিমা! কোনো সে কথার আভাস মাত্র তোলেন নি আমার কাছে! এই জন্যই আরও তাঁকে আমার এত বেশী ভাল লেগেছে!"

"ওঃ!—তা যেদিন সেকথা তুলবেন তিনি সেদিন আশা করি আরও বেশী করে ভাল লাগবে তাঁকে?—"

"না না আমি আর সেকথা তুলতে দেবই না তাঁদের! তার আগেই আমি সে অন্যায়ের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে ওঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো!"

"যদি বুদ্ধিমান হও, অমন কাজ ভুলেও কখনো কোরনা! তার ভূপেন্দ্রকে ত' চেন না?—"

"বেশ, তাহলে আমার ব্যবহারেই আমি ওঁদের বুঝিয়ে দেবো যে সেদিন অকারণ কতকগুলো অসংযত বাক্য ব্যবহারে যে অপরাধ করেছি সেজন্য আমি যথার্থই অনুতপ্ত!"

"দেওয়ানজী কুঠিতে তাহ'লে তোমার প্রবেশ নিষেধ হ'য়ে যাবে জেনো!—"

"কেন? আমি এই দুই পরিবারের মধ্যে আবার মিলন ও সদ্ভাব ঘটাবো। এতে রাগিণী দেবী ও প্রতিমা দেবী দু'জনেই খুসি হবেন নিশ্চয়!—"

"হ্যাঁ, ভাল কথা! রাগিণী দেবীর নাম শুনে মনে পড়লো! তাঁর হৃদয়-দ্বারের দিকে কতদূর এগোলে বন্ধু? তোমাদের পরিচয় কি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় এসে পৌঁছেচে?"

"না, আমি আর সেদিকে কোনো চেষ্টাই করিনি। তোমার সেদিনের কথাগুলো ভেবে দেখে মনে হ'ল যে তুমি ঠিকই বলেছ! লক্ষ্মী যাদের ত্যাগ করেছেন তাদের ঘরের মেয়েকে নিয়ে এলে আর যাই হোক— লক্ষ্মীলাভ হবে না!—"

"কিন্তু, ভালবাসা?—এমন গভীর নিঃস্বার্থ প্রেম কি—"

"ত্যাগের মধ্য দিয়ে তা' গভীরতর ও সার্থক হবার সুযোগ পেলে কই? ওঘরের চঞ্চলা লক্ষ্মীর মত আমার প্রেমও ওখানে অচলা রূপ ধারণ করতে পারেনি! কিন্তু,—সে কথা ছেড়ে দাও! দেওয়ানজী লোকটা যে সুবিধের নয়, তা কিন্তু আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি!—"

"টাকাকড়ির দিক দিয়ে লোকটা সুবিধের না হ'লেও—এদিকে কিন্তু—"

"আরে না না! মোটেই না! অতি অভদ্র! নইলে কি অতিথির অপমান করে? বিলেতে তো ওটা একটা মস্ত অপরাধ ব'লেই গণ্য!—"

"সে কি হে!—দেওয়ানজী তোমায় অপমান করেছেন নাকি?"

"অপমান নয়ত কি? বৈঠকখানা ঘরটা আমায় ছেড়ে দিয়েছেন স্বীকার করি; কিন্তু তার কাছাকাছিই ওঁর দ্বারবানদের ঘর। বেটারা

৮

সন্ধ্যের পর এমন গাঁজা টানে যে সে দুর্গন্ধে টিকে সাধ্য। দেওয়ানজীকে জানালুম। তিনি বললেন—ওটা ধো না বাবাজা, আমাদের তামাক চুরুটের মতই ওটা ওদের ধুম্রবিলাস! তারপর শোনো? রাত্রে ঢোল আর করতাল বাজিয়ে সঙ্গীতের নামে যে রকম তার-স্বরে বেটারা 'রামাহো!' 'রামাহো!' ক'রে চেঁচায় সে আর কি ব'লবো?—গ্রেটেষ্ট পসিবল্ নয়েজ—উইথ লিষ্ট পসিবল্ মিউজিক্!"

"দেওয়ানজী কি ওটাও বন্ধ করলেন না!"

"বন্ধ করবেন? মাই লর্ড!—তিনি আরও উৎসাহ দিলেন। বললেন—আহা! স্ত্রী পুত্র ছেড়ে পেটের দায়ে ওরা বিদেশে কাজ ক'রতে এসেছে—একটু গানবাজনা ক'রে যদি আমোদ পায়, সেটুকু আনন্দ থেকে কি ওদের বঞ্চিত করা উচিত?—"

"কথাটা কিন্তু ঠিকই! তা' তুমি যাই বলো।"

"আমি তো আর কিছু বলিনি। এ অপমানের —আর কিছু বলাও চলে না। আমি ঠিক করেছি আসছে মাস ও-বাড়ী ছেড়ে দেবো—বেজায় পুরাণো বাড়ী—বিশ্রী ড্যাম্প ্যাতসেঁতে গন্ধ!—"

"সেকি হে! কই এতদিন ত' এসব কথা তোমার শুনিনি! কবে থেকে বুঝতে পারলে যে, ওবাড়ী পুরাণো—বিশ্রী—ড্যাম্প—স্যাঁতসেঁতে গন্ধ—!"

"সার ভূপেন্দ্রের এ বাড়ীর তুলনায়—দেওয়ানজী কুঠিত নরক বললেই হয়! তুমি ঠিকই বলেছো বন্ধু, আমি বড্ড ভুল করেছি প্রথমটা ওখানে গিয়ে জুটে। যাকে বলে—'গোড়ায় গলদ'—আমি তাই করে

বসে আছি। নাঃ ওঁদের ভাঁওতায় আর আমি ভুলছিনি! আমাকে ত' প্রায় ওঁরা দলে টেনে নিয়েছিলেন আর কি?"

"তা' দেওয়ানজীর দল যদি তুমি ছেড়ে দাও, কোন দলে গিয়ে ঢুকবে মনে করছো—"

"কেন, আমি যদি সার ভূপেন্দ্রের পার্টিতে যোগ দিই—?"

"সর্ব্বনাশ! তাহ'লে তোমার 'নায়া বাংলার' দলের কি হবে?"

"কেন, ও যেমন চলছে চলবে—অবিনাশবাবুই দেখা শোনা করবেন—আমাদের সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য তো—যারা দেশের ও দশের স্বার্থের ক্ষতি ক'রে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন তাদের শায়েস্তা করা!—তা আমি এখন বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে ঐ দেওয়ানজী ক্লাসের লোকেরাই দেশের লোকের প্রকৃত শত্রু!—"

"কিন্তু 'নায়া বাংলার' সভ্যরা কি তোমার এ সুবিধাজনক টিকাভাষ্য মেনে নেবে?"

"নিতে বাধ্য। আমাকে যখন তাদের নেতা ও সর্বাধ্যক্ষ করেছে তখন আমি যা বলব তাই তাদের স্বীকার ক'রতেই হবে।"

"যদি না করে তাহ'লে কি হবে?—"

"নায়া বাংলা চুলোয় যাবে! তুমি কি বলতে চাও ওই সব ইডিয়ট্‌দের জন্যে আমি আমার ফিউচার নষ্ট করবো?"

"তোমার ফিউচারটা কি শুনি?"

"প্রতিভার সহজ বিকাশে বাধা না ঘটে এমন একটা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের সুযোগ প্রতীক্ষা করছি আমি। আমি চাই আমার সমস্ত উচ্চ আকাঙ্খার পরিপূর্ণ সার্থকতা!"—

"এ আর নতুন কি ? ও তো সব মানুষই চায় ! তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি খুলে বলো—"

"তোমাকে বলতে বাধা নেই, কারণ তোমাকে আমি বন্ধু বলেই মনে করি। আমার উদ্দেশ্য আপাতত কর্পোরেশনে কাউন্সিলার হয়ে ঢোকা। তারপর সুযোগ বুঝে লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সিলে যাওয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত মিনিষ্টার হওয়া। অবশ্য, এ জন্য যে প্রচুর টাকা ও মুরুব্বীর জোর থাকা চাই তাও আমি জানি। আর—সেই জন্যই কোনো বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য একটু—একটু কেন—বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছি—"

"স্যার ভূপেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার উদ্দেশ্য তোমার বুঝলুম, কিন্তু—"

"আমি সার ভূপেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা চাই বটে, কিন্তু তাঁর কাছে কোনো সাহায্য নেবার ইচ্ছা নেই। আমি নিজের চেষ্টায় কৃতকার্য হতে চাই! অবশ্য, এতে একটু দেরী হবে স্বীকার করি, কিন্তু আমার ধৈর্যের অভাব নেই এ তো তুমি জানো! আমি অপেক্ষা করতে পারবো!"

"কিন্তু, দেওয়ানজী তো আর অপেক্ষা করবেন না ? ওখানে থাকা কি আর পোষাবে ?"

"সেখানে তো থাকবো না।"

"থাকবে না ত' যাবে কোথায় ?"

"এইখানে থাকবো মনে করেছি !"

"এইখানে ? সেকি ! না না ; তামাসা নয়, বলো—"

"তামাসা কেন হবে, আমি সত্যিই বলছি; এখানে আমার খুব ভাল লেগেছে। ভারি চমৎকার! চমৎকার বাড়ী! প্রচুর আলোবাতাস, উপাদেয় আহার্য, অনুকূল আবেষ্টন! সুন্দর জীবন! হ্যাঁ, যথার্থ বড়লোক একেই বলে! অর্থের প্রতি যার কোনো লালসা নেই সেই ত' প্রকৃত ধনী! আভিজাত্যের যে অভিনব রূপ এখানে এসে দেখছি তা সত্যিই মনোহর! শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-শিল্প-জ্ঞান ও রসবোধ এ যাদের নেই তাদের অর্থ শুধু অনর্থের কারণ হয়ে ওঠে! মানুষের সব চেয়ে বড় জিনিষ কি জানো? তার শিষ্টাচার ভদ্রতা বিনয়! সার ভূপেন্দ্র যথার্থ ভদ্রলোক!"

"এটা কিন্তু তোমার একটা কিছু আশ্চর্য আবিষ্কার নয়!"

"ছেলেটিও ভারি ভালমানুষ! যেমন তার আকৃতি সুন্দর, তেমনি তার প্রকৃতিও সুন্দর! সরল উদার মহৎ যুবক! স্বভাবটি বড় মিষ্টি; ব্যবহারটি আরও—"

"নিশ্চয়! চঞ্চলের মতো ছেলে কোনো বড়লোকের বাড়ী সহজে মেলে না! তাদের ছেলেগুলো প্রায় বাঁদরই হয়!"

"যেমনি ছেলেটি, তেমনি বউটিও পেয়েছেন সার ভূপেন্দ্র! মীরা দেবীকে একটি নারীরত্ন বলা যেতে পারে! কী মধুর প্রকৃতি—কী কমনীয় শ্রী—"

"কেন, প্রতিমা দেবীর ব্যবহারও ত' খুব সুন্দর!"

"হ্যাঁঃ মন্দ নয়। তবে কি জানো? মীরা দেবীর মধ্যে কি যেন একটা অসামান্যতা আছে যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিমা দেবী মেয়ে ভাল বটে; কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে!"

"তুমি তবে এখনো তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওনি। প্রতিমা দেবীই যথার্থ অনন্যসাধারণ মেয়ে। তাঁর প্রকৃতি গভীর, স্বভাব অনিন্দ্য সুন্দর! তিনি মীরাদেবীর মতো লঘু চঞ্চল বা অস্থির চিত্ত নন; তাঁর মনটি নির্মল ও সুকুমার—"

"তাহ'তে পারে; কিন্তু, মীরাদেবী আমাকে শুধু মুগ্ধ নয়, বিস্মিতও করেছেন! তাঁর আকর্ষণ দুর্নিবার!"

"সেকি হে? তা হ'লে ত' তোমার ব্যাপার বড় সুবিধের ঠেক্‌ছে না! আমার যে সন্দেহ হচ্ছে—"

"ষ্টুপিড! আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বিবাহিতা পত্নী তিনি—"

"যাক্; সে জ্ঞানটা এখনও আছে তা হ'লে—"

"না থেকে উপায় কি? আমার যা বর্তমান অবস্থা তাতে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবার মত অর্থ ও অবকাশ কোনটাই নেই! ও যে একটা ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা দাদা!—"

"তা যা ব'লেছো! প্রেমটা নি-খরচায় করা যায় না! গাঁঠের পয়সার সঙ্গে অনেক কাঠখড়ও পোড়াতে হয়!—"

"তা'হলেও—ওটা লাভের কারবার। বুঝে-সুঝে ইনভেষ্ট্ করতে পারলে পরে মোটা রকম ডিভিডেণ্ড পাওয়া যায়!—আমি তো ঠিক ক'রেছি এই সপ্তাহের মধ্যেই একটু 'লভ স্পেকুলেশনে' নামবো!—"

"সেকি! রাগিণী দেবী শুনলে—"

"শুনলেই বা। এখন আর রাগিণী দেবীর সম্বন্ধে আমার কোনো

ইণ্টারেষ্ট্ নেই! তুমি তো বললে সেদিন—ওর বাপ দেউলে! ওখানে আর টোপ ফেলে লাভ কি?”

“তবেই ত’? তাহ’লে এখন কোন্ পুকুরে চার ফেলবে ঠিক করেছো?—”

‘সেইটেই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই! প্রতিমা দেবীর সম্বন্ধে তুমি যে রকম হাইলি রেকমেণ্ড্ করছো তাতে আমার মনে হয়—”

“তুমি কি প্রতিমা দেবীর—”

“নিশ্চয়! এর চেয়ে প্রফিটেবল্ ম্যারেজ আর কি হ’তে পারে? তুমিই বলো না কেন!”

“সে আশা বৃথা! ওখানে তুমি দন্তস্ফুট করতে পারবে না—”

“দন্তস্ফুট না হোক—অধরস্পর্শের আশা রাখি!”

“তুমি তাঁর পাদস্পর্শেরও যোগ্য নও!”

“প্রেম যোগ্যতার অপেক্ষা রাখে না! চাই শুধু তরুণীর মন-হরণের কৌশলটুকু জানা—এবং সে বিদ্যেটায় যে আমি য়ুরোপ থেকে গ্র্যাজুয়েট্ হ’য়ে এসেছি, তা বোধ হয় তুমি জানো! মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলুম আমি, আমি জানি ধনীর ঘরের বয়স্থা কুমারী মেয়ের হৃদয় জয় করবার জন্য খুব একটা বিরাট যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না! যে কোন প্রাইভেট টিউটার, বা সেক্রেটারী—এমন কি বাড়ীর সরকার বা শাফুর পর্য্যন্ত চেষ্টা করলে সাক্‌সেস্‌ফুল হ’তে পারে—”

“ভুল করছো বন্ধু! প্রতিমাদেবী সে প্রকৃতির মেয়েই নন্—”

“আচ্ছা সে দেখা যাবে, যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কুত্র দোষঃ!”

"রাগিণী দেবী যখন তোমার এই নব অভিযান বার্তা শুনবেন তোমার সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা হবে বুঝতে পারছো ?"

"রাগিণী দেবীর অনুরাগ বা বিরাগে আমার আর কিছু আসে যায় না। দেউলের মেয়ের পিছনে ঘুরে কি লাভ ? তুমিই ত' আমাকে সেদিন নিষেধ করেছিলে বন্ধু !"

"প্রতিমাদেবীর সম্বন্ধেও কোনো আশা পোষণ করতে আমি তোমায় নিষেধ করছি ঘোষ !"

"কেন বলো ত ? তোমার বুঝি লক্ষ্য আছে ওটির ওপর ?"

"আমার ? পাগল না চণ্ডাল ! আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি তোমার মত ?—"

"তবে, চুপটি ক'রে শুধু দেখো আমি কি করি ! প্রতিমাদেবীকে আমার চাই-ই !"

"সেটি যাতে না ঘটে সেদিকে আমার বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি থাকবে।"

"তোমার এ বিষয়ে মাথা ঘামাবার তো আমি কোনো প্রয়োজন দেখছিনি ! তুমি কে হে বাপু ? সার ভূপেন্দ্র চৌধুরীর বেতনভোগী পারিবারিক চিকিৎসক মাত্র ! তাঁর মেয়ে কাকে বিয়ে করবে না ক[illegible]ব, সে সম্বন্ধে তোমার কথা কইবার অধিকার কি ?—"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি প্রতিমা দেবীর একজন হিতার্থি সুহৃদ !"

"আর আমি হচ্ছি তাঁর একজন পাণিপ্রার্থী অন্তরঙ্গ বন্ধু !"

"সেই জন্যই ত' তোমার সম্বন্ধে তাঁকে আমায় সাবধান করে দিতে হবে।"

"বুঝিছি ; বন্ধুর বেশে তুমি আমার শত্রুতাসাধন ক'রতে চাও !"

"আমার বিশ্বাস এতে তোমার প্রতি আমার বন্ধুর কর্তব্যই করা হবে।"

"ঈশ্বর যেন আমাকে তোমার মত বন্ধুর হাত থেকে রক্ষা করেন। ছদ্মবেশী কপট মিত্রের চেয়ে সোজা শত্রুকে আমি শ্রদ্ধা করি—"

"আচ্ছা এ আলোচনা পরে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি এখন চল্লুম। শত্রু মিত্র সম্বন্ধে গবেষণা করবার ঠিক উপযুক্ত স্থান কাল এটা নয়। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমাকে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছেন।"

"আমাকে? আমাকে এখানে কে খুঁজবে?"

"হয়ত কোনো মিত্রবেশী কপট শত্রু!"

"কে তিনি? আমার সঙ্গে কি পরিচয় আছে?"

"সেটা নিজে গিয়ে তত্ত্বাবধান করলেই ভাল হয়। তিনি ঐ ডাইনিং রুমের পাশের ঘরে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।"

ডাইনিং রুমের পাশের ঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে ডাক্তার বিজয় মিত্র বাগানের পথে চলে গেলেন। 'শুভবাণী' সম্পাদক অবিনাশ বাবু এই সময় পাশের ঘর থেকে পা টিপে টিপে চারিদিকে চাইতে চাইতে সাবধানে বেরিয়ে আসছিলেন। মিঃ জি, কে তাঁকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠে বললেন—"অবিনাশ বাবু! আপনি এখানে এসেছেন কি করতে? আপনার কি একটা সময় অসময় জ্ঞান নেই?"

"কাগজের সম্পাদকের সে জ্ঞান পোষণ করতে হ'লে কাগজ বেরুনো বন্ধ করতে হয়। এখানে এসেছি কি আর সাধ করে? কাল

সকালে কাগজ বেরুবে—অথচ এখনো তোমার লেখা পেলুম না! 'নয়াবাংলা' সম্বন্ধে যে এডিটোরিয়েল দেবে বলছিলে কই সে ?"

"সে এখনও লেখা হয়নি, আর এ হপ্তায় হবে ব'লেও মনে হয় না। আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি।"

"বলো কি ঘোষ ? তুমি কি শেষটা আমাকে ডোবাবে ? কাল সকালে যে কাগজ না বেরুলে মারা পড়বো।"

"অন্য কিছু লেখা পুরাণো ফাইল থেকে হাতড়ে বার ক'রে ছেপে দিনগে—"

"শেষ পর্যন্ত তো তাই দিতেই হবে ! তোমার সেদিনের মেলার বক্তৃতাটাই এবার ছেপে দেবো মনে করছি।"

"পাগল হয়েছেন, সে হতেই পারে না। তাকে দেখে শুনে রিরাইট্ করে না দিলে ছাপা চলবে না ! অনেক কথাই বদলাতে হবে ! বিশেষ করে সার ভূপেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে আমি যে সমস্ত কটূক্তি করেছিলুম তা একেবারেই বাদ দেওয়া দরকার !"

"কিন্তু···তুমি দেখছি আমাকে নেহাৎ মুস্কিলে ফেললে ! সে যে আমি অলরেডি কম্পোজ করিয়ে বসে আছি।"

মিঃ জি, কে, বিরক্ত হয়ে উঠে বললেন "কম্পোজ ভেঙে ফেলুনগে এখনি !"

অবিনাশবাবু বিস্মিত হ'য়ে মিঃ জি, কের মুখের দিকে ক্ষণকাল নির্বোধের মতো চেয়ে থেকে ব'ললেন—"ওটা কি তবে ছাপা হবে না ?"

"না হবে না !—অন্তত ওভাবে হবে না। আমি ওটা একটু বদলে দিতে চাই !—মুখের দিকে অমন বোকার মত চেয়ে আছেন কেন ?

আপনি কি মনে করছেন 'আসছে কালের নয়াবাংলা'র দলকে আমি আর আমল দিতে চাইছি না—"

"না না, তা' কেন মনে করবো ; তবে, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার মনে করছি—"

"থামুন ! আপনি বড় বাজে বকেন।—"

"চুপ করে যে থাকতে পারছিনি ! তুমি যে আমার মুখের অন্ন কেড়ে নিতে বসেছো—"

"আবার বাজে বকতে সুরু করলেন ?"

"ও বাবা—এর চেয়ে কাজের কথা আমি জীবনে কখনো কয়েছি বলে মনে পড়ে না ! তুমি এসে জোটবার আগে আমার কাগজ আমি যেমন জানি তেমনি করছিলুম। চলছিলও মন্দ নয়। কিন্তু, তুমি এসে দিলে আমার কাগজের সুর বদলে। লোকে বাহবা দিতে লাগলো। 'শুভবাণীর' সম্পাদকীয় স্তম্ভ এখন জনসাধারণের একটা বিশেষ আকর্ষণের ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। রায়বাহাদুরের অবস্থা টলমল, এবার ইলেক্‌শনে সম্ভবতঃ একটীও ভোট পাবে না। সার ভূপেন্দ্র সম্বন্ধেও লোকের ধারণা বদলাতে সুরু হয়েছে ; এ সময় তুমি যদি লেখা বন্ধ করো তাহলে কাগজ আমার সাত দিনে উঠে যাবে !"

"তা' আপনি কি সারাজীবন দেশশুদ্ধ লোককে গালাগালি দিয়ে বাঁচতে চান ? সেটাও তো ঠিক নয় !"

"কিন্তু উপায় কি ? লোকে যে তাই চায় ! লোকে পয়সা খরচ করে "শুভবাণী" কেনে কেবল গালাগালটুকু উপভোগ করবার লোভে !"

"তাই আমাকে দিয়ে বুঝি বরাবরের জন্য ঐ অপ্রিয় কাজটা করাতে চান ?"

"তাহ'লে সত্যি কথা খুলে বলি, রাগ করো না। গালাগালি দিতে কিন্তু তোমার আর জুড়ি নেই !"

"কিন্তু ; আমি তো আপনার মাইনে করা গাল দেবার লোক নই, আমার কথামত যদি না চলেন আমি কালই অন্য একজন প্রকাশককে ধরে 'নয়াবাংলা' নাম দিয়ে একখানা নতুন কাগজ বার করবো ! আমার কলমের জোর তো দেখছেন ! আপনার 'শুভবাণীর' বিপক্ষে এমন লিখতে সুরু ক'রে দেবো যে সাত দিনে আপনার কাগজ উঠে যাবে !—"

"না না, এমন কাজ কখনো করো না—গরীব আমি—মারা পড়বো !"

"নিশ্চয়ই করবো ! আপনার সঙ্গে আমার পোষাবে না !"

"দেখো ! তাহ'লে কিন্তু এখনি আমি সার ভূপেন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে বাধ্য হবো !"

"কেন ? সার ভূপেন্দ্রের সঙ্গে তো এ ব্যাপারের কোনো যোগ নেই ! খামাখা তাঁকে বিরক্ত করে কি লাভ ?"

"তোমাকে নিমন্ত্রণ করে এনে খাইয়ে তাঁর কি লাভ বলতে পারো ?"

"সেটা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই ভাল হয়।"

"কাউকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি কি মনে করো আমি জানিনি কেন তুমি আজ এখানে ঢুকতে পেয়েছো এবং জামাই আদরে রাজত্ব ক'রছো ? যে কারণে সার ভূপেন্দ্র তোমাকে তাঁর বাড়ীতে আমোল দিয়েছেন, ঠিক সেই কারণেই তিনি আমাকেও সহ্য করতে বাধ্য হবেন !—"

"সে দুঃসাহস আপনাদের মতো দাসমনোভাবাপন্ন জীবেদের কোনো কালেই হবে না। যাননা তাঁর কাছে—দেখি একবার আপনার বুকের পাটা—!"

"নিজে যেচে সেধে যাবো কেন? তোমারই মতো নিমন্ত্রিত হয়ে আসবো! কালই 'শুভবাণী'তে একটি প্যারাগ্রাফ ছাপবো—ব্যস সন্ধ্যেবেলা নিমন্ত্রণ এসে যাবে। এতবড় অবিবাহিত কন্যা যার ঘরে—যার পুত্রবধূ কাব্য ক'রে বেড়ায়, যত ভ্যাগাবণ্ড সাহিত্যিকদের নিয়ে—তার কাছ থেকে যে দু'শো পাঁচশো কি ক'রে আদায় করতে হয় সে আমি জানি! কেন যে তুমি তোমার লেখাটা ছাপতে এখন ভয় পাচ্ছ—সে আমি বুঝিছি! কিন্তু; আমারও কলম আছে এ কথা ভুলো না!"

"বেশ ত' একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন না! কলম ত' অনেকেরই আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তার মধ্যে শতকরা ৯৯টাই ভোঁতা!"

"আর যত ধার বুঝি তোমারই কলমে? আমরা যখন কলম ছোটাবো তখন কাউকেই রেয়াৎ করবো না। তোমারও জারি-জুরি সব ভেঙে দেবো—মনে থাকে যেন!"

"যান বাড়ী যান। এখানে মাতলামো করবেন না। বেশ চুরচুরে হয়ে এসেছেন দেখছি!—"

"তাতো ব'লবেই!—তোমার আর ভাবনা কি? তোমার বাড়ীতে তো আর রুগ্ন স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে না?—তোমার কোনো ছেলেমেয়ে তো আর জন্মের মত খোঁড়া হ'য়ে যায়নি? পেটভরে খেতে না পেয়ে—তোমার নিজের সন্তানেরা তো চেঁচিয়ে কাঁদছে না!—

"থামুন ! মিছে বক্ বক্ করবেন না ! আপনার স্ত্রী মরুক বাঁচুক তাতে আমার কি ? আপনার ছেলেমেয়ে খেতে পেলে কি না পেলে তাতে আমার কি এসে যায় ? মাতালের গুষ্টির যা হবার তাই হবে—"

"আচ্ছা দেখা যাবে তোমার লেখা না নিয়েও আমার কাগজ চলে কি না—তোমার মত ছোটলোক আমি খুব কম দেখেছি—"

বলতে ব'লতে রাগে লাল হয়ে হনহনিয়ে অবিনাশবাবু বেরিয়ে গেলেন। মিঃ জি, কে বলে উঠলেন——"মাতাল ব'লে কিছু বললুম না, নইলে ঐ মুখে জুতোশুদ্ধ লাথি মারতুম এখনি—"

অবিনাশবাবু যেন সেকথা শুনতেই পেলেন না এমনিভাবে বেরিয়ে চলে গেলেন—! মিঃ জি, কে একটু অপেক্ষা করে প্রতিমা দেবীর সন্ধানে বেরুলেন। পথে রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা। রায়বাহাদুর হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—

"হ্যালো প্রেসিডেণ্ট ! এখানে একলা ঘুরছেন ! ওদিকে মেয়েরা যে আপনাকে গরু-খোঁজা করছেন !"

"থ্যাঙ্ক্ ইউ রায়বাহাদুর ! আমি যদি গরু হতুম তা হ'লে নিশ্চয় তাঁরা খুঁজে পেতেন—কিন্তু···আনফরচুনেটলি আমার শিং বা ল্যাজ কোনটাই নেই !"

"নেভারমাইণ্ড ! আপনার রসনা ও লেখনী বেঁচে থাকুক ! ভাবনা কি ? খুর ল্যাজ শিং বাঁট সবই হবে—কিন্তু, সেকথা থাক। আপনার সঙ্গে আমার একটু গোপনে পরামর্শ আছে, এখন শোনবার সময় হবে কি ?"

"বিলক্ষণ ! বলুন ! 'আই এ্যাম অলওয়েজ এ্যাট ইওর সার্ভিস।"

"কথাটা আর কিছুই নয়, যদি কারুর কাছে শোনেন যে আমি আপনার বিরুদ্ধে কোনো লোকের কাছে কিছু বলেছি বা আপনার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছি—কথাটা বিশ্বাস করবেন না!"

"না না, সেকি কথা। আপনি কেন আমার অনিষ্ট করতে যাবেন? আর চেষ্টা করলেই বা এমন কি অনিষ্ট করতে পারেন?—"

"সেত বটেই! তবে কি জানেন? এখানে নানা রকমের লোক নানা মতলবে আসে যায়! আপনার সঙ্গে যাতে আমার সদ্ভাব না থাকে এটা হয় তো কেউ কেউ ইচ্ছে করবেন এবং—"

"কিন্তু, এটাতো আর মিথ্যা নয় রায়বাহাদুর, যে আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের কোথাও এতটুকু মিল নেই!—"

"তা নাই বা' থাকলো! তা ব'লে আমাদের সদ্ভাব হারাবো কেন? বুড়োদের সঙ্গে ছোকরাদের মতের অমিল তো সব দেশেই সব কালেই আছে? ওটা তো খুব স্বাভাবিক!—"

"এ কিন্তু আপনার অন্যায়। আপনার এমন কি বয়েস হয়েছে যে আপনি বুড়োদের দলে ভিড়তে চাইছেন? আপনার মত একজন কর্মীলোককে আমরা তরুণের দলে ধরে রাখতে চাই!"

"না হে ঠাট্টা-তামাসার কথা নয়। রিটায়ার করবার বয়স আমার হয়েছে, অনেক দিন। আমি সত্যিই স্থির ক'রে ফেলেছি যে কর্পোরেশনের ইলেক্‌শানে এবার আর দাঁড়াবো না।"

"বলেন কি রায়বাহাদুর? তবে কি যা শুনছি তা সত্যি? আপনি নাকি দেওয়ানজীকে আপনার জায়গায় দাঁড় করাচ্ছেন?"

"ক্ষেপেছেন আপনি? দেওয়ানজীকে আমি দাঁড় করাতে চাইলেও

লোকে ওঁকে ভোট দেবে কেন? উনি যে ভয়ানক আন-পপুলার!"

"তাই নাকি? কিন্তু, আমি শুনেছি টাকার জোরে নাকি ভোট যোগাড় করা যায়!"

"সেদিন আর নেই মশাই! কংগ্রেসের কল্যাণে লোকের এখন চোখ কান ফুটেছে। টাকা দিয়ে ভোট আর কেনা চলে না! তবে হ্যাঁ, টাকা খরচ করতে পারলে আপনিও কংগ্রেসের নমিনেশানটা যোগাড় করতে পারেন্।"

"আমি?...রক্ষে করুন মশাই! আমার অত টাকাও নেই, আর ও-রকম কোনো দুরভিসন্ধিও নেই!"

"দেখুন, ভগবান আপনাকে যেরকম অদ্ভুত বাগ্মীতার দুর্লভ সম্পদে ভূষিত করে পাঠিয়েছেন, আমার মনে হয় আপনার উচিত তার যথোচিত সুযোগ নেওয়া! বাক্-বিভূতি যখন আপনার রসনাগত তখন কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হবার প্রধান যোগ্যতাটাই ত' আপনার রয়েছে।"

"মাপ করবেন রায়বাহাদুর! আপনার চেয়ে আমি বয়সে অনেক ছোট। আমাকে নিয়ে এরকম তামাসা করা বা বাঁদর নাচানো কি আপনার উচিত?"

"আপনি কি বলছেন মিঃ ঘোষ?—আমি এটা আপনাকে সিরিয়াসলিই ভেবে দেখতে বলছি! অবশ্য আপনার যদি ইচ্ছে না থাকে, আমরা আপনাকে জোর ক'রে দাঁড় করাতে চাই না। তবে, দাঁড়ালে কিন্তু হ'য়ে যেতেন। কারণ, আপনি আমার এবং সার্ ভূপেন্দ্র

চৌধুরীর দলের সমর্থন পেতেন। কিন্তু, সে যাক ;—ও-কথায় এখন আর কাজ নেই তাহ'লে! আপনার যখন দাঁড়াবার কোনো অভিপ্রায়ই নেই—তখন আর—"

"খাবার লোভ হ'লেই কি খেতে পাওয়া যায় রায়বাহাদুর? ক্ষুধাটাইত' সব নয়; ক্ষুধার পিছনে থাকা চাই ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় সংস্থান।"

"সে ভারটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন না কেন?"

"আপনি কি সিরিয়াসলি বলছেন আমাকে হেল্প করবেন?"

"আপনার মতো যোগ্যতম লোককে সাহায্য না করা আমি একটা মস্ত অপরাধ বা পাপ বলে মনে করি। সে হবে তা'হলে, আমার নাগরিকের কর্তব্যের একান্ত অবহেলা?"

"আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গেল রায়বাহাদুর! আমি যদি কর্পোরেশনে যাই,—আপনাকেই মেয়র ক'রবো! রাজধানীর প্রধান নাগরিকের পদ একমাত্র আপনিই অলংকৃত করতে পারেন!"

"আমি অবসর চাই মিঃ ঘোষ, আপনি আমার পরিবর্তে কর্পোরেশনে এলে আমি নিশ্চিন্ত চিত্তে বিশ্রাম নিতে পারবো।"

"আপনি অমন করে ব'লে আর আমায় লজ্জা দেবেন না। আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে প্রস্তুত!"

"তাহ'লে আর দেরী নয়। কাল সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করবেন, কারণ নমিনেশান পেপার দাখিল করবার কালই বোধ হয় শেষ দিন।"

"কাল নয় রায়বাহাদুর···লাষ্ট ডে হ'চ্ছে পরশু!"

"তাহোক। একদিন আগে করাই ভালো। ভুল চুক হলে শোধরাবার উপায় থাকবে। আপনার নায়া বাংলার দলকে কাল থেকেই ক্যানভাস করবার জন্য প্রস্তুত করুন; তাছাড়া, আমাদের এই সাতাশের ওয়ার্ডের প্রত্যেক পার্কে গোটাকতক ইলেকশান্ মিটিং করতে হবে, তাতে কিন্তু খুব ভাল বক্তৃতা দেওয়া চাই!"

"তা' আপনার আশীর্বাদে আমি বক্তৃতাটা ভালই দিতে পারবো আশা করি —"

"তা পারবেন জানি, কিন্তু আসল কথাটা কি জানেন? 'ভোট' বেশীর ভাগ তা'দেরই যারা আপনার ভাষায় 'লোহার সিন্ধুক।' তাদের 'কাঞ্চনকৌলিন্য'কে আক্রমণ করলে—পরাজয় অনিবার্য! "উপাধি সর্বস্ব বুড়োদের"ই যে একাজে সর্বাগ্রে হাত করা চাই!'"

"আপনি যখন রয়েছেন আমার দলে তখন আর আমি ভয় করিনে কিছু! আপনারাইত' হচ্ছেন "কিং-মেকার!"

"তাই হ'লেও, একটা কথা ভুলে গেলে ত' চলবে না যে আপনি ও আপনার দলবল হচ্ছেন—তাঁদেরই স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী—যাঁদের অর্থ আছে, সামর্থ আছে, সম্পত্তি আছে, প্রতিপত্তি আছে—সম্মান আছে প্রতিষ্ঠা আছে—অতএব শক্তিও আছে যথেষ্ট।"

"তবে কি আপনি আমায় নায়া বাংলার দল ছেড়ে দিতে বলেন?"

"আমি কিছুই বলতে চাই না। আপনার যা ভাল বিবেচনা হয় করবেন। কেবল বন্ধু হিসেবে এইটুকু জানিয়ে রাখতে চাই যে দশজনের একজন হ'য়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হ'লে ওগুলো দরকার। ঘর চাই, বাড়ী চাই, সম্পত্তি চাই, অর্থ চাই, গাড়ী চাই, ঘোড়া চাই—

উপাধিও চাই! ওটা একেবারেই বাহুল্য নয়! কাজ দেয় দেখেছি!"

"নাঃ! আপনি আমায় ভাবিয়ে তুললেন দেখছি!"

"আপনার তো এজন্ত খুব বেশী দুর্ভাবনার আবশ্যক আছে বলে মনে হয় না। আপনি ত' ইচ্ছে করলে কালই এ সমস্ত পেতে পারেন!"

"তা কি ক'রে হবে? ওসব হ'য়ে ওঠা অনেকখানি সময় সাপেক্ষ! দীর্ঘকালের চেষ্টা ও অধ্যবসায় দরকার। ম্যাজিক বা ভেল্কীর জোরে রাতারাতি পাওয়া যাবে না তো!"

"সে কথা ঠিক! সকলের পক্ষে তা' পাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু আপনি যে সেই অসামান্ত ভাগ্য করেই এসেছেন! আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি!—আপনি যদি কোনো সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ধনীর একমাত্র কন্যা—পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী যে, এমন একটি মেয়ে দেখে বিবাহ করেন—ম্যাজিকের মতো একরাত্রেই তো আপনি সব পাবেন!"

"সে রকম মেয়ে এখন কোথায় পাই বলুন? আপনার সন্ধানে কি আছে? একটা দেখে শুনে ঠিক ক'রে দিন না!—"

"বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই! অভাব আপনাদের মতো সুযোগ্য ছেলের। আপনার ইচ্ছা যখন অকপটে আমাকে জানালেন, তখন নিশ্চিন্ত থাকুন! এ ভারও আমি নিলেম!"

মিঃ জি, কে এবার রায়বাহাদুরকে একেবারে জড়িয়ে ধ'রে গদগদ হয়ে বললেন—"আপনি আমার যথার্থ হিতৈষী বন্ধু! আমি আপনার হাতেই আমাকে ছেড়ে দিলুম!"—

এই সময় বাগানের দিক থেকে সবাই দল বেঁধে বাড়ীর দিকে ফিরে এলেন। মীরা দেবী মিঃ জি'কের দেখা পেয়ে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন —"এই যে, বাঃ! আপনি এখনো পালাননি দেখছি! বেশ হয়েছে। চলুন; আমরা একটু ব্রীজ খেলিগে! আমাদের একজন লোক কম ছিল।"

মীরাদেবী একরকম প্রায় জি'কের হাত ধরেই তাঁকে বাড়ীর ভিতর টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রতিমাদেবী বাধা দিয়ে বললেন—"না, আগে আমরা আপনার একটু বক্তৃতা শুনতে চাই! সেদিন আমরা মেলায় ছিলুম না—বড্ড মিস্ করিছি! বাবা বলছিলেন আপনি নাকি ভারী সুন্দর বল'তে পারেন!—"

মিঃ জি-কে সবিনয়ে জানালেন—"সেটা নিতান্তই সার্ ভূপেন্দ্রের অনুগ্রহ! আমি বক্তা নই; তবে প্রতিমা দেবীর অনুরোধ রক্ষা করতে সে দুঃসাহসেও অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত। আপনাদের স্নেহে যত্নে আদরে [illegible]। [illegible] কল্যাণে সার্থক হয়।"

চঞ্চলকুমার চুপি চুপি বিশুখুড়োকে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও ভদ্রলোক সেদিন? তুমি কি শুনেছিলে খুড়ো? বাবার মুখেত' তার সুখ্যাতি ধরে না!"

"বলো কি বাবাজী? সার্ ভূপেন্দ্রের কি ভীমরতি ধরেছে?"

"না না, সত্যি! বাবা বলছিলেন—দেওয়ানজী কুঠীর সঙ্গে জি'কের নাকি মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে—এমন বক্তৃতা দিয়েছেন উনি! দেওয়ানজীকে নাকি যাচ্ছেতাই অপমান করেছেন—প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে?"

"তোমার বাবার দেখছি যথার্থই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাল ়কালে 'শুভবাণী' কাগজখানা বেরুলে এক পয়সা খরচ করে কিনে াড়ে দেখো! চায়ের টেবিল সরগরম হ'য়ে উঠবে অখন! আমি আর বশী কিছু বলতে চাই না।"

এইসময় রায়বাহাদুরকে ডেকে সার ভূপেন্দ্র বললেন—"ওহে তোমায় াামি অনেকক্ষণ থেকে গাধাখোঁজা করছি।"

রায়বাহাদুর বললেন—"আজ্ঞে, ওটা ধোপাদেরই শোভা পায়! াাপনি কেন অকারণ—"

সার ভূপেন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন "না না, ঠাট্টা নয়, এ সব কি পাগলামো ক'রতে যাচ্ছো তুমি?—এবার নাকি কর্পোরেশনে দাঁড়াবে া বলেছো?—"

রায়বাহাদুর বললেন—"সময় থাকতে মানে মানে সরে পড়াই ভাল য় কি?—তাড়িয়ে দিলে যে আর মুখ দেখাতে পারবো না!"

সার ভূপেন্দ্র বিরক্ত হয়ে উঠে বললেন—"ননসেন্স্! তোমাকে াড়াতে পারে এমন তো কোনো দলই দেখিনি! কংগ্রেস চেষ্টা করলেও ারবে না।"

"আমার বয়স আমাকে তাড়াচ্ছে যে! পঞ্চান্ন বছর 'এজ' হয়ে গলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ঘর থেকে পয়সা দিয়ে লোক তাড়ায়! তার ারণ, 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ' কথাটার সার সত্য তারা উপলব্ধি করতে পরেছে! আমরা কিন্তু ওটা শুধু মুখেই বলি—কাজে কিছু করিনি!"

"তা'হলে ঋষিবাক্যই পালন করবে ঠিক করেছো?"

"সেই তো আমাদের সনাতন ধর্ম! তাছাড়া, একটা মস্ত সান্ত্বনা এই

যে—আপনি অতি উপযুক্ত লোককেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন আমার জায়গায়।—"

"আমি?—আমি আবার কা'কে দাঁড় করিয়ে দিলুম হে?"

"কেন আমাদের এই নূতন বন্ধু মিঃ জি, কে!"

"—মিঃ জি—কে!"

"হ্যাঁ, আপনি ত' আমাদের সকলকেই অনুরোধ করছিলেন যে ওঁর মত গুণী লোকের যেন আমরা সমাদর করতে পারি—! ওঁর কাজে সহায়তা করতে যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকি—আমি তো সেই জন্যই আরো—"

"আরে—কী মুস্কিলেই পড়লুম আমি তোমাদের নিয়ে! সে বলেছিলুম—উনি দেওয়ানজী কুঠির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত করেছেন—সেই ব্যাপারে আমরা ওঁকে সমর্থন করতে চাই বলে—কিন্তু কর্পোরেশনে—"

"দেওয়ানজী কুঠির বিরুদ্ধে আবার উনি কি আন্দোলন উপস্থিত করলেন?—"

"কেন, সেদিন সেই মেলায় চায়ের দোকানে তুমি ত' উপস্থিত ছিলে? শোনোনি মিঃ জি'কের বক্তৃতা? দেওয়ানজী কুঠির দুর্নীতির কুপ্রভাব ও অসৎ আদর্শ দেশের ও জাতির পক্ষে যে কতদূর অনিষ্টকর সে তো উনি বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন—"

"দেওয়ানজী কুঠির সম্বন্ধে—?"

"নিশ্চয়! তোমার কোনদিকে কাণ ছিল? পয়সার লোভে ওঁরা যে সমাজের কতদূর অহিত সাধন করছেন—"

"দেওয়ানজী বাবুদের উদ্দেশ করেই কি উনি সেদিন সেই তীব্র অপমানকর—"

"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ !—কথাগুলো একটু কড়া হয়েছিল বটে, কিন্তু, অমন সুস্পষ্ট সত্য বলতে আমি এ পর্যন্ত আর কাউকে শুনিনি !—আমাদের উচিত এ লোককে সব রকমে সাহায্য করা—"

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি ঠিক জানেন উনি সেদিন দেওয়ানজীকে লক্ষ্য করেই—"

"কী আশ্চর্য রায় বাহাদুর! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি যে এতটা ভোঁতা হ'য়ে গেছে তা' আমি জানতুম না! এখন বুঝতে পারছি—তোমার পক্ষে মানে মানে 'রিটায়ার' করাই মঙ্গল !"

মীরা দেবী সার ভূপেন্দ্রকে ডেকে ব'ললেন—"বাবা, আমরা একটু তাশ খেলবো !—"

প্রতিমা দেবী বল'লেন—"না বাবা, আগে আমরা মিঃ জি'কের একটু বক্তৃতা শুনবো !—"

রায় বাহাদুর এই সময় মিঃ জি, কে'র গা' টিপে দিয়ে ব'ললেন—"সেদিন মেলায় যা কুকীর্তি করে ব'সে আছেন এই সুযোগে সেটা সামলে নিন্ !—"

বিশুখুড়ো রায় বাহাদুরকে ডেকে ব'ললেন—"এ ছোঁড়াটাকে নিয়ে এরা বাড়ীশুদ্ধ এমন আদেখ্‌লের মত প্রাণ বার ক'রে ফেলছে কেন ? এদের চৌদ্দ পুরুষের কারুর বুঝি বক্তৃতা দেবার মত বিদ্যে ছিল না ?"

"চুপ চুপ, শুনতে পাবে। তা নয়, ছোঁড়াটা যাকে যা নয় তাই বলে ফেলে! ওর মুখের কোনো রাখ ঢাক্ নেই—"

"তাই বুঝি এরা গুষ্ঠিশুদ্ধ ওর খোসামোদ ক'রছে ? দুর্মুখকে সবাই ভয় করে দেখছি !—"

"আরে না না ! সেদিন মেলায় ছোঁড়াটা যে বক্তৃতা দিয়েছিল না ? সার ভূপেন্দ্রের ধারণা সেটা ও দেওয়ানজী-কুঠীকেই আক্রমণ ক'রে বলেছে—"

"সত্যি নাকি ? সে কি হে ?—বলো কি তুমি ?"

"তাই ত দেখছি ! কারা যেন সার ভূপেন্দ্রকে তাই বুঝিয়েছে ?"

"তাই বুঝি বুড়ো খুশি হ'য়ে ছোঁড়াটাকে মাথায় তুলে নাচছে ! ঢের ঢের মূর্খ ও বোকা দেখেছি বাবা, কিন্তু এমন নীরেট—"

"আঃ ! কি করো ! শুনতে পাবে যে ! ওর বাড়ীতে ব'সেই— বাঘের গর্তে ঢুকে—"

"বাঘ কে হে ? উল্লুক ! উল্লুক !—উল্লুকও নয়—গাধা ! রোসো না, আমার মামলার আপিলটা একবার রুজু হোক্, তারপর দেখে নেবো তোমাদের মুরুব্বীকে—"

রায় বাহাদুর কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মিঃ জি, কে'র বক্তৃতা শোনবার জন্য মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দেখে সার ভূপেন্দ্র তাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করলেন—।

মিঃ জি, কে একটু ইতস্তত ক'রছিলেন, কিন্তু, রায়বাহাদুর তাঁকে ইসারায় উৎসাহ দেওয়াতে জি, কে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বাগানের একখানা বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িয়ে ব'লতে সুরু ক'রে দিলেন—

"গত ও অনাগত কালের—অতীত ও বতমানের—হে প্রাচীন ও নবীন

অতিথি দল! প্রমোদ সভা ঠিক বক্তৃতামঞ্চ না হলেও আমি আপনাদের অনুরোধ রাখতে আজ কিছু বলবো—একটি রূপ-কথা দিয়ে আমার কথা সুরু করতে চাই—কারণ, এখানে এসে আমার কেবলই মনে হচ্ছে—আমি যেন কোন রূপকথার মায়ারাজ্যে এসে পড়েছি ”

চঞ্চলকুমার পত্নীকে বললেন—“ভদ্রলোকের মধ্যে বেশ একটু কবিত্ব আছে দেখছি ”

মিঃ জি, কে বলতে লাগলেন—“সেদিন প্রকৃতির কুসুমাকীর্ণ দ্বারে নব বসন্তের আবির্ভাব হয়েছিল। শ্যামল বনানী যেন তার কচি কিশলয় পল্লব আন্দোলিত করে গুঞ্জন সুরে গাইছিল—“আজি বসন্ত জাগ্রত মম দ্বারে।” একটি কোকিল, অজানা কোকিল, পথহারা পাখী সে! এলো কোন সুদূর দেশ থেকে নিরুদ্দেশের পথে উড়ে! অজ্ঞাত পিক! এলো সে আজ আকাশে বাতাসে সুরের তরঙ্গ তুলে—ঋতুরাজের বার্তা নিয়ে ···অরণ্যে ব’সেছিল সেদিন বিহঙ্গ সমাজের বিরাট সভা। সমবেত হয়েছিল সেখানে বহুবিধ বিচিত্র পক্ষী—হীরা চন্দনা ভৃঙ্গরাজ ময়না পাপিয়া দোয়েল কোয়েল—এসেছিল তার সঙ্গে হংসকারণ্ডব সারস বক বন্যকুক্কুট—এসেছিল চৌধুরী-ভিলার গৃহবলভী থেকে পারাবতকুল—এসেছিল দেওয়ানজী কুঠির চিলকোঠা থেকে ঘুঘুর দল! ছিল সে দলের সঙ্গে এক বুড়ো কাল-প্যাঁচা ডানার ঝাপটা তুলে সে মাঝে মাঝে হাঁকছিল—“আমি দেওয়ানজী কুঠীর কুঠিয়াল!—আমি কেওকেটা নই —”

সার ভূপেন্দ্র মহাখুশি হয়ে বলে উঠলেন—‘হিয়ার! হিয়ার!’

জি, কে বলতে লাগলেন—“বিহঙ্গ সভায় এসেছিল এক কাঠঠোক্‌রা

—তার তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে সে ঠুক্‌রে বেড়াচ্ছিল যত বনস্পতির ছায়াশীতল শাখা।—"

চঞ্চলকুমার রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করলেন—"সেটি কাঠঠোক্‌রা?—না কাদা খোঁচা? ভাল করে দেখেছিলেন দাঁড়কাক নয়ত'?—"

বিশু খুড়ো ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—"চুপ্ চুপ! বড় গোল হচ্ছে!"

জি, কে বলতে লাগলেন—"কাঠঠোক্‌রা শুধু যে নিজেই ঠুক্‌রে ক্ষান্ত ছিল তা' নয়। সে আর সবাইকেও শেখাচ্ছিল বনস্পতির দেহে আঁচড় কাটতে! সেই যে তরুণ সেই যে নবাগত পিক! জানতো না সে অরণ্য সমাজের রীতি—শেখালে কাঠঠোক্‌রা তাকেও—ঠোকর মারতে —"

ডাক্তার বিজয় এই সময় বলে উঠলেন—"ঘোষ, তোমার প্রলাপ বন্ধ করো!—একটুকুও ভাল লাগছে না আমাদের!"

কিন্তু জি, কের বক্তৃতার স্রোত সমান বেগেই চলতে লাগলো—
"অরণ্যের বুকে পর্বতের এক উচ্চ চূড়ায় ছিল এক শিকারী বাজ! যেন কোন্ অনন্ত রাজ মহিমায় সে ছিল অবিচল! পাখীর দল তার দিকে মুখ তুলে কলরব করছিল! দাঁড়কাক কোকিলের কাণে কাণে বলছিল—বনের কলংক ঐ ধনমদগর্বিত বাজ! কোকিল তার স্বভাব ভুলে দাঁড়কাকের অনুকরণে কপ্‌চাতে সুরু করেছিল, কিন্তু পক্ষীরাজ বাজ ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে তাঁকে বাঁচালে। ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তা[illegible] সেই ইতর সংস্পর্শ থেকে ঊর্ধে তুলে—উদারমুক্ত আকাশের নির্মল আবেষ্টনের মধ্যে!—"

মীরা ও প্রতিমা দেবী হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন—"চমৎকার! চমৎকার!"

রায় বাহাদুর ব'ললেন—"এইবার মীরা দেবী আমাদের একটু সংগীত পরিবেষণ করলেই মধুরেণ সমাপয়েৎ হবে।—"

সার ভূপেন্দ্র বললেন—"আরে দাঁড়াও রায়বাহাদুর!—ঘোষকে আগে বক্তৃতাটা শেষ করতে দাও!—"

ঘোষ এবার বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে নেমে এসে মাটির উপর নতজানু হ'য়ে ব'সে নাটকীয় ভংগীতে সার ভূপেন্দ্রের দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে মুঠো করে ধ'রে সকরুণ আবেদনের কণ্ঠে বললেন—"হে পক্ষীরাজ! বিপথগামী কোকিল সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছে! আপনি তাকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করেছেন! অসৎসংগের প্ররোচনায় পড়ে সেদিন মেলা-ক্ষেত্রে আমি আপনার যে অপমান করেছিলুম আজ সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত ও অনুতপ্ত! আপনি আমায় ক্ষমা করুন!"

সার ভূপেন্দ্র চম্‌কে উঠে শুধু প্রশ্ন করলেন—"আমাকেই কি তুমি?"

মিঃ জি, কে বাধা দিয়ে ব'ললেন—"লজ্জা রাখবার আমার ঠাঁই নেই! আমার সে অন্যায়ের যে মহৎ প্রতিশোধ আপনি নিয়েছেন—তা' আপনার বিরাট মহত্ত্বেরই পরিচায়ক! আমি অতি ক্ষুদ্র—অতি দীন—আমাকে দয়া করে যখন চরণে স্থান দিয়েছেন—আমার কঠিন অপরাধ যখন মার্জনা করেছেন—তখন আর দূরে ঠেলবেন না।"

সার ভূপেন্দ্র চৌধুরী শশব্যস্ত হ'য়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে ব'ললেন—"থাক্ থাক্।"

পুত্রবধূ মীরাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এর মানে কি মীরা?—"

তারপরই তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন—"ডাক্তার! ডাক্তার কোথা গেলো? কে আছো বিজয়কে ডাকো!"—

"আপনি শো'বেন চলুন বাবা, অনেক রাত হ'য়েছে" ব'লে মীরা ও প্রতিমা দেবী তাঁকে একরকম জোর ক'রেই বাড়ীর ভেতর টেনে নিয়ে গেলেন। চঞ্চলকুমার তাঁদের অনুসরণ করলেন। ডাক্তার বিজয়কে কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না!

—তিন—

সকালে চায়ের টেবিলে বসে স্যর ভূপেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিমা দেবীর আলোচনা চলেছিল গত রজনীর অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নিয়ে।

প্রতিমা দেবী বললেন—"ও-লোকটার সঙ্গে পরিচয় না হ'লেই ভাল হতো।"

স্যার ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন লোকটার কথা বলছো?"

"ঐ যে অভদ্র ছোকরাটা,—জি-কে না কি নাম?"

"তার কি দোষ? যত নষ্টের মূল হচ্ছে আমাদের ঐ ডাক্তারটা! ওটাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের খুবই ভুল হ'য়েছে।—"

প্রতিমা দেবী সশংকিত হ'য়ে উঠে প্রশ্ন করলেন—"ডাক্তার? কোন ডাক্তার বাবা? আপনি কি বিজয়বাবুর কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ! ওই রাস্কেলটাই তো আমাকে বোকা বুঝিয়েছিল। ড্যাম্ লায়ার—শয়তান! আমার বিশ্বাস ওই স্কাউন্‌ড্রেলটাও এর ভিতর আছে। এ একটা ষড়যন্ত্র!"

"না বাবা, উনি এর কিছুই জানতেন না!"

"আলবাৎ জানে। দেওয়ানজী কুঠীর সঙ্গে নিশ্চয় ওর যোগ আছে! ও তাদের কাছে ঘুষ খেয়ে আমাকে বোকা বানিয়েছে—"

"ছিঃ ছিঃ, এ স্বপ্নেও ভাববেন না বাবা! উনি যে কেন সেদিন আপনাকে ভুল বুঝিয়েছিলেন যদি জানতেন—"

"খুব জানি! তোমাকে আর ওকালতী ক'রতে হবে না। আমার আর জানতে কিছু বাকী নেই।"

ঠিক এই সময় ডাক্তার বিজয় মিত্র এসে ঘরে ঢুকলেন এবং সার ভুপেন্দ্র চৌধুরী ও প্রতিমাদেবীকে নমস্কার জানিয়ে বললেন—"আজকে সার আপনার ব্লাডপ্রেশারটা একবার দেখবো—"

সার ভূপেন্দ্র বিরক্ত হয়ে উঠে বললেন—"ঈষ্! বড্ড যে চাড় দেখছি! কতটা বাড়িয়ে দিতে পেরেছো তারই হিসেব নিতে ভোর বেলাই ছুটে এসেছো বুঝি? কাল রাত্রে বোধ হয় ভাল ঘুম হয়নি তোমার?"

"আজ্ঞে, কাল রাত্রে যে অমন কাণ্ড হবে—"

বাধা দিয়ে সার ভূপেন্দ্র বললেন—"সে তো তোমার আগে থেকেই জানা ছিল!"

"আজ্ঞে, আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে জি-কে'র প্রতি আমি সর্বদা বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেম; যাতে—"

"হ্যাঁ, যাতে আমার অতিথি অভ্যাগতদের সামনে আমার মাথাটা ভাল ক'রে হেঁট হয়, যাতে আমার মুখে চুণকালিটা একটু গাঢ় হয়ে পড়ে!—সে বিষয়ে তুমি একটু বিশেষ উদ্যোগী ছিলে বৈকি!—একথা আমার অতি বড় শত্রুতেও অস্বীকার করতে পারবে না!"

প্রতিমা দেবী ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন—"আপনি ওঁকে মিথ্যে সন্দেহ করছেন বাবা!"

"আচ্ছা; আচ্ছা! তুমি একটু চুপ করে থাকো দেখি! মেয়েদের সব বিষয়ে কথা কওয়া ভাল নয়! আমি তোমাদের কারুর কথাই

শুনতে চাই না। সেদিন যারা সে সভায় উপস্থিত ছিল এবং কাল যারা এখানে এসেছিল—তারা সবাই এ ব্যাপারটাতে আমার সম্বন্ধে কি মনে ক'রে গেল আমি শুধু সেই কথাই ভাবছি! তারা নিশ্চয় মনে ক'রে গেল যে, আমি ঐ ইতর ছোঁড়াটার মুখ বন্ধ করবার জন্যই ব্যস্ত হ'য়ে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি। ছিঃ ছিঃ, লোকসমাজে মুখ দেখাবার আমার আর পথ রইলো না!"

ডাক্তার বিজয় ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বললেন—"না না, আপনি কেন মিছে—তবে হ্যাঁ—কতকটা"—

প্রতিমা দেবী চোখের ইসারায় ডাক্তারকে কোনো কথা ব'লতে নিষেধ ক'রে দিলেন।

সার ভূপেন্দ্র ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা,—তোমাদের কি বিশ্বাস আমি বেটা নেহাৎ বোকা? ঠিক সত্যি করে বলো দেখি! আমার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?—"

"আজ্ঞে! আপনাকে বোকা মনে করবো—এত বড় নির্বোধ আমরা নই?"

"আরে, আমি যদি বোকা না হবো তো' সেদিন ওই ছোকরা যে সেই অপমানকর বক্তৃতায় অমন তীব্রভাবে আমাকেই আক্রমণ করেছিল, একথা সবাই বুঝতে পেরেছিল কিন্তু আমি বুঝি নি কেন?"

"কেন যে বোঝেন নি, তাকি সত্যিই শুনতে চান?"

"নিশ্চয়।"

"যদি কিছু না মনে করেন তো' বলি!"—

"বল না হে বাবাজী! অত ভণিতা কেন?"

"আমার উপর রাগ করবেন না। দেখুন! আপনার ধারণা যে আপনিই হচ্ছেন এই শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ! ধনে-মানে-আভিজাত্যে বংশগৌরবে-আপনার সমকক্ষ আর কেউ নেই! আপনার আশেপাশে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই আপনার চেয়ে সকল বিষয়ে এত ছোট ব'লে আপনার ধারণা যে আপনি তাদের সকলকেই নেহাৎ তুচ্ছ মনে করেন!"

"তুমি বড় বাজে কথা বলছো!—আমাদের বংশ মর্যাদার অনুরূপ চালেই আমি চলি! আমার বাপ পিতামহ যেভাবে কাটিয়ে গেছেন আমি বরং তার চেয়ে অনেকটা নেমে এসে আধু ‌ াকে প্রশ্রয় দিয়েছি! নইলে তোমার মত এক অখ্যাতনামা ডা ‌ আর ওই অসভ্য ছোক্‌রার মতো এক অজ্ঞাতকুলশীল কখনই আম ‌ বাড়ীতে পাত্তা পেতো না!—"

"দেখুন! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, সে সব নবাবী আম ‌ শোভা পেতো! বিংশ শতাব্দীর এই পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের যু ‌ আপনি যদি সেই চালে চলতে চেষ্টা করেন—"

"আমি অতটা নীরেট নই! কালের পরিবর্তনে যুগে ‌ ারা যে অনেক বদলে যায় এটা মানি! আর মানি ব'লেই তো ‌ র মতো লোকের সঙ্গে মিশেছিলুম! কিন্তু, তার ফলে দাঁড়ালো এই যে, ঐ দেওয়ানজী কুঠির দেউলের নামের সঙ্গে একসঙ্গে আমারও নাম জড়িয়ে পড়লো!"

"তাতে আপনি আপনার কিছুমাত্র সম্মানের হানি হবার আশংকা করবেন না!"

"তোমরা ছেলেমানুষ, অল্প বয়স, অভিজ্ঞতাও কম! দূরদর্শিতা

বলে একটা জিনিস তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জানো; আমি একজন ব্যবসাদার? দেউলের সংস্পর্শে এলে ভবিষ্যতে আমার কারবারের সুনামের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জন্যই আমি ও-সব দলের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে চাই না।—"

"কিন্তু, অবস্থা তো ঠিক তা নয়! যে পর্যন্ত আপনার ধারণা ছিল যে জি-কে'র আক্রমণটা দেওয়ানজী কুঠির ওপরই হয়েছে—আপনি বেশ খুসি ছিলেন? জি-কে'র সাহায্যে একটা বিরুদ্ধ দল দেওয়ানজীর বিপক্ষে খাড়া করবার অভিপ্রায়ও যে আপনার ছিল না এমন কথা বলা চলে না—"

"বাইরে থেকে সব জিনিষ দেখে বিচার করতে যেওনা ডাক্তার! তাতে শুধু ভুল বোঝাই নয়—অবিচার হবারও ভয় থাকে। তুমি কি জানো ঐ দেউলে দেওয়ান আমার কী সর্বনাশ করেছে? চঞ্চলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লোভ দেখিয়ে সে তার ঐ জোচ্চুরি ব্যবসায় ঢুকিয়েছে?"

"চঞ্চল! কে?···আমাদের চঞ্চল?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! কি প্রয়োজন ছিল বলোতো চঞ্চলের এক আলাদা কারবার ফেঁদে বসবার—? আমার যে ব্যবসা রয়েছে তাই যদি ও দেখে—ওর পয়সা খায় কে?—"

"আমার মনে হয় চঞ্চল সম্ভবত স্বাধীনভাবে নিজে কিছু উপার্জন ক'রতে চায়, পৈতৃক পাওনাকে অনেকেই ভিক্ষালব্ধ দান বলে মনে করে। যার পিছনে নিজের কোন কৃতিত্ব নেই তা' গ্রহণে কুণ্ঠা আসা উচ্চমনের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।"

"তবে ও-ছোক্‌রা ওকালতী করলে না কেন? বি-এল তো পাশ করেছিল; হাইকোর্টে এনরোলও হয়েছিল—"

"ওকালতী পেশাটাকে যে ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারলে না! ব্যবসার দিকেই ঝোঁক! ওটা বংশগত কিনা! রক্তের মধ্যে ও নেশাটা রয়েছে। ও চায় চটপট্ লক্ষপতি হ'তে!"

"লক্ষপতি হবার কোনো 'শর্টকাট' নেই! যাঁরাই সে চেষ্টা করতে গেছেন তাঁদেরই হ'তে হয়েছে হয় দেউলে, নয় জেলের কয়েদী!"

"কিন্তু, ও দুটোর কোনোটাই না হ'য়েও তো একাধিক ব্যক্তির পক্ষে হঠাৎ লক্ষপতি হওয়া সম্ভব হয়েছে এ দেশে!"

"হবে না কেন? তাঁরা খুব সতর্কতার সঙ্গে আইন বাঁচিয়ে গেছেন হয়ত'। আদালতকে ফাঁকি দিয়ে মহাজনকে ঠকানো সহজ হ'তে পারে, কিন্তু, বিবেককে ফাঁকি দেওয়া শক্ত! সৎপথ থেকে যে তাঁরা বিচ্যুত হ'য়েছেন এ অপরাধের স্মৃতি—অহরহ তাঁদের পীড়া দেবে।"

"চঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের সে দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই! সে আর যাই করুক 'জোচ্চুরী' করবার মত হীন মনোবৃত্তি তার নেই!"

"সেই আমার একমাত্র ভরসা! কিন্তু, যে অসৎসঙ্গে গিয়ে পড়েছে—"

হঠাৎ এমন সময় বাইরে থেকে মীরার গলা পাওয়া গেল!—"তিমা!"

প্রতিমা এতক্ষণ নিশ্চল পুতুলের মতো চুপ করে বসেছিল, একটিও কথা বলেনি। মীরার গলা পেয়ে সে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু, ঘরের বাইরে যাবার আগেই মীরা ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো এবং প্রতিমার কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলে—"তিমা! তোর দাদা কি সকালে এখানে এসেছিলেন?"

সার ভূপেন্দ্র পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি চঞ্চলকে খুঁজতে এসেছো মা ?—"

"হ্যাঁ ; তিনি এখানেই আসবেন বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ! কিন্তু, বেরুবার পরই দেওয়ানজী মশাই এসে বাড়ীতে মহা হল্লা লাগিয়েছেন ! বিশেষ দরকার নাকি তাঁকে, এখনি দেখা না করলে নয় ! তাই বললেন—'তুমি এখনি ছোট গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো বৌমা ! তাকে যেখানে পাও ধরে নিয়ে এসো !"—

"দেউলে দেওয়ান চঞ্চলের কাছে যাওয়া আসা ক'রছে কতদিন থেকে ?"

"কেন বাবা ? উনি তো অনেকদিন থেকেই আসা যাওয়া করেন। ওঁরা নাকি পার্টনারশিপে কি একটা বিজনেস করছেন, আপনি কি তা' জানেন না ?"

"জানলে কি তাকে এর মধ্যে যেতে দিতুম আমি ?"

"কেন বাবা ! কী হয়েছে বলুন না ? বাড়ীতে একটা টেলিফোঁ আসার পরই ওঁর মনটা দেখলুম বড্ড খারাপ হ'য়ে পড়লো। শুধু এক কাপ চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন, ডিম রুটি মাখন জেলি সব পড়ে রইল। দেওয়ানজী মশাইকেও দেখলেম আজ খুব একটু যেন বিচলিত ! আপনারও কথাবার্তার ভাবগতিক মোটেই ভাল ঠেকছে না ! কী হ'য়েছে বাবা ? আমায় বলুন ! বলতেই হবে—"

"এমন কিছুই নয়মা যা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে। যাও, উপরে যাও, তোমার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে দেখা ক'রে এসো।"—

মীরা একবার সকলের মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে

প্রতিমাকে বললে—"কী হয়েছে ভাই তিমা ? তোর মুখ যেন ধূপ ধুনোর ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন দেবী প্রতিমার আরতি বেলার মুখের মতো সকরুণ হয়ে উঠেছে ! ব্যাপার কি বল্‌তো ?—"

প্রতিমা বললে—"কি আবার হবে ? কিছুই নয়। তোর দেখছি সবেতেই বাড়াবাড়ি আর কাব্যের ছড়াছড়ি ! চল্‌ ওপরে যাই—" প্রতিমা এক রকম মীরাকে জোর ক'রেই টেনে নিয়ে চলে গেলো।

সার ভূপেন্দ্র ব'ললেন—"ডাক্তার ! বোধ হয় তোমার বন্ধুর অদৃষ্টে আর লক্ষপতি হওয়া হ'ল না। আমার সন্দেহ হচ্ছে—সম্ভবতঃ ওরা জড়িয়ে পড়েছে ! কোনো ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসেছে শুনলেও আশ্চর্য হবো না ! দেউলে দেওয়ানের পক্ষে সবই সম্ভব !"—

—"ঠিক বলেছেন ! ওর পক্ষে সবই সম্ভব !..." বলতে ব'লতে মিঃ জি, কে এসে উপস্থিত হ'লেন সেখানে।

লোকে পথ চলতে চলতে হঠাৎ সাপ দেখলে যেমন ক'রে চমকে ওঠে, মিঃ জি, কে'র আগমনে সার্ ভূপেন্দ্র চৌধুরী ঠিক তেমনি ক'রেই চম্‌কে উঠে তিন হাত পেছিয়ে এসে ডাক্তারকে ব'ললেন—"আবার এখানে কেন ?"—

মিঃ জি, কে নমস্কার জানিয়ে বললেন—"আবার এ... আপনার কাছে !"

অত্যন্ত বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে সার ভূপেন্দ্র বল'লেন—"তাইতো দেখছি !"

ডাক্তার বিজয় ক্ষণকাল জি, কের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে বললে—"তোমার কি মাথা খারাপ ঘোষ ?"

জি, কে সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সার্ ভূপেন্দ্রকে ব'লতে সুরু করলে—"দেখুন, কাল আপনি বাড়ীর ভিতর চলে যাবার পর ডাক্তার বিজয় সমস্ত ব্যাপারটাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে! আমি এখন বেশ বুঝতে পেরেছি' এর ফলে আপনাকে কতখানি অপদস্থ হ'তে হয়েছে—"

"থাক! আমি আর তোমার কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথাই শুনতে চাইনি! তোমার কৈফিয়ৎ শুনে আমার বিন্দুমাত্র লাভ হবে না!—"

"সে আমি জানি; সেই জন্য আমি কোনো কৈফিয়ৎ দিতেও চাইনি।"

"তাই না কি? ও-ও! শুনে সুখী হলুম।"

"আমি যে সেদিন আপনাকে অপমান করেছিলেম এ কথা অস্বীকার করলে মিথ্যা কথা বলা হবে। মিথ্যাচারকে আমি ঘৃণা করি।"

"আমি তা জানি। কিন্তু, তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার আগে আমি জানতে চাই তুমি কী উদ্দেশ্যে আবার এ বাড়ীতে ঢুকতে সাহস করছো?"

"প্রেম মানুষকে দুঃসাহসী করে তোলে! আমার ভালবাসার জোরেই আমি এখানে এসেছি! আমি আপনার কন্যা—প্রতিমা দেবীর—পাণিপ্রার্থী!"

বিজয় ডাক্তার বলে উঠলেন—"সিলি!"

সার ভূপেন্দ্র বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে ক্ষণকাল জি, কের মুখের দিকে চেয়ে দেখে ডাক্তারকে বললেন—"বিজয়! এ ছোক্‌রা বলে কি?"

ডাক্তার বিজয় কিছু বলবার আগেই জি, কে বললেন—"এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই! আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনার সমস্ত আশা

আকাংখার নিবৃত্তি হয়ে গেছে, কিন্তু, যৌবন চির দুরাকাংখী!"

"ও—! তাই নাকি?"

"না হ'লে আপনার কন্যাকে আজ পত্নীরূপে পাবার স্পর্ধিত প্রস্তাব আমি করতে পারতুম কি? যে দুরাশা আশার অতীত, যে কামনা দুর্লভ, যার সম্ভাবনা দুরূহ সুদূর, দৃপ্তযৌবন জয়ের নেশায় ছুটে চলে তারই পিছু! আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে উল্কারই মত!"

"বটে! ও; বেশ-বেশ! তা, তুমি—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসবে না?"

"মাপ করবেন! অলসের মত সকালবেলা বসে থাকা জড়তার লক্ষণ, আমার দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে!"

"ওঃ! হ্যাঁ! তা' ডাক্তার! তুমি এঁর প্রস্তাব সম্বন্ধে কি ক'রতে বলো আমাকে?"

"বিজয় আবার কি বলবে? ও আমার সহপাঠী বন্ধু! আমার প্রস্তাব ও সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করে। ওরই তো উৎসাহে ও পরামর্শে আমি এ প্রস্তাব আনতে সাহস করেছি! আমার যদি কেউ যথার্থ হিতৈষী ও অকপট বন্ধু থাকে ত' সে এই বিজয়!"

বিজয় ব্যস্ত হয়ে কি একটা প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু, সার ভূপেন্দ্র তাকে সে সুযোগ না দিয়েই বলে উঠলেন—"ওঃ ও! বুঝিচি এইবার! তাহ'লে ডাক্তার দেখছি জেনে শুনেই তোমাকে এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করতে দিয়েছে! দুই বন্ধুতে পরামর্শ করেই এই মতলব ভাঁজা হয়েছে তাহ'লে! বেশ! বেশ! ডাক্তার! তোমার এই আদর্শ বন্ধু-বৎসলতা দেখে আমি চমৎকৃত হলুম!"

ডাক্তার বিজয় একেবারে ব্যাকুল হ'য়ে ব'লে উঠলো—"না সার!—আপনি আমার সম্বন্ধে অত্যন্ত ভুল ধারণা করে নিচ্ছেন!—আমি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানি না!"

মিঃ জি, কে বল্লেন—"জানা সম্ভবও নয়! প্রতিমা দেবী নিজেই এখনো পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না! আমি আগে আপনার অনুমতি নিয়ে তারপর তাঁকে জানাবো ঠিক করেছি! আপনি হয়ত এ বিষয়ে সম্মতি দিতে ইতস্তত করবেন। আর সেটা করা আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কারণ, আমাকে ভাল করে জানবার বা চেনবার সুযোগ তো আপনি এখনো ঠিক পান নি! মাত্র অল্প কয়েক দিনের পরিচয়—তার মধ্যে যেটুকু জেনেছেন আমাকে, আমি জানি তা' আমার স্বপক্ষে যাবে না! কিন্তু, বিশ্বাস করুন আমাকে। সেদিন সেই মেলা ক্ষেত্রের উত্তেজনায় চায়ের দোকানে যাকে বক্তৃতা করতে শুনেছিলেন, আজ আর আমি সে লোক নই! আপনার পরিবারের মধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে এবং বিশেষ ক'রে আপনার দুর্লভ সঙ্গ ও সাহচর্য লাভ করতে পারায় আমার চোখ খুলে গেছে—দৃষ্টি বদলে গেছে! নবীন আষাঢ়ের স্নিগ্ধ শীতল জলধারায় যেমন শুষ্ক কঠোর মৃত্তিকা রসসিক্ত হয়ে ওঠে, আপনার স্নেহ ও সহানুভূতি তেমনি করেই আমার এই মরু-হৃদয়কে আজ নানা আশা ও আনন্দের রঙীন ফুলে কুসুমিত এবং উর্বর করে তুলেছে! আপনি আমার প্রতি বিরূপ হবেন না—"

"কিন্তু আমার কন্যা কি তোমাকে—"

"সে ভার আপনি আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রেম

সর্বজয়ী—সে চির অপরাজিত। প্রতিমা দেবীকে আমি আমার অন্তর্নিহিত ভালবাসার দ্বারা জয় করবো।"

"বটে! হুঁ!......"

"আপনি তো জানেন—জগতে ইচ্ছাশক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই! সেই শক্তির আমি পূর্ণ অধিকারী! আপনি ত' নিজেও সেদিন বললেন একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই মীরাদেবীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছেন যে আপনি ঠকেন নি! মীরা দেবী আপনার আভিজাত্য, বংশমর্যাদা ও পারিবারিক শান্তি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আপনি আমার সম্বন্ধেও বিবেচনা করবার সময় দয়া করে' এই অভিজ্ঞতার চশমাখানি—বিজয় যাকে বলে—"পরাতত্ত্বের পরকলা"—সেটি পরতে ভুলবেন না!"

"ও! বিজয় বুঝি ঐ কথা বলেছে—"

বিজয় ত্রস্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে বললে—"না সার! আমি ঠিক ও ভাবে কথাটা বলিনি—আমি মিঃ জি'কের সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো!"

মিঃ জি'কে এ কথা শুনে অত্যন্ত রেগে উঠে বললেন—"তোমার সঙ্গে আমি আর কোন বিষয়েরই আলোচনা করতে ইচ্ছা করি না।" তারপর সার ভূপেন্দ্রকে বললেন—"দেখুন, আপনি আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে যে নিশ্চয়ই সুবিবেচনা করবেন এ আশা আমার আছে। কারণ, এই শিষ্ট সুন্দর শিক্ষিত ও ভব্য চৌধুরী পরিবারটিকে যদি অক্ষুণ্ণ গৌরবে বাঁচিয়ে রাখবার অভিলাষ থাকে আপনার—তাহ'লে বর্তমানের কোনো তরুণ প্রতিনিধির সঙ্গে অর্থাৎ অতি আধুনিকতার যুগমানব কারুর সঙ্গে

তার সংযোগ নিতান্তই অত্যাবশ্যক জানবেন। নইলে তার জীবনের গতি ও ক্রমোন্নতি অচল হয়ে পড়বে।"

"ডাক্তার! এ ছোকরা যে বড় বাড়াবাড়ি সুরু করলে!"

"আপনি দেখছি—বিরক্তবোধ করছেন! আমার প্রস্তাবটা আপনার কাছে 'স্পর্ধা' বলে মনে হ'চ্ছে বোধ হয়। কিন্তু, তা যদি মনে করেন—ভুল করবেন। দম্ভ ত্যাগ করুন। আভিজাত্যের যুগ চলে গেছে! বংশ-মর্যাদার অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কার আজকের দিনে আর সাজে না! বিংশ শতাব্দী চলেছে সাম্যের ইতিহাস রচনা করে! আপনি যদি আজ আমার হাতে আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করেন, অদূর ভবিষ্যতে একদিন হ'য়ে উঠবে এইটেই আপনার জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরব! আপনার কন্যাও থাকবে আপনার কাছে এজন্য চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়ে—"

"ডাক্তার! তোমার কি মত? প্রস্তাবটা—"

ডাক্তার বিজয় মুখ বিকৃত ক'রে বললেন—"নিছক্ পাগলামী!"

মিঃ জি, কে বললেন—"নির্বোধের কাছে, ভীরুর কাছে, অক্ষমের কাছে তাই মনে হয় বটে! কিন্তু, জগতে যারা অসামান্যতার দাবী নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—"

সার্ ভূপেন্দ্র বললেন—"আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই; সামনে দরজা খোলা রয়েছে—অনুগ্রহ ক'রে বেরিয়ে গেলেই খুসী হবো!"

"আপনি কি আমাকে—"

"হ্যাঁ, অপমান না ক'রে শুধু তাড়িয়ে দিচ্ছি!—"

"আবার বলছি আপনি এ রকম ভুল করবেন না!"

"এখনি বেরিয়ে যাবে—না দ্বারবান ডাকতে হবে ?"

"আমি যাচ্ছি, কিন্তু, আপনাকে এজন্ত অনুতাপ ক'রতে হবে !"

"অনুতাপ করবার মত যথেষ্ট অবসর আমার হাতে নেই।"

"লোকসমাজে আপনার মুখ দেখানো দায় হ'য়ে উঠবে !"

"সে বিষয়ে তো তোমরা ইতিমধ্যেই অনেকটা কৃতকার্য হয়েছো ! আর বেশী কি করবে ?"

"সমস্ত কাগজে আপনার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন করবো ! নানা স্থানে সভাসমিতি করে আপনাকে এমন অপদস্থ করবো যে আপনি দেশ ছেড়ে পালাতে পথ পাবেন না !"—

"কর্তার্ সিং !—কর্তার্ সিং !"—সার ভূপেন্দ্র রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠলেন।

"জী মহারাজ !" বলে' প্রকাণ্ড এক শিখ সর্দার আপাদমস্তক মিলিটারি পোষাক পরা ঘরের মধ্যে এসে লম্বা এক জঙ্গী সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো !

"উল্লুকো নিকাল দেও ফটক্‌সে। কানপাকাড়কে আভি নিকাল দেও !"

কিন্তু দেখা গেল মিঃ জি, কে তার আগেই নিঃশব্দে কখন [illegible] পড়েছেন ! শিখ দ্বারবান এদিক ওদিক চেয়ে অগত্যা ডাক্তার বিজয়কেই অপরাধী মনে করে ধরতে গেল !

ডাক্তার বিজয় বিব্রত হয়ে উঠলেন। কর্তার্ সিংকে চ'লে যাবার জন্ত হাতের ইসারা করতে লাগলেন।

সার ভূপেন্দ্র এইবার ব্যাপারটা উপলব্ধি করে শিখ দ্বারবানকে হুকুম

দিলেন—"আচ্ছা, তোম্ আভি যাও; লেকেন্ উয়ো আদমীকো আউর কভি ফটক্‌কা অন্দরমে ঘুসনে মৎ দেও!"

"জো হুকুম মহারাজ!" বলে আবার এক জঙ্গী স্যালিউট জানিয়ে শিখ দ্বারবান চলে গেল।

সার ভূপেন্দ্র বললেন—"তোমাদের জন্যে আমাকে আজ এও সইতে হ'ল! আমারই বাড়ী ঢুকে আমারই ঘরে চড়োয়া হয়ে এসে আমাকেই চোখ রাঙিয়ে—ভয় দেখিয়ে যেতে সাহস ক'রলে আজ একটা লোফার!"

ডাক্তার বিজয় অত্যন্ত মিনতিপূর্ণকণ্ঠে বললেন—"আজ্ঞে এ দুঃসাহস আর কারুরই হ'তে পারে না! ও শুধু ঐ উন্মাদ ঘোষের পক্ষেই সম্ভব!"

"হ্যাঁ, আজ যা' ঘোষের পক্ষে সম্ভব হ'ল—কাল তা' 'দত্ত'র পক্ষে হবে—পরশু তা' দাসের পক্ষে হলেও আমি আশ্চর্য হবো না!"

"আজ্ঞে, আর যাতে এ রকম না হয়, আমি সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবো। আসুক না সব ঘোষ দত্ত দাসের দল—সব বেটাকে তাড়াবো!"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি! এই যে আজ আমার উঁচু মাথা এমন করে হেঁট হ'য়ে গেল—এতো তোমারই কারসাজিতে!"

"আজ্ঞে, একি বলছেন! আমি আপনার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত ফুটতে দিতে চাইনি! বলিছি তো আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত!"

"কথায় কথায় যারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাদের সম্বন্ধে একটু সাবধানে থাকাই নিরাপদ! তোমার বন্ধু ঐ জি-কে লোকটা অত্যন্ত নির্লজ্জ একটা স্কাউণ্ড্রেল্ বটে, কিন্তু ওর মধ্যে একটা গুণ আছে যেটার তারিফ্ না করে পারিনি!—"

"আজ্ঞে, সেকথা খুবই ঠিক! ওর একটা দুর্জয় সাহস আছে যে জন্যে—"

"ও লোকটা সোজাপথে চলে! আর পাঁচজনের মতো সঙ্গোপনে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করবার জন্য ছদ্মবেশ পরে বেড়ায় না! ওর মুখে এক রকম মনে আর এক রকম নেই!"

"সেকথা আমি অস্বীকার করতে চাইনা সার্! কিন্তু, দেখবেন—খুব সাবধান! আর কখনো ওকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না।"

"তোমার এই উপদেশের অপেক্ষাতেই আমি বসে রয়েছি! শুধু ওকে কেন—কাউকেই আমি আর এখানে মাথা গলাতে দেবো না! যত বাজে লোক সব জুটে—"

ব্যস্তভাবে অরুণ সরকার সে ঘরে ছুটে এসে সার্ ভূপেন্দ্রকে বললেন—"এক মিনিটের জন্যে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি; মাপ করবেন!" তারপর সার্ ভূপেন্দ্রের কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস করে কি বললেন।

সার্ ভূপেন্দ্র চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"সেকি? এখানে এসেছে? আমার বাড়ীতে?"—

"আজ্ঞে হ্যাঁ! বড্ড পেড়াপিড়ী করছেন একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য!"

"কী মুস্কিল! আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়!…তাইত! ওহে ডাক্তার! তুমি এখন যেতে পারো। কিন্তু, প্রতিমার সঙ্গে যদি দেখা ক'রে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে—খবরদার! জি-কে'র সঙ্গে যে অপ্রিয় ব্যাপারটা ঘটলো তার আভাস মাত্র তার কাছে ভাঙবে না,

বুঝলে! আমার নিষেধ রইল! মীরার সঙ্গে যদি দৈবাৎ দেখা হ'য়ে যায়, তাকেও কিছু বোলো না—বুঝলে!"

"যে আজ্ঞে!" বলে ডাক্তার চলে গেল।

সার্ ভূপেন্দ্র তখন অরুণকে ইসারা করলেন—দর্শনপ্রার্থীকে নিয়ে আসবার জন্য। অরুণ বেরিয়ে গেল। সার্ ভূপেন্দ্র তখন চায়ের টেবিল থেকে উঠে এক আরাম কেদারায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় খবরের কাগজ পড়তে সুরু করলেন। চ'খে চশমা দিতে ভুলে গেছলেন—সেটা তাড়াতাড়ি পরে নিলেন। তাঁর দামী কেস থেকে একটা মোটা বর্ম্মাচুরুট বার ক'রে ধরিয়ে ফেললেন। ড্রেসিং গাউন পরে থাকা সত্ত্বেও হাটু থেকে পা' পর্যন্ত একখানা দামী 'র‍্যাগ্' চাপা দিয়ে ফেললেন।

ধীরে ধীরে সামনের দরজা দিয়ে দেওয়ানজী কুঠির দেওয়ান বাহাদুর প্রবেশ করলেন। করজোড়ে এক সবিনয় নমস্কার জানিয়ে বললেন—"অসময়ে এসে বিরক্ত করলুম ভাই, কিছু মনে কোরোনা; আগেই মাপ চাইছি!"

"তুমি হঠাৎ এখানে আজ কি মনে করে—?"

"বাড়ীর সব কুশল তো? গৃহিণী কেমন? ছেলেমেয়ের খবর কি? বৌমার শরীর ভালো?—"

"তোমার প্রয়োজনটা কি বলে ফেলো, আমার সময় বড় কম।"

"প্রয়োজন আমার অনেক এবং তা কম সময়ের মধ্যে শোনানোও সম্ভবপর নয়, সুতরাং, আমি সে চেষ্টা করবো না। শুধু একটা কথা বলা দরকার যে আমার যা প্রয়োজন তা আমি নিজেই অর্জন করি, এবং সেজন্যে অন্যের দারস্থ হবার আবশ্যক হয় না। যদিও, আমার

উপার্জনের পদ্ধতিটা শুনতে পাই তুমি নাকি একেবারেই অনুমোদন করো না।"

"আমার অনুমোদন বা অননুমোদনের উপর তো আর তোমার উপার্জন নির্ভর করে না—সুতরাং সেকথা না তোলাই ভালো।"

"একেবারে যে করে না তাই বা কেমন করে বলি! তুমি অপছন্দ করো ব'লেই তো আজ আমায় কারবার গুটিয়ে রিটায়ার ক'রতে হচ্ছে!"

"তাই নাকি? খুব আশ্চর্য কথা শোনালে যে!"

"হ্যাঁ ভাই; ভাগ্যদেবী এখনো পর্যন্ত সুপ্রসন্ন আছেন! তোমার বাপ-মা'র আশীর্বাদে অনেক টাকাই ত' উপার্জন করেছি। এবার ছেলেদের হাতে সব তুলে দিয়ে মানে মানে অবসর নেওয়াই কি [illegible] নয়?"

"তার চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে!"

"পারে। যদি শেষ জীবনে অবসর নেবার পূর্বে আমি [illegible] প্রসন্ন করে যেতে পারি!"

"আমাকে প্রসন্ন করে—"

"হ্যাঁ দাদা; আজ আমার একমাত্র লক্ষ্য তাই! বয়স তো ফুরিয়ে এলো, বাতি নিভতে আর বেশী বিলম্ব নেই! গঙ্গামুখো হ'য়ে আর কেন বিরোধ রাখা? তোমার আকাঙ্ক্ষা আজ আমি পূর্ণ ক'রে যেতে চাই!"

"সে আবার কি হে? তোমার বক্তব্য যে ক্রমেই দুর্বোধ্য হেঁয়ালা হয়ে উঠছে!—"

"কিছুমাত্র নয়; তুমি হয়ত' ভুলে গেছো, কিন্তু আমি কি সে

ভুলতে পারি? সে অন্যায় অহরহ আমাকে পীড়া দিয়েছে। মনে ক'রে দেখো সেই বছর পাঁচ সাত আগে তুমি কালেক্টারীর নিলেম থেকে যেদিন গোপালগঞ্জের জমীদারীটা কিনতে গেছলে—"

"তুমি আমার চেয়ে তিনগুণ বেশী ডাক দিয়ে সেটা কিনে নিয়েছিলে। তাতে আর অপরাধটা কি হয়েছিল?"

"অপরাধ নয়? ওরে বাপরে! একজনের আশার জিনিস—মুখের গ্রাস—কেড়ে নিয়েছিলেম সেদিন—একটা অন্যায় জিদের বশে—মিথ্যা ঐশ্বর্যের দম্ভ দেখিয়ে—"

"তুমি কি পাগল হয়েছো! বিষয়ী লোকেরা হামেশাই ও-রকম ক'রে থাকে। ধরো, আমিই যদি নিতুম? আমাকেও তো সেদিন আরো অনেককেই বঞ্চিত করে ওটা নিতে হ'তো!"

"আহা, তারা তোমার কে? তাদের সঙ্গে সম্পর্কই বা কি?—কিন্তু, আমি যে নিয়েছিলুম—বন্ধুর মুখের গ্রাস! প্রতিবেশীর আশার ধন! না না, তর্ক থাক্। ওটা আজ তোমাকে ফিরিয়ে নিতেই হবে! আমার এ অনুরোধ রাখতেই হবে, নইলে ম'লেও আমি শান্তি পাবো না!"

"এই পাঁচসাত বছর তোমার হাতে থেকে তাতে কি আর কোনো পদার্থ আছে? সমস্ত চুষে খেয়ে এখন আঁঠিটা বুঝি আমায় দিতে এসেছো?"

"ঈশ্বর জানেন! আমি এতদিন প্রাণপণে তার উন্নতি সাধনই করেছি। বিশ্বাস না হয়, তুমি আজই চলো আমার মোটরে, দেখে আসবে। শহর থেকে বেশী দূর তো নয়—মোটে সাতাশ মাইল—চলো!"

"সাত মাইল হ'লেও যেতুম কি না সন্দেহ।"

"কেন?"

"কারণ, পরস্বাপহরণে আমার প্রবৃত্তি নেই।"

"সে কি! আমি তো স্বেচ্ছায় তোমায় দিতে এসিছি!"

"ধন্যবাদ! আমি নিতে অক্ষম!"

"কিন্তু, নিলে তুমি ঠকবে না! যে গোপালগঞ্জ তুমি সেদিন কিনতে গেছলে,—তার চেয়ে সে আজ বহুগুণে মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে উঠেছে! যদি বলো—আমি তবে তার মায়া ত্যাগ করছি কেন? তাহ'লে—তোমায় সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলি শোনো!—একটা মস্ত বড় দাঁও পেয়েছি! একেবারে মবলক্ দু'পাঁচলাখ হাতে এসে যাবে! কিন্তু, জানোই তো যে জলেই জল বাঁধে—আমার হাতে এখন নগদ টাকার একটু অভাব, সুতরাং গোপালগঞ্জটা তুমি যে দামে নিতে চাও আমি তাতেই ছেড়ে দিতে রাজি!"

"ওটা বিনা দামে দিতে চাইলেও আমি এখন নিতে অক্ষম!"

"বুঝিচি! তুমি বিশ্বাস ক'রতে পারছো না, যে, সম্পত্তিটা আগের চেয়ে আরও বেশী মূল্যবান হ'য়ে উঠেছে কিনা? আচ্ছা যাক্, সে তোমার নিয়ে কাজ নেই; কিন্তু আর এক দিক দিয়ে একটু সাহায্য করো।"

"যদি টাকা কড়ি চাও, স্পষ্টই বলছি আমি দিতে পারবো না!"

"টাকা কড়ি আমি তোমার এক কপর্দকও ছুঁতে চাইনে। শুধু, তুমি আমার জন্য যদি পার্সোন্যাল সিকিউরিটি দাঁড়াও! আমার যে ঘর বাড়ী ও যথেষ্ট সম্পত্তি রয়েছে এ তো তোমার অজানা নয়।—"

"তোমার জন্য জামীনদার হ'তে বলছো? আমাকে?"

"হ্যাঁ ভাই! তুমি আমাকে যতটা জানো, আর তো কেউ তেমন জানেনা—নইলে—"

"সেই জন্যই তো আমি আর যারই জামীন দাঁড়াই না কেন, তোমার হ'য়ে দাঁড়াতে রাজি নই কোনো দিনই!"

"আচ্ছা, আমার ওপর তোমার এত অবিশ্বাস—এত অশ্রদ্ধা কেন বলো তো? আমি তো কখনো তোমার কোনো অনিষ্ট করি নি!"

"তোমার চেয়ে শত্রুতা বোধ হয় আর আমার সঙ্গে কেউ করে নি!"

"সে কি! এতবড় অপবাদ দিচ্ছ তুমি আমাকে?—বলো তুমি আমায়—কি তোমার শত্রুতা আমি করেছি?"

"সে আর বলে কি লাভ?"

"না, তোমায় বলতেই হবে। নইলে আমি ছাড়বো না। আমার সম্বন্ধে তোমার যা'কিছু সব উল্টো ধারণা—আমি আজ মিটিয়ে দিতে চাই!"

"সে মেটবার নয়। ওই যে একটা 'ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্ক'—বলে প্রকাণ্ড জোচ্চুরী কারবার ফেঁদে বসেছো—ও কি লালবাতী না জ্বালা পর্যন্ত তোমার চৈতন্য হবে? আমার এই কারখানার বোকা লোকগুলো নাকি তাদের সারা মাসের খাটুনীর পয়সা নিয়ে গিয়ে শুনি তোমারই ব্যাঙ্কে জমা করে দিচ্ছে!"

"তার কারণ 'ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্ক' সব চেয়ে মোটা সুদ দেয়।"

"আবার ধার দেয় তার চেয়েও মোটা সুদে! কাবলেওয়ালাদের লজ্জা দিয়ে!"

"নিশ্চয়! ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্ক তো আর সিকিউরিটি নিয়ে গোলমাল করে না, কাজেই, মোটা সুদ না পেলে পোষাবে কেন?"

"আর সুদের লোভে যত অনাথা বিধবা দুঃখী দরিদ্র কেরাণী মজুর পর্যন্ত তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির অল্প পুঁজি তোমার পকেটে পুরে দিয়ে আসছে, আর তুমি একটি পয়লা নম্বর দায়িত্ববোধহীন জোচ্চরের মতো সেই পয়সায় জুয়া খেলছো!"

"জুয়া খেলছি? কে বলেছে তোমাকে?—"

"জুয়া নয়ত কি? বে-পরোয়া শেয়ার স্পেকুলেশন, জুট গানির বাজারে ফট্‌কা খেলা—ফরওয়ার্ড কণ্ট্রাক্টে মাল বেচা কেনা—এসমস্তই জুয়া ও জুয়াচুরী দুই-ই! ছি ছি! আমার নির্বোধ ছেলেটাকেও তোমার ঐ লোকঠকানো কারবারে ঢুকিয়েছো না কি শুনছি?—"

"তোমার ছেলে তো আর স্কুল-বয় নয়, যে আমি বোকা বুঝিয়ে তাকে একাজে নামিয়েছি! তুমি ভুলে গেছ যে সে অনেক দিন হ'ল সাবালক হয়েছে!"

"তোমার অসৎ দৃষ্টান্তই তাকে প্রলুব্ধ করেছে।"

"অসৎ দৃষ্টান্ত যে কাউকে প্রলুব্ধ করতে পারে—তোমার মুখেই আমি এই প্রথম শুনলেম!"

"দেখো, আমার সঙ্গে চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না! তোমার সব কীর্তিই আমি জানি। গ্যাঁড়াতলার অব্বাসদের সঙ্গে চোরাই আফিম আর কোকেনের আবগারী কারবার থেকে—গুপ্ত মদের ভাঁটি, বেশ্যাবাড়ী হ্যাণ্ডনোটের দালালী—কাপ্তেন ভাসানো—কিছুই তো আর

আমার অবিদিত নয়!—কত যে ভদ্রলোকের ছেলেকে পথে বসিয়েছ—কত যে সংসারে আগুণ ধরিয়েছো—এতো আমি জানি!"

"আরে! কারবারের ত' ধারাই এই! কারুর বা উঠ্‌তির সময়—কারুর বা পড়্‌তি! সেজন্য আমায় দুষলে চলবে কেন দাদা? আর পথে বসানোর কথা যদি বলো—তাহ'লে ভাই বলি,—বিশু খুড়ো এই যে দেশশুদ্ধ লোকের কাছে ব'লে বেড়ায় যে তুমি তাকে পথে বসিয়েছো! বলি, তার সেই কথাটাই কি আমাদের মেনে নিতে হবে ব'লতে চাও?—"

"অবশ্য যদি তার আইনসঙ্গত কোন প্রমাণ থাকে—তা'হলে নিশ্চয়ই মেনে নিতে হবে—!"

"আমার সম্বন্ধেই বা তোমরা আইনসঙ্গত প্রমাণ কি পেয়েছো?"

"বলি, তোমার বিবেক কি বলে?—একবার বুকে হাত দিয়ে বলো না? ন্যায় অন্যায় বোধ কি তোমার আছে? পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কি তুমি মানো?—"

"মানতে সুরু করেছি দাদা! এবারটা তুমি আমায় দয়া করো—বড্ড ঠেকায় পড়ে গেছি! এরপর এই তোমার কাছে আমি নাক কাণ মলছি, আর কোন শালা এ কাজে নামে!—"

"তোমার মতন জোচ্চোরকে দয়া করলে ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না!"—

"কিন্তু, ভগবানই তো শাস্ত্রে বলেছেন ভাই, যে পাপকে ঘৃণা করো, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা কোরনা! দোহাই তোমার! এবারটার মতো আমায় উদ্ধার করো! আমি তোমার পায়ে ধরে মিনতি করছি—"

"আঃ ! কি করো ! বার বার আমায় বিরক্ত কোরো না ! আমি তোমার ওসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে যেতে চাই নে !"

"আমি যা পাবো তার অর্ধেক তোমার, সুতরাং—"

"তোমার স্পর্ধা দেখছি সীমা লঙ্ঘন ক'রছে—যাও এখান থেকে—, এখনি চলে যাও !"

"আচ্ছা বেশ, আমাকে না সাহায্য করতে চাও, তোমার ছেলের মুখ চেয়ে এ কাজ করো—তাকে রক্ষা করা তো বাপ হয়ে তোমার অবশ্য কর্তব্য !"

"আমার ছেলে !—তবে কি চঞ্চলকেও তুমি এর মধ্যে জড়িয়েছো ?"

"জড়ানো মানে কি ? এ কাজটায় ঠিক মতো মূলধন যোগাতে পারলে তোমার ছেলে ত' এই বছরেই লক্ষপতি হ'তে পারবে !"

"বুঝিচি ! আর কিছু বলতে হবে না। এই ভাঁওতায় ভুলিয়েই তুমি তাকে বঁড়শীতে গেঁথেছো !"

"সে যাই বলো, এখন এর মধ্যে দাঁড়ানো তোমার উচিত কি না ভেবে দেখো !"

"ও কথা ভাববার আমার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নি ! আমি ভাবছি সে হারামজাদা তোমার এ টোপ গিললে [illegible]? লাখ টাকার কি তার অভাব ছিল কিছু ?"

"অভাবটাই বুঝি মানুষের জীবনে সব কিছুর চেয়ে বড় প্রয়োজন ব'লে মনে করো তুমি ? এ তোমার ভারি ভুল ধারণা ! অর্থের প্রাচুর্যই অর্থলোভকে তীক্ষ্ণ করে তোলে ! হঠাৎ বিনা পরিশ্রমে লক্ষাধিক টাকা পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে—বুদ্ধিমান

মানুষের কাছে তো সে স্থানের আকর্ষণ দুর্নিবার হ'য়ে উঠবেই! এটা খুবই স্বাভাবিক! 'স্পেকুলেশনের' একটা নেশা আছে, যা রেস খেলার চেয়েও প্রবল! মাতালের হাতের হুইস্কীর বোতলের মতই ক্ষণে ক্ষণে তা লক্ষপতির রত্ন থলি নিঃশেষ ক'রে নিয়ে আসে। কিন্তু এসব মনস্তত্ত্বমূলক দার্শনিক আলোচনা এখন থাক, যে জন্যে এসেছি—তোমার নামটা আমায় ধার দাও; সপ্তাখানেকের জন্য—শুধু এই কনট্রাক্টখানায় জামীনদারের লাইনটিতে একটি সই ক'রে দাও—ব্যস্!"

"তোমার ঐ সব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে আমি যদি নামি, তা'হলে আমার সুনামও ডুবে যেতে বেশীক্ষণ লাগবে না!"

"আরে না না! কি যে তুমি বলো? ওসব কিছু না! একটা সই করে দাও ভাই—এ শুধু একটা কেতা-দোরস্ত ব্যাপার বই ত নয়! ফর্ম ফিল-অপ্ করা! ব্যস্! প্রকৃত দায়িত্ব তোমার কিছুই নেই!"

"অর্থাৎ—এটা তোমাদের সর্বৈব ভূয়ো একটা বিরাট জুয়াচুরীর ব্যাপার, কতকগুলো লোককে ঠকাবার একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র মাত্র! কিন্তু আমি যে ওর মধ্যে কিছুতেই যাবো না, এত' তোমার অজানা নয়। তবু কেন বিরক্ত ক'রতে এসেছো? আমি আমার এতখানি বয়স পর্যন্ত কখনো কারুর জন্য জামীনদারী করি নি, এবং যতদিন বাঁচবো ও কাজ কখনো ক'রবোও না জেনো!"—

"এ কথা সত্য হ'লে আমি কখনই তোমার কাছে আসতুম না জেনো!"

"নির্বোধের মত তর্ক কোরো না! মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকে আমি ঘৃণা করি!"

"কিন্তু, আমি যে স্বচক্ষে এর বিরুদ্ধ-প্রমাণ দেখেছি দাদা। না দেখলে কখনই তোমার কাছে আসতে সাহস করতুম না!"

"কী দেখেছ তুমি?"

"একজনের হুণ্ডির জন্য দায়ী হ'য়ে তুমি নাম সই ক'রে দিয়েছো!"

"মিথ্যে কথা! এ হ'তেই পারে না!"

"তোমার কি ঠিক স্মরণ আছে? কিছুদিন আগে তুমি কি কারুর দশ হাজার টাকার একখানা হুণ্ডির জন্যে জামীন হ'য়ে সই ক'রে দাও নি?"

"নিশ্চয়ই না! অন্ প্রিন্সিপল্ আমি ও কাজ করি না।"

"সত্যি ব'লছো? না আমাকে ভাগাবার জন্যে—"

"জীবনে সত্য ছাড়া কখন কোনো কারণেই মিথ্যাচরণ করি নি। তোমাকে বর্জনের পক্ষে সত্যাবলম্বন ক'রে থাকাটাই সব সহজ উপায়।"

"কিন্তু, আমি যে নিজের চোখে তোমার সই দেখেছি

"ভুল দেখেছো। তুমি হয়ত' সে সময় ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলে না!—"

"উহুঁ! নেশা-ভাঙ্ একটু আধটু করি বটে, কিন্তু, অপ্রকৃতিস্থ হই নি কোনোদিন! তবে তোমার এই প্রবল অস্বীকার যথার্থই আমাকে আজ যেন একটু অপ্রকৃতিস্থ ক'রে ফেলছে! তোমার ঠিক মনে আছে—কোনো লোকের হুণ্ডি এ্যাকসেপ্ট্ ক'রে তুমি কখনো সই করো নি?"

"কখনো সই করি নি!"

"হুঁ! তবে নিশ্চয় সেটা জালিয়াতি!"

"জালিয়াতি! বলো কী? আমার সই কি কেউ জাল ক'রেছে নাকি?—কে করেছে? কার কাছে দেখলে তুমি?"

"যাক্! সেকথা বলে আর আমি এখন পুলিশ হাঙ্গামায় পড়তে চাই না—"

"তুমি না বললেও কি ভেবেছো আমি তা' না জেনে বসে থাকবো? আমি এখনি সি-আই-ডি ডিপার্টমেণ্টকে ফোন করছি—"

"পাগল হয়েছো! অমন কাজও কোরোনা। আমার কথা শোনো—"

"বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে তুমি! এখনি বেরিয়ে যাও! তোমাদের মতো জোচ্চরের ছায়া মাড়ালেও পাপ! এসব তোমারই কারসাজী! এর মূলে নিশ্চয় তুমি আছো—

"তোমার ভালর জন্যই বলছি, গোলমাল কোরো না; নয়ত' এ বুড়ো বয়সে অনুতাপ রাখবার আর ঠাঁই পাবে না!"

"অনুতাপ তুমি করো গে! স্কাউণ্ড্রেল! ড্রাঙ্কার্ড! ডিবচ্‌ৗ আজন্মকালটা পরকে ঠকিয়ে খাচ্ছ! অমন স্ত্রীটাকে পাগল ক'রে মেরে ফেললে! বাড়ীতে প্রকাশ্যভাবে একটা ঝী নিয়ে বাস ক'রছো! চরিত্রহীন লম্পট ব্যাভিচারী—"

"দেখো, বাড়ীতে পেয়ে অপমান করাটা ভদ্রতা নয়! আমি কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু এর শোধ আমি নেবো?"

"তোমার মতন লোককে আমি বসতে দিয়েই ভুল করেছি।

চাব্‌কে বার ক'রে দেওয়াই উচিত ছিল! এখন বেরুবে না সেই ব্যবস্থাই করতে হবে—?"

"আচ্ছা! তুমি কত বড় 'সার' আমি দেখে নেবো! তোমার এ দম্ভ ঘোচাবো।" বলতে বলতে দেওয়ানজী রেগে বেরিয়ে গেলেন।

সার ভূপেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে উত্তেজিত ভাবে হাঁক দিলেন—"অরুণ! অরুণ!"

অরুণ সরকার পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন; ছুটে এলেন। সার ভূপেন্দ্র বললেন—"শুনেছো সব? জালিয়াতি সুরু হয়েছে! সই জাল ক'রতে আরম্ভ করেছে! কার সই জানো? আমার? আমার নামের সইটা ওরা জাল করেছে!—"

"বলেন কি সার?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! আমি তো অনেকদিন থেকেই তোমাদের বলছি—যে দেওয়ানজী কুঠি আমাদের সর্বনাশ করবে!—তুমি এখনি আমার মোটর নিয়ে চলে যাও রায়বাহাদুরের কাছে।—"

"রায় বাহাদুরকে সকালে এ পাড়ায় দেখেছি। বললেন স্কুল কমিটির কি একটা মিটিং আছে আটটায়—"

"তাহ'লে তো ভালই হয়েছে। যাও, জয়ন্তী বালিকা বিদ্যালয়ে তাকে ধরতে পারবে গেলে। একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

"যে আজ্ঞে! আমি এখনি যাচ্ছি!"

অরুণ সরকার ত্বরিত পদে চলে গেলেন। সার ভূপেন্দ্র ঘরের মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় পায়চারি ক'রতে সুরু করলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে চঞ্চলকুমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সার ভূপেন্দ্র

তাকে দেখতেই পেলেন না। চঞ্চলকুমার কেমন যেন করুণ কণ্ঠে বললেন—"বাবা! একটা অনুরোধ করতে এসেছি! বিশেষ প্রয়োজনে—"

"কে? চঞ্চল! ওঃ! কী চাই? এখন যাও, এখন আমি একটু ব্যস্ত। তোমাদের সঙ্গে কথা বলবার ফুরসুৎ নেই।"

"কিন্তু, এই বেলা আপনাকে না বলতে পারলে আমি হয়ত আর সুযোগ পাবোনা।"

"কি বলতে চাও?"

"দেখুন, আমার বিজ্‌নেস্‌ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি কোনদিনই আপনাকে জড়াতে চাইনি—"

"জড়াতে চাইলেও আমি তাতে সম্মত হতুম কি না সন্দেহ!"

"সে সন্দেহ আমারও ছিল! আপনার কারবারে যখন আপনি আমাকে নিলেন না, তখন আমি নিজেই বিজ্‌নেস্‌ সুরু করি! আপনার কাছে অর্থ সাহায্য নেব না পণ করেছিলেম, কাজেই 'ওরিয়েন্ট ব্যাঙ্কের' শরণাপন্ন হ'তে হয়েছিল—"

"মূর্খতা করেছিলে—"

"আজ তা' বুঝতে পারছি; তাই শেষটা আপনারই কাছে এসে হাত পাততে বাধ্য হলুম—"

"কিন্তু, হাত পাতলেই তো আর দান মেলে না!"

"একবার দিন! এই প্রথম আর এই শেষ! আর কখনো চাইবো না!—"

"কত টাকায় ঘা দিতে চাও শুনি?"

"আজ্ঞে, বেশী নয়। হাজার দশ পনেরো মাত্র!"

"ও বাবা! দশ পনেরো হাজার বুঝি তোমার কাছে যৎসামান্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কারবারে তাহলে তুমি বাপের চেয়েও ফেঁপে উঠেছো নিশ্চয়!"

"আজ্ঞে না, ওই টাকাটা ওরিয়েণ্ট্যাল ব্যাঙ্কের দরুণ দেওয়ানজী আমার কাছে পাবেন!"

"হ্যাঁ, শুনলুম বটে দেওয়ানজীর সঙ্গে বখরায় তুমি জুয়াড়ী কারবারে নেমেছো!"

"জুয়াড়ী কারবারে? দেওয়ানজীর সঙ্গে? না-না-না! এ সব আজগুবী কথা আপনি কার কাছে শুনলেন?…"

"তোমার মুরুব্বী নিজেই এসে বলে গেলেন!…"

"দেওয়ানজী আপনার কাছে এসেছিলেন?…"

"এই একটু আগে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলুম!"

"কিন্তু; আমাকে তাড়িয়ে দিলে মারা যাবো!"

"অমন ছেলে ত' মরাই ভাল!"

"দেওয়ানজী তাঁর ওরিয়েণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক থেকে আমায় কিছু টাকা দিয়েছিলেন। অবশ্য খুব মোটা সুদেই! সেই টাকাটা এখন ডি… হয়েছে—আসলের চেয়ে সুদের বোঝাই বেশী ভারী হয়ে পড়েছে—"

"কেমন! আমার কথা মিলছে এখন?"

"যা হবার হ'য়ে গেছে, তার তো' আর উপায় নেই—এখন আপনি যদি রক্ষে না করেন আমায় জেলে যেতে হবে!"

"সেই হ'চ্ছে তোমার মতো নির্বোধের উপযুক্ত স্থান!"

"কিন্তু ; শুধু হিতোপদেশে ত' পাওনাদার ফেরাতে পারবো না বাবা ! টাকাটা দেবেন কিনা বলুন !"

"আমার তো এখনো মাথা খারাপ হয়নি ! একটি পয়সাও দেবো না !"

"সেকি ! আমার মান-ঈজ্জৎ-সম্ভ্রম-সুনাম সব যে যেতে বসেছে—!"

"থাম্ ! আর জ্যাঠামো করতে হবে না ! লম্বা লম্বা কথা কইতে শিখেছেন !—মান-ঈজ্জৎ-সম্ভ্রম-সুনাম—ওরে বাস্‌রে !—"

"বাবা ! আপনি বুঝতে পারছেন না ঠিক, আমার কী অবস্থা !—আমায় জেলে যেতে হবে !"—

ঘরের বাইরে থেকে মীরার গলা পাওয়া গেল—"ঐ না তোমার দাদার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ? জেলে যাবার কথা কি বলছেন উনি ? কী হয়েছে ভাই—তিমা ?"

"কী জানি ? চল না জেনে আসি ?"…

প্রতিমার গলা শোনা গেল ! এবং পর মুহূর্ত্তেই মীরা ও প্রতিমা ঘরের ভিতর এলেন ।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করলেন "কী হয়েছে দাদা ?"

মীরা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন "কী হয়েছে বাবা ?"

সার ভূপেন্দ্র বললেন—"কিছু হয় নি । তোমরা বাড়ীর ভিতর যাও !"

মীরা বললেন—"আমরা ব্যাপারটা না শুনে যে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি নি বাবা !"

প্রতিমা বললেন—"দাদা, জেলে যাবার কথা কী বলছিলে ?"

চঞ্চলকুমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"আমার সর্বনাশ হ'তে বসেছে! আমার সব গেল!"—

মীরা বললেন—"কারবারে কি তোমার ক্ষতি হয়ে গেছে? অনেক টাকা লোকসান দিতে হবে বুঝি?"

চঞ্চলকুমার বললেন—"সর্বস্ব দিয়েও রক্ষে পাবো না, আমায় জেলে যেতে হবে!"

মীরা—"আমার কি হবে?"

চঞ্চল—"ভগবান জানেন।···

মীরা—"আমিও তোমার সঙ্গে জেলে যাবো!"

প্রতিমা—"ছিঃ! কি যে বলো বৌদি!"

সার ভূপেন্দ্র রেগে উঠে বললেন—"তোমরা বাড়ীর ভিতর যাবে কি না?"

মীরা বললেন—"আমার আর বাড়ী কি—ঘর কি—এসব গয়না পরে' আর বড়মানুষী করা কেন?—ভিখিরীর মেয়ে আমি, আমার বরাতে এত সুখ যে সইবে না এ আমি জানতুম্!"

প্রতিমা বললেন—"বৌদি! এ কি হচ্ছে! লজ্জা করে না একটু!—"

সার ভূপেন্দ্র এবার একটু স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন—"ওকে কিছু বলিস নে প্রতিমা! ওর এখন মাথার ঠিক নেই! বেটী আমার একেই পাগ্‌লি!"

মীরা বলতে লাগলেন—"ওগো! কতদিন আমি তোমার পায়ে ধ'রে বলিছি যে, আমাকে শুধু সুখের সঙ্গিনী ক'রেই রেখেছো, কেবল

আনন্দের ভাগই দিয়ে চলেছ, কিন্তু দুঃখ দুর্ভাবনার অংশ দিতে চাইছো না কেন? একা সকল দুর্যোগ বুক পেতে নিয়ে আমাকে হাসি মুখে সকল বেদনার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছো! ওগো; এ ঠিক নয়—ঠিক নয়! আমরা যে দু'জনে সম সুখদুঃখ ভাগী; সমান ব্যথার ব্যথী—সকল আনন্দের সঙ্গী ও সহযাত্রী। কিন্তু তুমি তা আমায় হতে দাওনি কিছুতেই, আর আজ!"—

সার ভূপেন্দ্র প্রতিমাকে বললেন—"ওকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও।"

মীরা দেবী বলতে লাগলেন—"আজ, তোমার এই এত বড় দুর্দিনেও আমায় তুমি দূরে রাখতে চাইছো! তুমি এত নিষ্ঠুর তা আমি জানতুম না। পুরুষমাত্রেই কি হৃদয়হীন, আর আমার বেঁচে থেকে কোনো সুখ নেই, আমি আত্মহত্যা ক'রবো—"

শোকোন্মাদিনী মীরা দেবী সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"মীরা! মীরা! তুমি ছাড়া আজ আমারও আপনার ব'লতে কেউ নেই!"

আর্ত্ত করুণ কণ্ঠে এই কথাগুলি বলতে বলতে চঞ্চলকুমার ছুটলেন মীরার পিছু পিছু।

সার ভূপেন্দ্র ব্যাকুল হয়ে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রতিমা! ওরা গেল কোথা? সত্যিই কি মীরা আত্মহত্যা করবে?"

"ও মেয়ে সব পারে! যাই দেখি—" বলে প্রতিমা দেবীও তাদের পশ্চাদনুসরণ করলেন। এই সময় ডাক্তার বিজয় এসে ঘরে উঁকি মারতেই সার ভূপেন্দ্র তাকে ডেকে বললেন—"শুনেছো ডাক্তার! কী কাণ্ড কারখানা বেধেছে?"

"আজ্ঞে না!"

"সে কি হে? আমার সই জাল হ'য়ে গেছে যে! ঐ দেওয়ানজী কুঠির কাণ্ড, আবার চঞ্চলকুমারেরও ঘাড় ভেঙেছেন তিনি।"

এমন সময় রায়বাহাদুরকে নিয়ে অরুণ সরকার এসে ঘরে ঢুকলেন।

"বাজে কথা সার! ধাপ্পাবাজ লোকটা ব্লাফ্ দিয়ে গেছে।" ব'লে অরুণ সরকার একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

সার ভূপেন্দ্র রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"সব শুনেছো?"

"হ্যাঁ, মিঃ সরকার সব বলেছেন, কিন্তু আমি যতদুর জানি, আপনার সই যে অপর কারুর দ্বারা জাল হয়েছে তা মনে হয় না। এই তো সেদিন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের থ্রুতে চঞ্চলের একখানা হুণ্ডী আমার হাত দিয়ে পাস্ হয়ে গেল, তাতে 'গ্যারাণ্টর' বলে আপনার সই আছে বটে, কিন্তু সে একেবারে জেনুইন্।"

"চঞ্চলের হুণ্ডী?"

"হ্যাঁ।"

"কার ফেভারে?"

"ওরিয়েণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক।"

"ওঃ! তাতে 'গ্যারাণ্টর' বলে আমার সই আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; সে ঠিক আছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমার ছেলে চঞ্চলের হুণ্ডী?"

"হ্যাঁ, এই পূজোর আগে আপনি তার যে হুণ্ডীখানা এ্যাক্সেপ্ট্ করেছিলেন আর কি।"

"আমি চঞ্চলের হুণ্ডী এ্যাক্‌সেপ্ট্‌ করেছি? এত বড় মিছে কথা বলতে তোমার মুখে আটকালো না?"

"সেকি সার! আপনার মনে পড়ছে না কিছু? ভেবে দেখুন দেখি। এই যে গত পূজোর আগে দশ হাজার টাকার একখানা হুণ্ডী।"

সার ভূপেন্দ্র এতক্ষণ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার কাঁপতে কাঁপতে ইজি চেয়ার খানা হাতড়ে বসে পড়ে বলে উঠলেন—"হা ভগবান!"

ডাক্তার বিজয় তাড়াতাড়ি কাছে ছুটে গিয়ে বললে—"আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?"

সার ভূপেন্দ্র বললেন—"চুপ, চেঁচামেচি কোরো না। হ্যাঁ, কি বললে —রায় বাহাদুর? চঞ্চলের হুণ্ডী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, চঞ্চল হুণ্ডী কেটেছে ওরিয়েণ্ট্‌ ব্যাঙ্কের উপর—আপনি তার—"

"আস্তে, আস্তে, অত গলাবাজী ক'রছো কেন? দশ হাজার টাকার হুণ্ডী বললে বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি সেটা—"

"বাস্‌, চুপ করো, সে কথা তো বলেছো একবার। আমি সে হুণ্ডী এ্যাক্‌সেপ্ট্‌ ক'রে সই ক'রে দিয়েছি? তুমি দেখেছো? না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দেওয়ানজী তো গেল হপ্তায় সেই হুণ্ডী আমাদের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে রেখে টাকা নিয়েছেন।"

"হারামজাদা, টাকাটা নিয়েছে বার করে তা'হলে? জোচ্চোর বেটা।"

অরুণ সরকার বললে—"দেওয়ানজী বোধ হয় এখনও অফিসে আছেন—দেখবো ?"

এই সময় বিশু খুড়ো ব্যস্ত হ'য়ে এসে বললেন—"এই যে, রায় বাহাদুর এখানে ! আমি তোমার বাড়ী হয়ে এলুম। সার ভূপেন্দ্র কি অসুস্থ ? একটা বড় মজার খবর শুনে এলুম।"

অরুণ সরকার বললে—"আপনি একটু পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করলে ভাল হয়, আমরা এখন একটু বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি।"

"ব্যস্ত সকলেই, কার আর অফুরন্ত বাজে সময় হাতে আছে বলো ? দেওয়ানজী মশাই তো রীতিমত ছুটোছুটী ক'রে বেড়াচ্ছেন দেখলুম।"

"প্রিয়নাথের সঙ্গে দেখা হ'ল বুঝি ? কিছু বলেছে কি ?" সার ভূপেন্দ্র ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

বিশুখুড়ো হো হো ক'রে আপন মনে হেসে উঠে বললেন—"সে অনেক কথা। কর্পোরেশনের ভোটাভুটির ব্যাপার খুব জোর চলেছে, আমি বেশী কিছু বলতে চাইনে—তবে নির্বাচনের ষড়যন্ত্র গভীর হয়ে উঠেছে। ওরা ত' তোমাকেও এর মধ্যে টানবে ঠিক করেছে।"

"আমাকে ?"

"হ্যাঁ হে ! তবে আর বলছি কি ? তোমাকে সহজে না টানতে পারে তো ঘুস দিয়েও বশ করবে বলেছে।"

"ঘুস দিয়ে ?"

"আস্পর্দ্ধার কথা আর কাকে বলে ? এমন দুঃসাহস আমি আর কখনো দেখিনি। সকালে এক কাপ চা খাবার লোভে গেছলুম ঐ মালিনী মাসীর বাড়ী—"

ডাক্তার বিজয় জিজ্ঞাসা করলে—"তিনি আবার কে ?"

বিশু খুড়ো বললেন—"ঐ যে গো তোমাদের জ্যান্ত সরস্বতী, যিনি জয়ন্তী বালিকা বিদ্যালয় খুলে পাড়ার ছোট ছোট মেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে করে দিচ্ছেন।"

মিঃ সরকার বললেন—"আপনি কি মিসেস্ মিত্তিরের কথা বলছেন ?"

বিশু খুড়ো বললেন—"কে জানে বাপু মিস্ মিত্তির কি মাদার মল্লিক, আমি তাকে 'মালিনী মাসী' বলেই ডাকি। তার ওখানে গিয়ে দেখি দেওয়ানজী মশাই আর আপনাদের ঐ বিলেত ফেরত ঘুঘু ছেলেটি চুক্ চুক্ ক'রে চা' খাচ্ছে আর গুজ্ গুজ্ ক'রে পরামর্শ আঁটছে। আমাকে দেখেও চা' অফার্ করলে না—এমনি অভদ্র! অবশ্য মালিনী মাসি তৎক্ষণাৎ চা দিয়ে গেলো আমাকে, আবার ওদেরই টেবিলে। কাজেই পাষণ্ডদের সঙ্গেই আমাকে বসতে হ'লো।......দেওয়ানজী বেটা বলে কি না—'বাজী রাখো খুড়ো, সার ভূপেন্দ্র এবারকার ইলেকশানে যদি কোনো পক্ষে ভোট দেয় তাহ'লে মিঃ জি-কে'র পক্ষেই দেবেন।' আমি সে কথা হেসে উড়িয়ে দিতে আমাকে একখানা হুণ্ডী দেখিয়ে বললে—'বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি ? এই দেখো, সার ভূপেন্দ্রকে বধ করবার ব্রহ্মাস্ত্র আমাদের হাতে রয়েছে।'

ডাঃ বিজয় বলে উঠলেন—"হুণ্ডী! তাদের কাছে ?"

রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন—"কার হুণ্ডী ? কে কেটেছে,—কার নামে ? —কিছু দেখেছেন ? কর্পোরেশনের ইলেক্‌শনে হুণ্ডী কি কাজে আসবে ?"

সার ভূপেন্দ্র শুধু গম্ভীর ভাবে জানতে চাইলেন—"তারপর ?"

বিশু খুড়ো টেকো মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললেন—"তারপর আর কিছু আমি শুনিনি। তবে হুণ্ডীখানা যে দশ হাজার টাকার, এ কথা ওরা দু'জনেই বারকতক বলেছে। আরে মোলো, দশ হাজার টাকা যে সার ভূপেন্দ্রের কাছে দশ টাকার সামিল, এ বোধ হয় ঐ দুঃখী মড়ারা জানে না? ভাবছে এই দশ হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে ওরা তোমায় ভোটগুলো হাতাবে।"

সার ভূপেন্দ্র অধিকতর গম্ভীর স্বরে বললেন—"দশ হাজার টাকার হুণ্ডী বলছিল ওরা?"

মিঃ অরুণ সরকার জিজ্ঞাসা করলেন—"হুণ্ডী কি আপনি দেওয়ানজীর কাছে দেখলেন?"

বিশু খুড়ো বললেন—"না দাদা, হুণ্ডীখানা আমি সেই তোমাদের সাগর পারের বিলিতি বাঁদরের কাছে দেখলুম। দেওয়ানজী তার কাছেই সেখানা চেয়ে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে আবার তার কাছেই ফেরত দিলেন। সে বেশ হুঁসিয়ারীর সঙ্গে সেখানি পাট-পিট করে কোটের ইনসাইড্ বুকপকেটে পুরে ফেললে দেখলুম।"

রায়বাহাদুর বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তাই নাকি?"

ডাক্তার বিজয় আরও বেশী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—"সে হুণ্ডী ঘোষের কাছে রয়েছে?"

সার ভূপেন্দ্র পূর্ববৎ গম্ভীর ভাবেই জানতে চাইলেন—"তোমার দেখবার কোনো ভুল হয়নি তো?"

"নিশ্চয় নয়! বয়স হয়েছে বলে যদি মনে করে থাকো যে আমার চোখের জ্যোতি কমে গেছে তাহ'লে অত্যন্ত ভুল করবে! আমি আর

বেশী কিছু বলতে চাইনি! চোখের দৃষ্টি যদি নাও থাকে, আমার কান তো আর বন্ধ হয় নি! দশহাজার টাকার হুণ্ডী, একথাটা অন্ততঃ দশবার শুনেছি!”

রায়বাহাদুর ধমক দিয়ে জানতে চাইলেন—“আর কি শুনেছো?”

বিশুখুড়ো একটু যেন থতমত খেয়ে—আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন—

“আরে! আবার কি শুনবো? তোমার তো বড় জুলুম দেখছি! আমি কি সেখানে গোয়েন্দাগিরি করতে গেছলুম?—তবে, হ্যাঁ,—দেওয়ানজী সেই ছোকরাকে বলছিলেন বটে—তুমি ওখানা নিয়ে যা-ইচ্ছে ক'রতে পারো! প্রয়োজন হলে ‘ব্লক্’ তুলে খবরের কাগজে ছেপে দিতেও পারো—”

বিজয় ডাক্তার চমকে উঠে বললেন—“খবরের কাগজে—!”

রায়বাহাদুর বিশু খুড়োর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—“একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে খুড়ো—একবার ওধারে এসো, মিঃ সরকার! আপনিও একবার শুনুন—”

রায়বাহাদুর যখন বিশুখুড়ো আর মিঃ অরুণ সরকারকে নিয়ে ঘরের একধারে গিয়ে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ ক'রে কি পরামর্শ করতে লাগলেন, তখন বিজয় অতি বিনম্রভাবে সার ভূপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে—“আচ্ছা, চঞ্চলের হুণ্ডী যে জাল নয় এ সম্বন্ধে আমরা বোধ হয় নিশ্চিন্ত থাকতে পারি—কি বলেন?—”

ঈষৎ একটু চিন্তিত ভাবে সার ভূপেন্দ্র বললেন—“মনে তো হয়, তবে—”

"আমারও তাই বিশ্বাস। তবে, যদিই জাল হুণ্ডীখানা তারই হাতের ব'লে ধরা পড়ে—"

"পুলিশে খবর না দিতে পারি—কিন্তু—"

"আরও একটু অনুগ্রহ করতে হবে—"

"আমার কাছে তার চেয়ে বেশী কিছু প্রত্যাশা কোরো না তোমরা।"

"নিশ্চয় করবো সার্! ছেলে যদি বাপের কাছে না আব্দার করতে পারে তবে কার কাছে আর করবে? কে তাকে বাঁচাবে? যদি দেখেন সত্যিই সে এমনিতর একটা কিছু কাঁচা কাজ করে ফেলেছে—বলুন, তাকে ক্ষমা করবেন—তাকে রক্ষা করবেন—"

"তুমি যা বলতে চাচ্ছো সে আমি বুঝিচি, কিন্তু, তা' কেমন করে হবে?—সে তো হয় না!"

"খুব হয়! আপনার পক্ষে শুধু একটা মুখের কথাই যথেষ্ট!"

"কি রকম?"

"এই ধরুন যদি—হ্যাঁ;—আপনার পক্ষে তাই করাই আমি সব দিক থেকে উচিত ও কর্তব্য বলে মনে করছি!"

"কি করা?"

"জাল সইটাকেই নিজের আসল সই বলে স্বীকার করে নেওয়া—"

"অর্থাৎ, তুমি আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে উপদেশ দিচ্ছ?—তুমি জানো না ডাক্তার, জীবনে কখনো আমি মিথ্যার আশ্রয় নিই নি। আর নিই নি বলেই ভগবান আমার প্রতি এত দয়া করেছেন!"

"কিন্তু, বংশের সুনাম—চৌধুরী পরিবারের ইজ্জৎ! চঞ্চলের ভবিষ্যৎ—"

"কোনো ভয়ে, কোনো প্রলোভনে, কোনো ক্ষতির আশঙ্কাতেই আমি মিথ্যা বলতে পারবো না !"

"কিন্তু, তা' না হ'লে চঞ্চলের যে—"

"হ্যাঁ, জেলেই যেতে হবে ! উপায় কি ? ভগবানের হয়ত' তাই অভিপ্রায় ! মঙ্গলময় যা করেন মঙ্গলের জন্যই !"

"একবার মীরা দেবীর অবস্থা কি হবে মনে করে দেখুন—"

"যা হবার হবে। আমি সে কথা মনে করবার কে ? ভগবান তাকে দেখবেন—" বলতে বলতে সার ভূপেন্দ্র বেরিয়ে চলে গেলেন।

—চার—

জয়ন্তী বালিকা বিদ্যালয়-সংলগ্ন মিসেস্ মিত্তিরের বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে অনেকগুলি ভদ্রলোক বসে চা-জলখাবার খাচ্ছিলেন এবং ইস্কুলের মেয়ে ভলান্টিয়াররা তাঁদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলেন। ভদ্রলোকেরা কর্পোরেশনের ইলেক্‌শান নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে আলোচনা করছিলেন।

পাশের ঘর থেকে মিসেস্ মিত্তিরের গলা শোনা গেল। তিনি মেয়ে ভলান্টিয়ারদের ডেকে বলছিলেন,—"ইলা, লীলা, সুলেখা—তোমরা বড্ড গোল করছো—যাঁদের জলযোগ শেষ হয়েছে তাঁদের পান দিয়ে নম্বর দেখে গাড়ীতে তুলে দাও, ঘরে আর ভীড় বাড়িও না। যাঁদের এখনো ভোট দেওয়া হয় নি তাঁদের "শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম" মার্কা টিকিট দিয়ে পোলিং বুথে নিয়ে যাও। তোমাদের কাজের কোন সিস্টেম্ নেই দেখছি!—"

বলতে বলতে মিসেস্ মিত্তির বেরিয়ে আসছিলেন ড্রয়িং রুমে, কিন্তু হঠাৎ সেই সময় মিঃ জি-কে হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে পড়তেই মিসেস্ মিত্তির আবার পাশের ঘরে পালিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মিঃ জি'কে ব্যস্তভাবে দরজার দিকে ছুটে গিয়ে বললেন—"জয়ন্তী, পালালে কেন? তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী প্রয়োজন ছিল যে!"

ঘরের ভিতর থেকে মিসেস্ মিত্তির বললেন,—"একটু অপেক্ষা করুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসছি!"

মিঃ জি'কে রহস্য করে বললেন—"দোহাই আপনার! কাপড়টা ছেড়ে এখানে আসবেন না; এ ঘরে অনেক লোক রয়েছে। আর একখানা 'পরে আসবেন অনুগ্রহ করে।"

ঘরশুদ্ধ লোক একথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল' এবং একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিসেস্ মিত্তির অনুযোগের সুরে বললেন—"যান। আপনি ভারি অসভ্য—একেবারে ভাল্‌গার্!—"

"মেনে নিলুম!—কিন্তু মেয়েদের কাপড় ছাড়া যে কি আমি তা জানি! একখানি কাপড় ছেড়ে আর একখানি কাপড় পরে আসতে আপনার ঠিক সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে! আমার তো আজ অতখানি সময় অপব্যয় করবার অবকাশ নেই!"

মিসেস্ মিত্তির তখন চুল বাঁধবার কালো দড়ির এক প্রান্ত দাঁতে চেপে ধরে দু'হাত দিয়ে তাঁর চুলের রাশির গোড়া বাঁধতে বাঁধতে জানালার ধারে এসে বললেন—"আপনি তো ভারী ব্যস্তবাগীশ লোক দেখছি। এক মিনিট অপেক্ষা করতে পারছেন না।"

"পারলে কি আর তোমার ওই সুন্দর বেণীরচনায় বাধা দিতে সাহস করতুম? সারা জীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করে এই দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থাকতুম।"

"ওমা! ওই আবার কে আসছে?" ব'লে তাড়াতাড়ি আঁচলটা তুলে

মাথায় একটু চাপা দিয়ে মিসেস্ মিত্তির বিদ্যুৎ বেগে জানালার ধার থেকে সরে গেলেন।

"শুভবাণী" পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশ বাবু একতাড়া কাগজপত্র ও ফাইল বগলে ক'রে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিনয় নম্রকণ্ঠে বললেন—"নমস্কার মিঃ ঘোষ!"

মিঃ জি-কে ব্যস্ত ভাবে বললেন—"এই যে, আপনি এসে পড়েছেন; নমস্কার! কাগজে সমস্ত ব্যাপারটা কাল বেরুচ্ছে তো?"

"আলবাৎ। সেদিন সেই মেলায় চায়া-ওন্না টী-ষ্টলে যে বক্তৃতা দিয়েছিলে, তার একটি কথাও আমি বাদ দিই নি! এই তো কাগজপত্র সবই এনেছি, প্রুফটা একবার চট্ করে দেখে দাও।"

মিঃ জি, কে প্রুফটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললেন—"লেখাটা এত আণ্ডারলাইন করে দিলে কে?"

অবিনাশ বাবু উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন—"হুঁ হুঁ! ওটা আমি ছাড়া আর কে দিতে পারে? প্রত্যেক খোঁচাটি, প্রত্যেক মারটি, প্রত্যেক প্রচ্ছন্ন গালাগালিটি, আমি বেশ করে মোটা রুল দিয়ে আণ্ডার লাইন করেছি! ও আর কারুর চোখ এড়াবে না। আগামী কালের নায়া-বাংলার ব্যাপারটা আমি বড় বড় ইংলিশ টাইপে ছেপেছি দেখেছো?"

"আরে এও তো 'আণ্ডারলাইন' করেছেন দেখছি।"

"তা 'ইম্পরট্যাণ্ট পোর্শন্'গুলো দাগ দিয়ে দেবো না?"

"বুঝিচি, ইস্কুল কলেজের সে বদ অভ্যেস এখনো ছাড়তে পারেন নি। সমস্ত কাগজখানাই যে 'আণ্ডারলাইন্ড' হয়ে উঠেছে!"

"তা প্রায় হয়ে উঠেছে বটে। হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি গত সপ্তাহের 'শুভবাণী'র ক্রোড়পত্রখানা দেখনি বোধ হয়। রায়বাহাদুরকে কি রকম সম্মান দিয়েছি, পড়ো। সমস্তটা আমার নিজের লেখা।"

মিঃ জি-কে স্থানে স্থানে চেঁচিয়েই পড়তে লাগলেন,—"আমাদের নায়া-বাংলা সমিতির বিশিষ্ট সদস্য ও দেশবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নীলাম্বর সেট দীর্ঘকাল নিঃস্বার্থ ভাবে জনসাধারণের সেবায় তাঁর মূল্যবান জীবন অতিবাহিত ক'রে আজ আয়ু-সন্ধ্যায় যোগ্যতর জোয়ানের হাতে গণসেবার দুরূহ কার্যভার তুলে দিয়ে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর এই বিশ্রাম—এই গৌরবার্জিত অবকাশ—মধুর ও আনন্দময় হোক, সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে করজোড়ে আমরা এই প্রার্থনা করে' কবির ভাষায় তাঁকে বলি—

"ঘুমাও ঘুমাও বীর—কর্ম অবসানে,
ভরিয়া উঠেছে দিক তব যশোগানে।"

মিঃ জি, কে হো হো শব্দে হেসে উঠে ব'ললেন—"এটা কি হয়েছে? রায়বাহাদুর কর্ম-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করছেন বটে, কিন্তু, আপনি যে তাঁকে একেবারে পৃথিবী থেকে অবসর গ্রহণ করিয়ে ছেড়েছেন!"

"ও একই কথা!—কর্ম-জীবন থেকে অবসর নেওয়া মানেই "সিভিল ডেথ্!"

"ও কথা যাক,—পোলিং ষ্টেশনের খবর কি বলুন, ওদিকে হয়ে এলেন কি?—"

"নিশ্চয়! চারিদিকে জয় জয়কার! "শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম" সব

যায়গায় লীড্ ক'রছে ! করবে না ? ইলেক্শান ম্যানিফেষ্টো লিখেছে কে ? পড়ে দেখেছো কি ? এই দেখো আমি পড়ে শোনাই—" বলে কাগজখানা মিঃ জি, কে'র হাত থেকে টেনে নিয়ে অবিনাশবাবু পড়তে সুরু করলেন—

"এবার আমাদের জাতীয় জীবন-রথের সারথী কে ?—এক তরুণবীর ! যার দুর্বার যৌবন দুরন্ত বেগে সকল বাধা চূর্ণ করে এগিয়ে যাবে সাফল্যের সুরলোকে—"

"থাক্ থাক্, হয়েছে। এর মধ্যে আমার সুরলোকে যাবার একটুও বাসনা নেই। পোলিং ষ্টেশনে আমাদের লোকজনেরা সব ঠিক কাজ করছে তো ?"

"ওরে বাপরে ! নায়া বাংলার দলের কাছে কেউ এগুতে পারছে ?— হৈ হৈ শব্দে তারা একেবারে মাতিয়ে তুলেছে চারিদিক ! কংগ্রেসের নমিনেশানটা নিয়ে ভারি বুদ্ধির কাজ করেছো তুমি ! কিন্তু, ভায়া, বড়লোক হওয়ার পক্ষে ওদিক দিয়ে বড় সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না !"

"আজ্ঞে, সেজন্য আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, একবার ইলেক্টেড হতে পারলে তখন দেখবেন কি করি ! "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো বলম্।" আপনি যান একটু 'পোলিং বুথে' থাক গিয়ে।—"

"এখনি যাচ্ছি ভায়া, কিন্তু তোমারও একবার যাওয়া উচিত নয় কি ?"

"আরে, যাবো যাবো ! শেষ বরাবর, এখন নয়। শেষ রক্ষাই হ'চ্ছে আসল। একটা খুব সমারোহ ক'রে প্রোসেশান সাজিয়ে যেতে হবে। রায়বাহাদুর নিজে তার ব্যবস্থা করছেন।"

"হুর্‌রে! তবে আর আমাদের পায় কে?—চললুম তাহ'লে আমি—"

"একটা কথা! দয়া ক'রে আজ আর আপনি শুঁড়ির দোকানে গিয়ে ঢুকবেন না এখন! সন্ধ্যের পর যত ইচ্ছে খাবেন—আমি আপনাকে টাকা দেবো—"

"আঃ! কি যে বলো তুমি!—আজকের দিনে একটু—"

"না না, দোহাই আপনার! এখন নয়। সন্ধ্যের পর যত ইচ্ছে খাবেন, প্রাণ ভরে খাওয়াবো আপনাকে, কিন্তু, এখন একটি ফোঁটাও নয়, কথা দিন আমাকে—"

"আমি এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—কোন শালা—"

"আচ্ছা আচ্ছা, হ'য়েছে। আপনি যান, আর দেরী করবেন না!—"

"এই চললুম—কিন্তু মনে থাকে যেন সন্ধ্যের পর—"

"আমি নিজে আপনাকে আনিয়ে দেবো—"

"অলরাইট! থ্যাঙ্ক্‌ইয়ু! গুডবাই—"

অবিনাশবাবু চলে যাবার একটু পরেই মিসেস্ মিত্তির আজ যেন একটু বিশেষ রকম সুসজ্জিতা হ'য়েই ড্রয়িংরূমে এলেন এবং কি যেন এক রকম ভাবাবিষ্ট দৃষ্টিতে মিঃ জি'কের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন—"এইবার বলুন আপনার কি করতে পারি! মিঃ ঘোষ!"

মিঃ জি'কে তাঁর সঙ্গে সাগ্রহে করমর্দন করলেন এবং মহা উৎসাহে বলে উঠলেন—"স্‌প্লেন্‌ডিড্‌! চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে! মনে হচ্ছে যেন কোনো ড্রিমল্যাণ্ডের ফেয়ারী কুইন!"

সলজ্জ মৃদু হেসে মিসেস্ মিত্র বললেন—"এত লোকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করেছি কিন্তু এমন আনন্দ কখনো পাইনি! সেই যেদিন চায়া-ওয়া টী হলে আপনার সঙ্গে হ'ল আমার প্রথম দেখা—অজানা জনের সঙ্গে—সে কি নিবিড় ক্ষণে—মুহূর্ত্তের নবীন পরিচয়,—সেদিন আপনি যখন হাত বাড়িয়ে আমার হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে চেপে ধ'রলেন—ওঃ! সেদিনের শেক হ্যাণ্ড্ মনে পড়লে আমার দেহ মন যেন আনন্দে শেক ক'রে ওঠে! আপনার প্রত্যেক আঙুলটি যেন কানে কানে কথা কয়!"

জি-কে'র চোখ মুখ কি যেন আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ব'ললে—"সত্যি! তোমাকে দেখে সেদিন আমার দুই চোখে যেন কোন রহস্যময় রূপের স্বপ্ন এক ইন্দ্রজালের মায়া রচনা করে দিয়েছিল!"

"আপনি এমন সুন্দর ক'রে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন! সত্যি! আমার এত ভাল লাগে! আমি চেষ্টা করি আপনার মত ক'রে কথা বল'তে, কিন্তু একটুও পারিনি!—

"খুব পারো! তোমার ঐ অধর পুটের মধুর বাণী সেদিন আমাকে সাগরপারের সুন্দরীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল!"

"যান্! আপনার ও সব চালাকী! আমি বিশ্বাস করিনি যে আমাকে আপনার সত্যিই এত ভাল লাগে!"

"তার প্রমাণ তো রোজই পাচ্ছ! একবার দিনান্তে তোমাকে না দেখে আমি বাড়ী ফিরতে পারিনি। কোর্টের ফেরত সোজা চলে আসি এখানে। তোমার হাতের তৈরী এক কাপ গরম চা—আমার কাছে স্বর্গের সুধার চেয়েও অমৃতমধুর!"

"আপনাকে চা ক'রে খাওয়াতে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে

একদিন আসতে দেরী হ'লে মন অস্থির হ'য়ে ওঠে! আপনি নিশ্চয় হিপনটিজ্‌ম্‌ জানেন! আমাকে যেন একেবারে 'মেস্‌মেরাইজ্‌' ক'রে ফেলেছেন!—"

"তা যদি জানতুম জয়ন্তী, তাহ'লে সব আগে তোমার ঐ 'আপনি' বলাটা আমি ছাড়াবার চেষ্টা করতুম!—"

"না দোহাই আপনার! সে আমি পারবো না, ওই অনুরোধটি করবেন না! তা হ'লে আমার ভারি লজ্জা করবে কিন্তু!—তা ছাড়া, লোকে শুনলেই বা কি বলবে—পাড়া প্রতিবেশীরাই বা কি মনে করবে?"

"কি আর মনে করবে?—বড় জোর বলবে—যে—আমরা দু'জনে পরস্পরকে ভালোবেসে'ছি! এর বেশী তো আর কিছু বদনাম দিতে পারবে না—?"

"এটা বিলেত নয়! আমাদের দেশকে আপনি চেনেন না! ভালবাসা এখানে অপরাধ! মেয়েদের নামে কলঙ্ক রটাতে সবাই যেন সতত পঞ্চমুখ হয়ে রয়েছে!"

"জানি, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নির্দোষ বন্ধুত্ব এরা বিশ্বাস করতে পারে না! কোনো অনাত্মীয় দুটি নর নারীর অন্তরঙ্গতা দেখলেই এরা তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একটা অবৈধ যৌন সম্পর্ক কল্পনা ক'রে নেয়!"

"শুধু কল্পনা ক'রেই ক্ষান্ত হয় না! স্বচক্ষে দেখেছে বলে সকলের কাছে হলপ্‌ করে রটায়!"

"পরাধীন জাত, দেহে মনে চরিত্রে ও চিত্তে একান্ত দুর্বল এরা! পরশ্রীকাতর—পরসুখদ্বেষী—অক্ষম কাপুরুষের দল! স্ত্রীলোকদের আঘাত করতে তাই এরা নির্লজ্জের মত ফণা উদ্যত করে থাকে—"

"এই দেখুন না—এই যে আমি মেয়ে ইস্কুল খুলে স্বাধীন ভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করি; এটা এদেশের লোকের পক্ষে অসহ্য! আমি যদি কোনো আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে তাঁদের সংসারে দাসীবৃত্তি ক'রে কাটাতুম, তা'হলেই ওঁদের বেশ মনের মতো হ'তো।"

"তুমি রাণী হ'য়ে জন্মেছো জয়ন্তী; দাসী হবে তোমার এই নিখিল ধরণী—"

"থামুন! আপনি বড় মনরাখা কথা বল্‌তে শিখেছেন!"

"মনরাখা কথা কেন? তোমার অভাব কিসের? স্কুল খুলেছো তুমি অন্নপূর্ণার মতো বিদ্যা বিতরণের জন্য, জীবিকা-অর্জন তো আর উদ্দেশ্য নয়। পূর্ণ থাক তোমার "ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের" অঙ্ক! নিঃশঙ্কচিত্তে ভুবন বিজয়িনী হয়ে বাস করবে তুমি চিরদিন।"

"আপনার এ শুভ ইচ্ছা সার্থক হবার তো কোনো উপায় দেখছি নি। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। জয়ন্তী বালিকা বিদ্যালয় আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের জমার পাতায় মস্ত এক ফুটো কেটেছে! যখন ইস্কুল খুলি, হাতে আমার দু'লাখ টাকারও বেশী মজুত ছিল, কিন্তু, ইস্কুলের পিছনে তার অর্দ্ধেকটাই প্রায় ব্যয় হ'য়ে এসেছে!"

"বলো কি তুমি? এই ইস্কুল তোমার ঐশ্বর্যের অর্দ্ধেক [illegible] করে বসেছে এর মধ্যে? তুলে দাও—তুলে দাও—"

"দিতে তো চাই! দেওয়া উচিতও। কিন্তু কি নিয়ে থাকি বলুন ত? আমার জীবন যে বড্ড নিঃসঙ্গ—নেহাৎ একলা যাকে বলে!—"

"আমি তা জানি জয়ন্তী, আমার হৃদয় দিয়ে আমি যে তা অনুভব করি! তাই কতদিন মনের মধ্যে এই দুরাশা জেগেছে যে—"

..."কই গো দিদিমণি!"—বলতে বলতে বিশু খুড়ো এসে উপস্থিত হলেন। "এই যে ভায়া আমার এইখানেই আছেন! দেখা হ'লো ভালই হ'লো। আমাদের পল্লীর ভাবী কাউন্সিলারকে আমার সাদর অভিনন্দন জানাবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল!"

মিসেস্ মিত্তির বা মিঃ জি-কে কেউই তাঁর কোনো কথার উত্তর দিলেন না দেখে বিশু খুড়ো তাদের মুখের দিকে বার কতক ফিরে ফিরে চেয়ে দেখে বললেন—"আমি আসাতে তোমরা বিরক্ত হয়েছো দেখছি। বোধ হয় তোমাদের কোনো গোপনীয় আলোচনায় বাধা দিলুম।"

এবার দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলো—"না না, সেকি দাদু! আপনি এ কি বলছেন? আসুন—আসুন, বসুন, চা খান—"

"চা আর আজ তোমার এখানে খাবো না দিদি, 'ভোটরঙ্গ' দেখতে গিয়ে সব দলেরই ক্যাম্পে এক আধ কাপ ক'রে খেতে হয়েছে, কেউ ছাড়তে চায় না! কি করি বলো? হ্যাঁ, ভাল কথা, দেওয়ানজী মশাই কি এদিকে এসেছিলেন ভাই?"

"তিনি বোধ হয় আর এখানে আসবেন না।"

"কেন দিদি?"

"কাল এসে তিনি হাজার দশেক টাকা দেবার জন্য আমাকে মহা পেড়াপীড়ি ক'রেছিলেন, আমি দিতে পারবো না বলাতে ভীষণ চটে চলে গেছেন।"

মিঃ জি'-কে ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"সে কি! দেওয়ানজী তোমার কাছে টাকা ধার করতে এসেছিলেন?"

বিশু খুড়ো তার উত্তরে ব'ললেন—"এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ভায়া? কারবারি মানুষ, টাকার দরকার ত' যখন তখন তাঁর হ'তেই পারে।"

"না না, আমি তা' বলছিনি; কিন্তু, হ্যাঁ, টাকাটা তুমি দিলে না কেন?" ব'লে মিঃ জি-কে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিসেস্ মিত্তিরের মুখের দিকে চাইলেন।

মিসেস্ মিত্তির বললেন—"দাদুকে জিজ্ঞাসা করুন। দেওয়ানজীকে টাকা দিলে কি আর তা আদায় হবে? মোটা সুদ দেবো বলে ওঁর ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্য যে হাজার টাকা বছর দুই হ'ল নিয়ে গেছলেন, তা' আজও ফেরত পাইনি।"

"বলো কি?",

বিশুখুড়ো বললেন—"বলে ভালোই! তুমি যেমন বোকার মতো ওকে কতকগুলো টাকা দিয়ে বসে আছো! আমি বেশী কিছু বলতে চাইনি, তবে রাগিণীর সঙ্গে যে ও তোমার বিয়ে কখনই দেবে না—এ তুমি দেখে নিও ভায়া!"

মিসেস্ মিত্তির একথা শুনে চমকে উঠে বললেন "ও! রাগিণী দেবীকে বুঝি উনি বিবাহ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন?"

মিঃ জি-কে প্রবল ভাবে একথার প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—"আমি? রাগিণী দেবীকে বিবাহ করতে চাই! হাঃ হাঃ হাঃ—আমার

তো মাথা খারাপ হয়নি এখনো। কোথায় পেলেন আপনি এ আজগুবি খবর বিশুদা ?"

"খবরের কাগজের মারফৎ।"

"খবরের কাগজ ! কোন্ কাগজে বেরিয়েছে ? আমি কেস্ আনবো তাদের নামে।"

"তোমারই কাগজ ভায়া ! 'শুভবাণী'র অবিনাশ তো আর মানুষ নয়, জ্যান্ত খবরের কাগজ।"

"ও ! অবিনাশ বাবু বলেছেন—নেশার ঝোঁকে বোধ হয়।"

"ঝোঁকটা কিসের তা জানিনি, নেশারও হ'তে পারে—ফলারেরও হ'তে পারে ! কিন্তু, সে কথা ছেড়ে দাও ; তোমার যখন সেরকম কোনো সদভিপ্রায় নেই, তখন আমি বলি কি দেখে শুনে তোমরা আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও।"

মিসেস্ মিত্তির হেসে উঠে বললেন—"সত্যি বলছো দাদু ?"

বিশু খুড়ো বললেন—"তিন সত্যি ক'রে বলছি ভাই !"

"কিন্তু : এ বয়সে আবার সংসার করতে সাধ গেল কেন ?"

"কেন গেল যদি বলি, রাগ করবে না বলো ?"

"এটা সুসংবাদ কি দুঃসংবাদ এখনো ঠিক বুঝতে পারছিনি দাদু ! সুতরাং রাগ করবো—কি হাসবো—বলা বড় কঠিন।"

"বলেই ফেলি, যা থাকে কুলকপালে। বিয়ে করবার সাধ আমার আজ তোমায় দেখে এই মাত্র মনে হ'ল দিদি ! কি সুন্দর যে তোমায় দেখাচ্ছে, সে আর বলতে পারিনি—নিরাভরণা শ্বেতবসনা সুন্দরীকে যে কত বেশী রূপসী দেখায় তা তোমায় না দেখলে কারুর ধারণাও

হবে না। যেন দেবী বীণাপাণি! যা-কুন্দেন্দু-তুষার-হারধবলা-য-শুভ্র বস্ত্রাবৃতা!"

"তা তুমি যতই আমার স্তবগান করো দাদু, তোমায় কিন্তু আমি বিয়ে ক'রতে রাজি নই।"

"তা' আমায় না বিয়ে করতে রাজি হও, আমার এই ছোকরা নাতিটিকেই না হয় করো"—বলে বিশুখুড়ো একমুখ হেসে মিঃ জি-কের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন।

"যান্! বুড়ো হ'য়ে আপনার যেন ভীমরতি হয়েছে" ব'লে মিসেস্ মিত্তির সেখান থেকে লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে পালিয়ে গেলেন।

বিশু খুড়ো সহাস্য মুখে মিঃ জি-কের দিকে ইসারা ক'রে বললেন—"বড় ভালো মেয়ে দাদা! যেমনি রূপ তেমনি গুণ! ধনে লক্ষ্মী, বিদ্যায় সরস্বতী। বিয়ে হয়েছিল এক বড়লোক বুড়ো মাতালের সঙ্গে, কিন্তু ও তাকে কোনো দিনই স্বামী বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি। বংশরক্ষার জন্য মিত্তিরজা এই মেয়েটিকে বিবাহ করেছিলেন বটে, কিন্তু মেয়েটি স্বামীর ঘর করলে না। বাপের কাছে লেখাপড়ার চর্চা নিয়েই বিদ্যার আরাধনায় মগ্ন হয়েছিল, ওকে 'বিধবা' বলা চলে না। একেবারেই কুমারী।"

মিঃ জি-কে অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—"কুমারী! জয়ন্তী কুমারী? নামটা পিকিউলিয়র্! ঠিক বাঙালীর মেয়ের এরকম নাম সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না।"

"তুমি দেখছি আজ যেন কেমন একটু বিমনা হয়ে রয়েছো ভায়া! হবারই কথা, ইলেক্‌সানের খবরটার জন্যে মনটা উতলা হয়ে রয়েছে নিশ্চয়?"

"তা একটু রয়েছে বই কি? আপনি কাকে ভোট দিলেন?"

"আরে ভোট কি ছাই আমার আছে? না-দিই টেক্স খাজনা, না দিই একটা অন্ততঃ ডগ-লাইসেন্সও! দুঃখের কথা বলবো কি, একটু মাথা গুঁজে থাকবারও ঠাঁই নেই আজ আমার।"

"বেশ তো, সেজন্য দুঃখ কেন? আপনি চলে আসুন আমার বাসায়, আমরা দু'জনে বেশ আনন্দে থাকবো।"

"তা মন্দ হবে না ভাই! যৌবন আর জরা যেমন একই দেহে পরস্পর মিলেমিশে সংগোপনে বাস করে, আমরাও দু'জনে তেমনি একসঙ্গে এক-বাসায় থাকবো। উত্তম প্রস্তাব! এ নিমন্ত্রণ শুধু উদার ও উদাত্ত যৌবনই পাঠাতে পারে! যৌবনের অসাধ্য কিছু নেই! সেদিনের বক্তৃতায় তুমি ঠিকই বলেছিলে ভায়া! মৃত্যুকে যদি কেউ তুচ্ছ ক'রতে পারে—সে শুধু ঐ বীর্য্যবান শক্তিমান যৌবন! আমি চল্লুম, ভোটাভুটির খবরটা ভাল ক'রে নিয়ে আসি! আমাদের ওয়ার্ডে তো দেখলুম তোমারই জয়জয়কার। "শঙ্খচক্রগদাপদ্ম" যেন বৃষ্টি হতে সুরু হয়েছে। 'আগামীকালের নয়া বাংলা'র দল মাতিয়ে রেখেছে তোমার পোলিং বুথ! চল্লুম দাদা, তুমিই রিটার্ণ হবে এ ওয়ার্ড থেকে এই বলে গেলুম দেখে নিও। আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না।"

বিশু খুড়ো পিছন ফিরতে না ফিরতেই, ডাক্তার বিজয় মিত্র এসে ঘরে ঢুকলো। দু'জনে মুখোমুখি হ'তেই খুড়ো বলে উঠলো—"আরে কেও! ডাক্তার ভায়া যে! তুমি এখানে কি মনে করে'? তোমাকে তো বড় একটা মালিনী মাসীর আসরে দেখতে পাইনি! এখানে কি আজ কোনো জরুরী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুশীলন বা গবেষণার জন্য এসেছো?"

বিজয় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুশীলন?"

"তা নয়ত আর কি? এই যে ইলেক্‌শান আর ভোটাভুটি, এ তো সংক্রামক ব্যাধির মত শহরময় আজ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ভোট রোগের বীজানু বা জীবাণু যদি আবিষ্কার করে একটা ইনজেক্‌সানের সিরাম তৈরি ক'রে যেতে পারো, সংসারে একটা অমর কীর্তি রেখে যেতে পারবে। চাই কি কর্পোরেশানের হেল্‌থ-অফিসারের পোষ্টটা তোমাকেই ওরা অফার করে বসবে।...আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনে, কথাটা ভেবে দেখো। আমি এখন চল্‌লুম।"

বিশুখুড়ো চলে যেতেই বিজয় ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঘোষ! তুমি কি আবার আজ সার ভুপেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেছলে?"

মিঃ জি-কে ক্ষণকাল বিজয় ডাক্তারের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন—"হ্যাঁ, গেছলুম।"

"চৌধুরী সাহেব কি বললেন?"

"তোমার সে খোঁজে দরকার কি?"

"দরকার না থাকলে জিজ্ঞাসা করতুম না। তিনি আমাকে কি বলেছেন কি না তোমার সম্বন্ধে—"

"কি বলেছেন বলো তো?"

"তোমার সে খোঁজে দরকার কি?"

"আরে! আমি যে তাঁকে এক মস্ত চিঠি ছেড়েছি!'

"চিঠিতে লিখেছো কী? চোখ রাঙিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কিছু লেখনি ত?"—

"পাগল হয়েছো? আইনজীবী হ'য়ে আমি অত কাঁচা কাজ ক'রবো? আমি কি তোমার মত এক হেতুড়ে ডাক্তার?—আমি লিখেছি যে—'আপনি যে সেদিন আপনার কন্যাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিলেন আমার কাছে, আমি তাতে সম্মত হয়ে এসে সমস্ত আয়োজনই প্রায় শেষ করেছি। আপনার নির্দিষ্ট তারিখে আমার সুবিধাই হবে, কারণ তার আগেই কোর্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে পত্রে আলোচনার চেয়ে—মুখে কথা ক'য়ে আসাই ভালো, সুতরাং, কাল সন্ধ্যার পর আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এটা জেনে আসবো এবং নিমন্ত্রণ পত্রের মুসাবিদাটাও আপনার কথা মত নিয়ে যাবো ও আপনাকে দেখিয়ে আপনার ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন ও সংশোধন করে নেবো—!"

"সর্বনাশ! তুমি তো অতি ভয়ানক লোক! কিন্তু, আমি হ'লে এত তাড়াতাড়ি কখনই আর দেখা করতে যেতুম না! তা'ছাড়া কাল আবার প্রতিমাদেবীর জন্মতিথি-উৎসব, বহুলোক সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে আসবে—তার মাঝখানে—"

বাধা দিয়ে মিঃ জি, কে, বললেন—"সেত' আরও ভালো! কন্যার জন্মোৎসবে ভাবি জামাতাটিও না থাকলে মানাবে কেন? ভাগ্যিস ব'ললে বিজয়!—প্রতিমার জন্মদিন কাল?—আমি কালই যাবো,—কালই দেখছি সব চেয়ে সুবিধে—একেবারে মাহেন্দ্রযোগ! অনেক লোক আসবে ব'লছো না?—একটা খুব দামী উপহার শ্রীমতীর জন্য নিয়ে যেতে হবে—"

"তোমায় ঢুকতে দেবেনা—"

"সে দেখা যাবে! স্যার ভূপেন্দ্রকে বধ করবার ব্রহ্মাস্ত্র আছে আমার হাতে!—"

"চিঠিতে ও কথাটাও লিখেছো নিশ্চয়!"

"তোমাকে বুড়ো আমার চিঠিখানা দেখিয়েছে বুঝি?"

"না, মুখে অনেক কথা বলেছেন, যা' শুনে আমার মনে হ'লো তুমি সম্ভবতঃ তাকে কিছু ভয় দেখিয়েছো—"

"হুঁ হুঁ! ভয় পেয়েছেন তাহ'লে! পথে এসো! তবে না বলেছিলে তোমার মুরুব্বী আমাকে মোটে আমোলই দেবে না?"

"এই যে—তোমার সে চিঠির জবাব তিনি আমার হাতেই পাঠিয়েছেন।"

"কই দেখি দাও কি লিখেছেন, এতক্ষণ দাও নি কেন?—"

"তোমায় দেবার হুকুম নেই! এ যাচ্ছে লালবাজারে পুলিশ কমিশানারের কাছে!—"

"পুলিশ কমিশানারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের কি সম্বন্ধ?"

"আছে বৈকি একটু! তুমি যে "কমিউনিষ্ট্" নও তার প্রমাণ কি? তোমার 'আগামীকালের নায়া বাংলা'র দল একটি 'টেররিষ্ট্-সম্প্রদায়'। এ চিঠি পুলিশ কমিশনারের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তোমার বাসা সার্চ্চ্ হ'য়ে তোমাকে এ্যারেষ্ট্ ক'রে বিনাবিচারে ভূস্বর্গ এ্যাণ্ডাম্যানে চালান দেওয়া হবে। সেখানে হয়ত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যই তোমাকে একদম 'ইণ্টার্ণড্' হ'য়ে থাকতে হবে—"

"নন্‌-সেন্স!—তোমার চৌধুরী সাহেবের দেখছি 'সেনাইল্ ডিকে' হয়েছে! ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এখনো এতটা 'ফুলহাড়ি' হয় নি যে তাঁর

মত এক 'ফসিলে'র অনুরোধে নির্দোষীকে ধরে তারা দ্বীপান্তর পাঠাবে। 'এ্যাবসার্ড'!—ওকথা বলে তুমি আমাকে ভড়কাতে পারবে না বন্ধু! আমি 'বোষ' হলেও তোমার বাড়ীর গয়লা মনে কোরনা আমাকে! ভুল করবে? তার চেয়ে, একটা খবর জিজ্ঞাসা করি বলো দেখি—আমার শ্বশুর মশাই কাকে ভোট দিলেন জানো?—"

"ভাবি জামাতাকে যে নয় এ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো!"

"চৌধুরী কি জাত জানো?"

"না! কেন?"

"গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বোধ হয়! নইলে এবুদ্ধি হবে কেন? ভোট যদি বুড়ো আমায় না দিয়ে থাকে তাহ'লে আমি ওকে নিশ্চয় জেল খাটাবো—এই তোমাকে বলে দিলুম দেখো!—"

"পাগলামী করোনা। অতবড় লোকের পিছনে লাগতে গেলে নিজেরই সর্বনাশ হবে। সেই 'মৃৎ পাত্র আর কাংসপাত্রের গল্প' মনে আছে তো?"

"ও গল্প যে যুগে লেখা হয়েছিল—আজ আর সে যুগ নেই। এখন মাটি হয়ে গেছেন ওঁরাই, আর লোহা হয়ে উঠেছি আমরা!"

"তাই বুঝি 'মাটির পুতুল' মনে ক'রে প্রতিমাদেবীকে নিয়ে তুমি খেলা করতে চাও?"

"খেলা!—হোয়াট্ ডু ইউ মীন? আমি নিঃসম্বল হ'তে পারি, কিন্তু নীচ নই! আমাকে তুমি কি এমনিই ইতর ঠাউরেছো?—খেলার মতলব থাকলে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে ওর বাপের কাছে আগে যেতুম না—মেয়ের কাছেই যেতুম—বুঝলে?"

"আচ্ছা, এ মতলবটা কি তুমি ছাড়তে পারো না ?"

"কি মতলব ?"

"এই প্রতিমাদেবীকে বিবাহ করবার দুরভিসন্ধি !"

"কেন বলো দেখি ?"

ডাক্তার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে আছে দেখে মিঃ জি, কে, বললেন—"সার ভূপেন্দ্র কি এটা চান ? না—তাঁর পারিবারিক চিকিৎসকের একান্ত মনোগত অভিপ্রায় এটা ?"

"সে যারই হোক না ; এটা বোঝনা কেন যে প্রতিমাদেবী এতে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ পাবেন !"

"তুমি কি তাঁর অন্তরের চিকিৎসাও করো নাকি ?—কিন্তু ; আমি—সেটা তাঁর নিজের মুখ থেকে না-শোনা পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিতে প্রস্তুত নই !"

"তোমাকে এ মতলব ছাড়তেই হবে !—"

"ঈস্ ! তোমার যে বেজায় গরজ দেখছি !—তার চেয়ে স্পষ্ট বলেই ফেল না কেন যে,—এমন করে আমার মুখের গ্রাসটি তুমি কেড়ে নিও না বন্ধু ! আমি যে আশায় এতদিন ধ'রে ওখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি ; তুমি আর সেখানে উড়ে এসে জুড়ে বোসো না !"

ডাক্তার বিজয় অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে বলে উঠলো—"আমি ? সেকি ? না না ! তুমি কী যে বলো !—"

মিঃ জি, কে, মাথা নেড়ে বললেন—"থাক্ ! বোঝা গেছে ! লজ্জায় একেবারে—অস্থি মজ্জা পর্যন্ত লাল হ'য়ে উঠলো যে ! কিন্তু, উপায় নেই ! বলি শোনো ! এভাবে আমার আর চলছে না ? আমাকে

ঠেলে উঠতেই হবে। সাক্‌সেস্‌ফুল ব্যারিষ্টার হ'তে হ'লে সাক্‌সেস্‌ফুল ম্যারেজ দরকার। এ সুযোগ আমি ছাড়তে পারবো না!—দেখো; সত্যি কথা বলতে কি, আমি হচ্ছি একটা 'বর্‌ন্‌ এরিষ্টোক্র্যাট!' আমি আর এ অবস্থা সহ্য করতে পারছিনি—এই রাম শ্যাম যদু মধুর কাঁধে হাত দিয়ে ইয়ারকি দেওয়া আর পোষাচ্ছে না! মেসের ভাতও আর মুখে রুচছে না! দেওয়ানজী কুঠির নীচেকার স্যাঁত স্যাঁতে ঘরেও আর আমার পড়ে থাকতে ভাল লাগছে না!—চৌধুরী পরিবারের 'ষ্টাণ্ডার্ড অফ লিভিং' আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে! আমি এবার নিজেকে চিনতে পেরেছি; বুঝতে পেরেছি আমার সমস্ত মন ভিতরে ভিতরে অমনি আরামে—অমনি বিলাসেই থাকতে চায়! ওদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা আমাকে একান্ত প্রলুব্ধ ক'রেছে!—প্রতিমার মত অভিজাত ঘরের একটি সুন্দরী বিদুষী মেয়েকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাবার জন্য আমার অন্তর লালায়িত হয়ে উঠেছে!"

"সেকি হে! তোমার আগামীকালের নায়া বাংলার দল—তোমার দেশোদ্ধার—সমাজ সংস্কার—"

বাধা দিয়ে মিঃ জি-কে বলে উঠলেন—"তুমি বৃথাই ডাক্তারী পড়েছো বিজয়! মানব চরিত্রের বিচিত্র রহস্য—তার অন্তরের নিভৃত গুহার যে অবচেতন মনস্তত্ব—সে সম্বন্ধে দেখছি তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ! তাই চিকিৎসা জগতে তুমি আজও অপরিচিতই হয়ে রইলে। কোনো রকম যুগান্তরই আনতে পারলে না সেখানে। মনোবিকলনের ইতিহাস যদি তোমার জানা থাক্‌তো বুঝতে পারতে যে এই দেশোদ্ধার—সমাজ-সংস্কার—নারী নিগ্রহের প্রতিকার—ইত্যাদি যা কিছু পাব্‌লিক কাজ দেশের

পুরুষ বা মহিলারা করেন—সমস্তই রোগে! ওসব তাঁদের অসুস্থ মনের 'রিপ্রেশানের' ফল!—বিদেশী শাসনের 'অপ্‌প্রেশান্‌' নয়! যে মুহূর্ত্তে সেই 'রিপ্রেশানের' কারণ দূর হয়ে যায়, সেদিন থেকে তাঁরাও যান বদলে, হ'য়ে ওঠেন অন্য মানুষ! নির্বাহ করেন নূতন জীবন-যাত্রা নব-আবেষ্টনের মধ্যে!"

"কিন্তু—" ডাক্তার বিজয় মিত্র কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন,—অকস্মাৎ সেই সময় রায়বাহাদুর নীলাম্বর সেঠকে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে সেখানে আসতে দেখে চুপ ক'রে গেলেন।

রায় বাহাদুর ঘরে ঢুকেই মিঃ জি-কের হাত ধ'রে বললেন—"উঠে পড়ো ঘোষ! আর না। সব রেডি। এইবার প্রোসেশান্‌ ক'রে পোলিং বুথের সামনে দিয়ে ঘুরে আসবে চলো!" ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে—বললেন "আরে! ডাক্তারবাবু যে এখানে! ভালই হ'লো—চলুন আমাদের সঙ্গে।—"

মিঃ জি-কে হো-হো করে হেসে উঠে বললেন—"তবেই হয়েছে! তাহলে ওর সমস্ত ফিউচার্‌ প্রসপেক্ট্‌ মাটি হ'য়ে যাবে! আপনি বুঝি এ খবর শোনেন নি যে সার ভূপেন্দ্র আমাকে ভোট না দিয়ে—"

বাধা দিয়ে বিজয় ডাক্তার বললেন—"চুপ! ওটা 'প্রাইভেট এণ্ড কনফিডেন্‌শিয়াল!' বললে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে!—"

"বড় বয়েই গেল! ওল্‌ড ফুল আমার এগেন্‌ষ্ট্‌এ ভোট দিতে ..., আর আমি তা বলবোনা কাউকে?"

বিজয় বললেন—"ইয়ু আর নট্‌ সাপোজ্‌ড্‌ টু নো ত্যাট্‌!"

রায়বাহাদুর বললেন—"তা' এতে কিন্তু তোমার রাগ করা অন্যায় মিঃ ঘোষ! তুমি তাঁকে গালাগালি দিয়েছ, অপমান করেছো—তারপর কি

করে আশা করো যে তিনি ভোট দেবেন তোমাকেই? আমি তোমাকে বারবার ঐ জন্যে সাবধান করে দিয়েছিলেম যে ও বুড়োকে হাতে রাখতে হবে, তোয়াজ করো, ঘাঁটিওনা—! তা তো' তুমি শুনলে না—! গোঁয়ার্তুমি করে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারলে!—"

"ভয় নেই রায়বাহাদুর! দু'দিন সবুর করুন! বুড়ো আমার হাতে আসবেই। শ্বশুর মশাইকে আমি তখন জব্দ করে ছেড়ে দোবো!—"

"কে কার শ্বশুরকে জব্দ করে দেখা যাবে।" ব'লে হঠাৎ বেজায় চটে ডাক্তার বিজয় সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেল!

মিঃ জি-কে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ক্ষণকাল বিদায়গামী বিজয়ের দিকে চেয়ে দেখে রায়বাহাদুরকে বললেন—"দেখুন, ঐ লোকটার রকম-সকম আমার একটুও ভালো লাগে না! ওর যেন ভিতরে ভিতরে কি একটা বদ মতলব আছে বলে মনে হয়!—আপনি কি সেটা লক্ষ্য করেন নি?"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছো; আমারও অনেকবার ঐ লোকটাকে দেখে এই রকম মনে হয়েছে।"

"কী ওর মতলব কিছু জানেন?"

"বিন্দু-বিসর্গও না!"

"কোনো রকম কিছু আন্দাজও করতে পারেন না?"

"পারা কঠিন। লোকটা গভীর জলের মৎস্য। তবে ওর আচরণ দেখে এটা বেশ বোঝা যায় যে সার ভূপেন্দ্রের মাথায় লোকটা বেশ মোটারকম হাত বুলোবার চেষ্টায় আছে।"

"আমারও তাই মনে হয়! কিন্তু সুবিধে করতে পারবেন না

বিশেষ। সে পথ আমি মেরে রেখেছি। সার ভূপেন্দ্রকে এখন আমারই মুঠোর মধ্যে আসতে হবে—"

"তার মানে?"

"ও-ও-ও! আপনাকে বোধ হয় বলিনি সে কথা? না?— এই দেখুন, এই হুণ্ডীখানা দেখলেই বুঝতে পারবেন—ব্যাপারটা—"

মিঃ জি-কে তাঁর কোর্টের ইনসাইড বুক পকেট থেকে একখানা লেফাপা বার করে এগিয়ে দিলেন রায় বাহাদুরের হাতে। রায় বাহাদুর সাগ্রহে সেখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে সত্বর খুলে হুণ্ডীখানা বার করে খুব মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগলেন। মিঃ জি-কে বিজয়ী বীরের মত গর্ব্বোৎফুল্ল হাসি নিয়ে তাঁর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন!

"তোমারই জিৎ অনিবার্য্য! কি খাওয়াবে বলো ভায়া?—বা দেখে এলুম—" বলতে বলতে বিশুখুড়ো ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুরকে দেখে চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন।

গৃহে তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব বুঝতে পেরে মিঃ জি-কে হুণ্ডীখানা এক নিমেষে রায় বাহাদুরের হাত থেকে ছোঁ-মেরে ছিনিয়ে নিয়ে লেফাপায় ভ'রে আবার বুকপকেটে পুরে ফেললেন। রায়বাহাদুর তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ছিলেন, কিন্তু, বিশু খুড়ো ব'লে উঠলো —"আহা-হা! বোসো—বোসো—আর একটু! নোড়োনা রায়বাহাদুর —বাস্তবিক! কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোমাদের দু'জনকে! আমার কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছিল কাশ্মীরের সেই গন্ধর্ব্বল হ্রদের তীরে শারদ প্রভাতের সুন্দর চিত্রখানি—!"

"আঃ! কী যে বাজে বকো খুড়ো! কিছু টেনে এলে বুঝি?"

"মাইরি বলছি নীলাম্বর, বিশ্বাস করো।—তোমাদের দুজনকে দেখেই আমার সেই শ্রীনগরের ভোরের ছবি মনে পড়ে গেলো!—একই আকাশে বিগত নিশার অস্তাচলযাত্রী পাণ্ডুর চাঁদ, আর আগত দিনের উদয়োন্মুখ তরুণ সূর্য্য! জীবন ও মরণ যেন একসঙ্গে পাশাপাশি—চমৎকার!"

"কিন্তু তুমি যখন এসেছো—এর সকল সৌন্দর্য্য হরণ ক'রে তবে তো যাবে?"—

"আরে বাহবা রায় বাহাদুর!—হরণ বলতে স্মরণ হ'ল একটা কথা! লালবাতী বরণ করলে শুনচি আমাদের এক মস্তবড় দেওয়ানী ব্যাঙ্ক! এখন ফৌজদারী না হ'লে বাঁচি! কোর্টের বেলিফ্ পেয়াদারা যে রকম ছুটোছুটি ক'রছে দেখে এলুম—তাতে—"

মিঃ জি, কে ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"সে কি দাদু? সত্যি ব'লছো? না তামাসা?—কোন্ ব্যাঙ্ক ফেল হ'ল?"

বিশুখুড়ো রায়বাহাদুরকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—"ওঁকে জিজ্ঞাসা করো ভায়া, উনি ব্যাংকের গদীতে নয়, ব্যাংকের 'ব্বাংকে' রেল গাড়ীর মতো শুয়ে থাকেন! কো-অপারেটিভে আছেন, চৌধুরী'জ সেভিং ব্যাংকে আছেন, সুবারবান্ ফাইনান্স্ এণ্ড ইনভেষ্টমেন্টএ আছেন, নর্থ ক্যালকাটা লোন এণ্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশনে আছেন—কিসে নেই?—আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনে—যাই, একবার ভাল করে সন্ধান নিইগে—একটা বড় ব্যাংক্ ফেল হওয়া মানেই ত' আর পাঁচটাকেও টলিয়ে দিয়ে যাওয়া—" বলতে বলতে বিশুখুড়ো কী

যেন একটা বিশেষ কাজে চলেছেন এমনি ভাবে ব্যস্ত হয়ে প্রস্থান করলেন।

মিঃ জি-কে' রায়বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"খুড়োর এ খবর যদি সত্যি হয় তাহ'লেত' সর্বনাশ!"—

"ওটা বোবভুলে! ওর কথা ছেড়ে দাও। হাঁ, ভালকথা। তুমি যে হুণ্ডীখানা একটু আগে আমায় দেখালে ওতে চঞ্চলের নাম রয়েছে যেন দেখলুম!"

"শুধু চঞ্চলের নয়, চঞ্চলের বাবারও নাম সই আছে।"

"দেখেছি, কিন্তু—"

"ঠিক তাঁর সই বলে মনে হচ্ছে না—না?"

"সই তাঁরই; তবে কি না—"

"ওটা জাল সই। আপনি ধরেছেন দেখছি?"

"জাল সই!—বলো কি? তা'হলে আর এ হুণ্ডীর মূল্য কি? এতো চোতা কাগজ!—"

"ঠিক উল্টো!—এতে জাল সই আছে বলেই—আসল হুণ্ডীর চেয়ে এখানি ঢের বেশী দামী! কোম্পানীর কাগজের চেয়েও এর দর উঁচু—"

"কি হিসেবে বলছো?—"

"সোজা হিসেব রায়বাহাদুর! জালজালিয়াতীর হাঙ্গামে কে আর জড়িয়ে পড়তে চায় বলুন?—সার ভূপেন্দ্র যে প্রকৃতির মানুষ এ হুণ্ডীখানা হস্তগত করবার জন্য তিনি সর্বাগ্রে সচেষ্ট হবেন!"

"কিন্তু, ঐখানিই যে একমাত্র জাল হুণ্ডী এটা তুমি অনুমান ক'রছো কী থেকে। বাজারে যে এরকম জালহুণ্ডী আরও অসংখ্য নেই তার কি নিশ্চয়তা!"

"তাই নাকি ?—বলেন কি রায়বাহাদুর—? সার্ ভূপেন্দ্র কি—"

"বাইরের চটক দেখে সব সময় ভিতরের খবর পাওয়া শক্ত!—এই সোজা কথাটা বোঝ না কেন যে বাপের অত বড় কারবার থাকতেও চঞ্চল আলাদা বিজনেস্ খুলেছে কেন ?—"

"কেন বলুন ত ? আপনার কি মনে হয় ?—"

"ওটা নিশ্চয় বাপ-বেটায় পরামর্শ করেই করেছে! গণেশ ওল্টাবার আগে বাজার মারবার ষড়যন্ত্র! সার্ ভূপেন্দ্রের কারবার সম্ভবতঃ ভিতরে ভিতরে টলটলায়মান!—"

"না না এ হ'তেই পারে না—"

"নইলে জালহুণ্ডী চালাবে কেন ? নিশ্চয় ফাঁক হ'য়ে এসেছে!"

"তাও কি সম্ভব ?"

"অসম্ভব মনে করবারও তো কোনো কারণ দেখছি নি! বিশুখুড়ো তো এইমাত্র বলে গেল শুনলে যে মস্ত বড় একটা ব্যাঙ্ক—লালবাতি জেলেছে—তা'যদি হয়, তাহ'লে ত' সার্ ভূপেন্দ্র একেবারে ডুবলেন!"—

"সর্বনাশ! আপনি বলেন কি ?—"

"বুড়ো ডোবে ডুবুক্—তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে ছেলেমেয়ে দুটোকেও পথে বসালে! প্রতিমা দেবীর বিয়েটাও যদি অন্তত পক্ষে দিয়ে রাখতো তাহ'লেও একটা কাজ হ'ত! এখন ও-মেয়েকে আর বিয়ে করতে চাইবে কে ?—একটা পয়সাও তো আর শ্বশুরের কাছ থেকে পাবার আশা রইলো না!—"

"ও!...বুঝিচি এইবার! তাই ডাক্তার বিজয় আমায় এত ক'রে নিষেধ ক'রছে! বার বার মিনতি জানাচ্ছে; কাতর ভাবে অনুরোধ

ক'রছে! যথার্থ বন্ধু যদি কেউ থাকে তো এই বিজয়ই আমার একমাত্র হিতৈষী দেখছি!"

"তাতো হবেই! হাজার হোক অনেকদিনের সহপাঠী ত' বটে। তা' বিজয় কি বলে?"—

"সে আমায় সৎপরামর্শই দিয়েছে—গোড়া থেকে! কিন্তু আমি তখন বুঝি নি; তাই তার কথা অগ্রাহ্য করেছি—! আপনার কথা শুনে আমার আজ চোখ ফুটলো!—জালছত্রীর রহস্যটাও এবার বেশ পরিষ্কার বোধগম্য হ'চ্ছে! যাক্—সব কেঁসে গেল দেখ..."

মিঃ জি-কে একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন দেখে রায়বাহাদুর ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—"এ কি ঘোষ? এতে দুঃখিত হবার কি আছে? ভাগ্য তো চিরদিন কারুর সমান যায় না? ধনরত্নের অধিশ্বরী দেবী যে চিরচঞ্চলা! সার্ ভূপেন্দ্রের এতকাল সুদিন ছিল এখন দুর্দিন সুরু হ'ল! কিন্তু, গোপনে একটা কথা বলি তোমায়; মেয়েটি ভালো! যদি যথার্থই তাকে ভালবেসে থাকো,—বিয়ে করে ফেলো! নাইবা থাকলো তার বাপের মোটা রকম যৌতুক দেবার মতো সঙ্গতি!—কি এসে যায় তাতে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো বটেই, কি এসে যায় তাতে?—সে তো ঠিক—"

"প্রেম স্বর্গীয় বস্তু! সেখানে যে সঙ্গীতের সুর—দুটি ব্যাকুল অন্তরে ধ্বনিত হয়, টাকার ঝনৎকার সেখানে পৌঁছতে পারে না! দুটি জীবন যথার্থ সুখী হতে পারে—একমাত্র ভালবাসার 'সোনার কাটি' ছুঁয়েই! রূপোর চাকায় ব্যবসার মালগাড়ী চলে—প্রেম নয়!"

"আজ্ঞে হাঁ, তা তো' নয়ই!"

"তোমার মন যদি সার্থক প্রেমের দুর্লভ আনন্দে পূর্ণ থাকে, জগতে কী না তুমি করতে পারো? যত্ন, অধ্যবসায়, চিত্তের দৃঢ়তা ও দেহের পরিশ্রমের দ্বারা তুমিও অচিরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। দারিদ্র্যকে ভয় কোর' না! অভাবকে তুচ্ছ করতে শেখায় একমাত্র প্রেম! প্রেম যে কি দুর্জয় শক্তি এনে দেয়—আমি তা জানি। যৌবনে এ অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে আমাকে উত্তীর্ণ হ'তে হ'য়েছিল!—সাহস রেখো বন্ধু!—তোমার গৃহ হবে অনন্ত শান্তির নিলয়—তোমার পতিপ্রাণা পত্নীর পুণ্যপাদস্পর্শে!"

"কিন্তু, আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি আপনার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছি—তার কি হবে?—আমাকে যে আপনি দেশের ও দশের বরেণ্য ক'রে তুলবেন বলে মতলব ক'রেছেন—তার কি হবে?—"

"আরে, সে যা-হয় হবে, তা বলে কি আমি তোমার জীবনের সর্বোত্তম সুখ থেকে তোমায় বঞ্চিত করবো? তা হয় না! কথা দিয়েছো বলেই যে তোমাকে তা' রাখবার জন্য এত বড় স্বার্থ-ত্যাগ করতে হবে—সে আমি চাই না।"

"কিন্তু, আমি যে আজ সকল স্বার্থ ত্যাগ ক'রতেই চাই! আমি যে আজ আপনাকে দেখাতে চাই যে—আপনি অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করেন নি। আমার যোগ্যতা আছে! আমার বড় হবার শক্তি আছে! ওই যে দেশের তরুণের দল—যারা বাংলার ভাবি আশা ভরসা—ভবিষ্যৎ গৌরব—তারা উচ্চ কণ্ঠে আজ আমাকে আহ্বান করছে। আমি কি তাদের ফেরাতে পারি? আত্মসুখের জন্য তাদের হতাশ করবো কোন্ মুখে?—আমাকে যে তাদের ভার নিতেই হবে!"

"সেকথা ঠিক!—কিন্তু, সে যে প্রচুর অর্থসাপেক্ষ? টাকা কোথা পাবে?"—

"আপনার আশীর্বাদে টাকার অভাব আমার কোনোদিন হবে না জানবেন—"

"আমার আশীর্বাদই আছে, কিন্তু, টাকা নেই একটিও!"

"সেই আশীর্বাদই আমার পক্ষে যথেষ্ট! আমি তা শিরোধার্য ক'রে নিয়ে আমার হতভাগ্য দেশবাসীর হিতসাধনে আত্মোৎসর্গ করবো! ঈশ্বর আমার সহায় হবেন! তাঁর কৃপায় আমি পথ খুঁজে পাবই। সেই নূতন পথে যাত্রা করবো আমি নবোদ্যমে! যে নারীকে ভালবেসিছি আমি আমার আত্মার সকল সত্ত্বা দিয়ে—দেশমাতৃকার পূজায় আমার সেই প্রেমকে আমি বলি দেবো! আমার সকল সুখ-সৌভাগ্য নিবেদিত হোক আজ জননী জন্মভূমির চারুচরণ অর্চনায়!"

রায়বাহাদুর সবিস্ময়ে ক্ষণকাল মিঃ জি, কে'র মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর পরম হৃদ্যতার সঙ্গে তার ডান হাতখানা চেপে ধরে গদগদ কণ্ঠে বললেন—"যথার্থই তুমি অসামান্য বটে! তোমার ত্যাগ অসাধারণ!—আচ্ছা; আমি চললুম পোলিং বুথে, প্রোসেশান নিয়ে যাবার ব্যবস্থাটাও সেরে আসি।—"

রায়বাহাদুর চলে গেলেন। মিঃ জি, কে কিন্তু কিসের যেন একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে ঘরের মধ্যে অশান্তভাবে পদচারণা সুরু করলেন।

এই সময় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আদিনাথ এসে উপস্থিত হ'ল সেখানে। মিঃ জি, কে সেই ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখে

একটু যেন অবাক হয়ে জি, কে'র দিকে চেয়ে হাঁ-করে দাঁড়িয়ে রইলো! একটু পরে জি, কে'র সঙ্গে চোখে-চোখে হতেই সে একটা মিলিটারি সেলাম ঠুকে বললে—"নমস্কার সর্দার! কি আদেশ? হুকুম করো!"

মিঃ জি, কে তার রকম দেখে বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তোমাকে এখানে পাঠালে?"

"মায়ের আজ্ঞা!"

"মায়ের আজ্ঞা?—আমি ত' জানি দেওয়ানজী মশাই বিপত্নীক। তোমার বাবা কি তবে আবার বিবাহ করেছেন—?"

"মা;—এ 'মা' সে 'মা' নয়, এ আর এক মা—যিনি আমার মা—যিনি আপনার মা—সকলের মা!—"

"কে তিনি—এমন দুর্ভাগিনী?—"

"আপনি মা'কে চেনেন না? তাকি হয়? আপনিই ত' আমাদের চিনিয়েছেন এই মা! শৃঙ্খলিতা—পরপদদলিতা সর্বস্বাপহৃতা মা, যাঁর কোটী কোটী সন্তান আজ অন্নহীন বস্ত্রহীন শিক্ষাহীন নিঃসহায় নিরাশ্রয়—"

"থামো, জ্যাঠামো কোরো না! তোমার এসব বাঁদরামী আমি বন্ধ ক'রতে চাই!"

"বাঁদরামী?"

"নয়ত কি? আমি লক্ষ্য করিছি,—ইদানিং তুমি সভাসমিতিতে আমাকে ভ্যাঙচাও! আমার হাস্যকর অপটু অনুকরণ ক'রতে চেষ্টা করো। ঠিক আমার মতন সাজপোষাক সুরু করেছো—আমার মতন

চুল ফেরাচ্ছ, যায় আমার মত গলার স্বরটাও করবার চেষ্টা ক'রছো? এর মানে কি?—"

"মানে? মানে আবার কি?—আমরা কি সবাই তোমার দলভুক্ত নই? তোমারই ভাবে ভাবিত, তোমারই উৎসাহে অনুপ্রাণিত নই? তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই কি আমাদের কর্তব্য নয়?—"

"অনুসরণ এক জিনিষ, আর 'অনুকরণ' আর এক! তুমি নিজেকে অনর্থক হাস্যাস্পদ ক'রে তোলো!"

"সেকি? তবে কি তোমার মতো হ'লেই লোক হাস্যাস্পদ হয়?"

"আমার মতো হলে হয় কিনা জানিনা, তবে—আমার ব্যর্থ অনুকরণ করলে নিশ্চয়ই হয়! এ বদস্বভাব ছাড়ো আদিনাথ। এটা ভারি খারাপ দেখায়। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার বাবার খবর কিছু জানো?—"

"কিচ্ছু না! তবে লোকের মুখে শুনছি তিনি নাকি আজ সকালের গাড়ীতেই ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্কের লাহোর শাখা পরিদর্শনে চলে গেছেন!"

"কেন? সেখানে কি কোনো গোল বেধেছে?"

"গোল তো চারদিকেই! সোজা আর কোনখানটা বলো?"

"এই সময় চলে গেলেন তিনি? হাতে একটা মস্ত কাজ এসেছে,—"

"আমারও যে হাতে একটা মস্ত কাজ এসেছে! কিন্তু, তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে দাদা!"

"নিশ্চয়ই করবো! কি করতে হবে বলো?"

"ধন্যবাদ! আমি যে কি বলে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝতে পারছি নি! আমি দাদা তোমার মতো একজন সুবক্তা নই, বরং

আমাকে একটা 'কম্‌বক্ত্‌' বলতে পারো! কিন্তু কথা না বলতে পারলেও কাজ করতে পারি আমি অসাধারণ! দেখেছো বোধ হয় আমার উৎসাহ কী অসীম। তোমার সহানুভূতি পেয়ে সে উৎসাহ আমার দ্বিগুণ বেড়ে গেল! আমি কিছু সৎকাজ করতে চাই।"

"আরে কাজটা কি ছাই বলো না!'—

"বড় মহৎ কাজ দাদা—অবশ্য—যদি তোমরা অনুমতি করো—'আমি তাহ'লে এই ফাল্গুনেই—বিবাহ করতে চাই!"

"ননসেন্স্‌! এর জন্য এত ভণিতা? বিবাহ করতে চাও করগে, কিন্তু—কাকে?"

"চুপ! এই বাড়ীরই একটি মেয়েকে।"

"অর্থাৎ জয়ন্তী বালিকা বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীকে?"

"আরে না না—আস্তে!—"

"তবে কাকে? কোনো শিক্ষয়িত্রীকে?—"

"হ্যাঁ—হাঁ! এইবার ঠিক অনুমান করেছো—"

"কোনটিকে?—মিস দাসকে—?"

"না, না, আস্তে!—"

"তবে কাকে?"

"প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে।"

"সেকি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? গৌরীমা'কে বিয়ে করবে কি? তিনি যে তোমার দিদিমার চেয়েও বয়সে বড়ো?"—

"আহা! না না! বড় চেঁচামেচি ক'রছো তুমি—প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মানে—আই ডোন্‌ট মীন দি হেড মিসট্রেস্‌! আমি চাই

তাঁকেই আমার জীবনসঙ্গিনীরূপে পেতে—যিনি এই বিদ্যালয়ের প্রাতঃস্মরণীয়া প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি স্বয়ং তুষারধবলা কুন্দেন্দুবর্ণা বাণী-স্বরূপিণী !—"

"ও সর্বনাশ। তুমি—মিসেস্ রায়—আই মীন মিসেস্ মিত্তিরকে বিবাহ ক'রতে চাও নাকি?—হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমরা ওঁকে মিসেস্ রায় বলো কেন?"

"চুপ। উনিই আমার স্বপন-প্রিয়া!—আমার হ'য়ে ওঁকে তুমি একটু বলো দাদা। তোমাকে উনি বড় শ্রদ্ধা করেন। উনি ছিলেন মিস্ রায়—মূর্খদের পাল্লায় পড়ে মিসেস্ রায় নামেও পরিচিতা হন। ওঁকে আমি আমার কিশোর বয়স থেকেই ভালবেসেছি!—"

"থামো! থামো! ভালবেসেছো না ছাই! কেন মিছে কপটাচরণ করছো—?"

"কপটাচরণ!"

"আলবাৎ! নিজেকে ঠকিয়ো না আদিনাথ। তুমি যে কী ভালবেসেছো তা' তুমি মনে মনে নিশ্চয়ই জানো।"

"তার মানে?"

"অত্যন্ত সরল। তুমি চাও ওঁকে বিবাহ করে ওঁর টাকাটা হস্তগত করতে?..."

"বাই জোভ! ওকথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!"

"ন্যাকামী রাখো! তোমার এসব জোচ্চুরি মতলবের ভেতর আমি থাকবো না—তা তোমায় স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।"

"জোচ্চুরি মৎলব? তুমি কি বলছো? বিবাহ কি একটা জোচ্চুরি?"

"তোমরা তো তাই ক'রে তুলেছো !"

"তার মানে—?"

"আমি অত কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না—বাজে সময় নষ্ট করবার আমার অবসর নেই।"

এই সময় বিজয় ডাক্তার আবার কোথা থেকে ঘুরে এলেন। বললেন—"ঘোষ, লেট্ মি কংগ্রাচুলেট্ ইয়ু !—তোমারই জয় জয়কার !"

"তুমি কি পোলিং বুথে ঘুরে এলে ?"

"হ্যাঁ।"

"কি রকম দেখলে ?"

"সবাই দেখলুম তোমাকেই ভোট দিচ্ছে !"

"তাই নাকি ?"

"কিন্তু, কর্পোরেশনে ঢুকে তোমার কি লাভ হবে আমি তো বুঝতে পারছি নি ! তোমার তো কোনো সম্পত্তি নেই যে কিছু সুবিধে হবে সেদিক দিয়ে ?"

"সম্পত্তি যাতে হয় সে ব্যবস্থাও তো করছি বন্ধু, সে তো তুমি জানো।"

"জানি বলেই তো বলছি,—দু'দিক সামলাবে কেমন করে? একদিক রক্ষে করতে গেলে—আর এক দিক খোয়াতেই হবে।—আচ্ছা, গুডবাই। আমি—চললুম !—"

ডাক্তার বিজয় যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল তেমনি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

আদিনাথ ডাক্তারের ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গেছলো। জিজ্ঞাসা

করলে—"উনি কি বলে গেলেন দাদা ?—একদিক রক্ষে করতে গেলে আর একদিক খোয়াতে হবে—মানে ?—"

"মানে বুঝিয়ে দেবো পরে। এখন যা বলি শোনো—তোমার হয়ে মিসেস্ মিত্তিরকে আমি বিশেষ করেই বলবো, সে তো তোমায় বলেইছি—"

"তাই কি বলেছো,—আমি যে শুনলুম ঠিক তার উল্‌টো! তুমি বললে যে—"

"আরে রাম রাম! আমি বলতে চেয়েছিলেম যে—টাকা দেখে পাত্রী-নির্বাচন করাটা অত্যন্ত হীন মনোবৃত্তি ও নীচ স্বার্থের পরিচায়ক। এ বিবাহ শুধু যে অপমানকর তাই নয়, মনুষ্যত্বের বিরোধী ; বিশেষতঃ তোমার মত লোকের তো একাজ সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ! তাই বলছিলুম কি বন্ধু, তুমি যদি এই কন্যাটিকেই—"

"কন্যা তো নেই ওঁর!—আমি ঐ বিধবা ভদ্রমহিলাকেই—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই হ'ল ; ও একই কথা! বিবাহের সময় রাঙা চেলি পরে সবাইকেই তো আবার 'কন্যা' হ'তে হয়—জাননা ?—আমি বলছিলেম-কি—যদি কেউ কোনো একটি মেয়েকে, অর্থাৎ, কোনো পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোককে যথার্থ-ই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাহ'লে, একমাত্র তার সেই ভালবাসার জোরেই সে মেয়েটির পাণিগ্রহণের দাবী করতে পারেন তিনি।"

"নিশ্চয়! আমারও তো তাই মত! এই কথাটাই আমি মিসেস্ মিত্তিরকে বুঝিয়ে বলতে চাই—কিন্তু, আমি যে তোমার মত বক্তা নই, তুমিই ভাই তাহ'লে আমার হয়ে তাঁকে একটু—"

"নিশ্চয় বলবো—তবে তার আর একটা সর্ত্ত হচ্ছে যে—তোমাকেও আমার হ'য়ে একজনকে দু'কথা বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে হবে—যেন আমার প্রেমে সে সন্দিহান না হয়—"

'আলবাৎ বলবো—এখনি গিয়ে বলছি—কিন্তু কে সেই ভাগ্যবতী? তার নাম ঠিকানা তো আমি জানি নি।"

"সেকি? তুমি কি অন্ধ আদিনাথ? তোমারই বাড়ীতে, তোমারই চোখের সামনে যে ব্যাপার ঘটছে অহরহ তাকি তুমি লক্ষ্য করোনি বলতে চাও?—"

"আমার চোখ—আমার মন যে—এই জয়ন্তী বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বারেই আবদ্ধ রয়েছে ভাই! কার কথা তুমি বলছো খুলে বলো—"

"তুমি দেখছি একটি পারফেক্ট্ ঈডিয়ট্! কার কথা আর বলবো? তোমার ভগ্নী রাগিণীসুন্দরী দেবী! আমার চোখে যে কী ভাল লেগেছে তাকে বন্ধু—সে আর তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না!...সেই শান্ত সরল মৌন সলাজ মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষীর প্রতিমা—কী কঠোর কর্তব্য পরায়ণতা—কি অক্লান্ত সেবা—কি কর্ম-নৈপুণ্য—কি গভীর সত্যনিষ্ঠা—বাস্তবিক আদিনাথ, তোমার ভগ্নী যথার্থ-ই একটি নারী-রত্ন!—"

"সে কি? তুমি ঠাট্টা করছো না ত?—রাগিণী—"

"ওরই জন্য পড়ে আছি তোমাদের বৈঠকখানার একপাশে! বিশ্বাস করো বন্ধু—ওকে আমি আমার সমস্ত অন্তরাত্মার সঙ্গে ভালবেসেছি—"

"রাগিণীকে? আচ্ছা, তা—কিন্তু, বিভাস যে—"

"তোমার সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছি কিছুই এড়ায় না!—কিন্তু, আমি তোমায় বলে রাখলুম আদিনাথ,—বিভাসবাবু যত বড়ই দার্শনিক পণ্ডিত হোন, প্রেমের পাঠশালায় এখনো তাঁর হাতে-খড়ি হয় নি। আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁকে হার মানতেই হবে।"—

"কিন্তু—তুমি যে সার্ ভূপেন্দ্রর কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছো—"

"আরে! তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে? সার্ ভূপেন্দ্রের মেয়েকে বিয়ে করা কি আমাদের পোষায়? তোমায় তবে সত্যি কথাই খুলে বলি শোনো—প্রতিমা দেবীকে দেখে প্রথমটা মন আমার একটু উতলা হয়েছিল বটে, কিন্তু, তার ফলে পতঙ্গের আগুণে ঝাঁপ দেওয়ার মত, শুধু পাখা ঝলসে ফিরে এসেছি। বুঝিচি—যে, গৃহস্থের বধূ হবার যোগ্যতা যদি কারুর থাকে তো সে একমাত্র তোমার ভগ্নীর!—হাঁ, রাগিণী দেবীই একমাত্র সর্বগুণযুক্ত মেয়ে—!"

"হাতে হাত দাও;—সত্যিই রাগিণী বড় ভাল মেয়ে; আমার বোন হ'লে বলছিনি।—আচ্ছা ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি যদি তোমার কথা তাকে বলি—সে বুঝবে এবং শুনবেও। আমার অনুরোধ সে কখনই ঠেলবে না।—অবশ্য, বাবা যদি অমত না করেন?"

"সেই তো হয়েছে সমস্যা? তোমার বাবা যদি—"

"চুপ-চুপ!···শ্রীমতীর সাড়া পাচ্ছি, তাঁর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে! বোধ হয় এখানেই আসছেন, এই বেলা আমার কথা একটু বলো তাঁকে। এ সুযোগ ছেড়ো না,—আমি চল্লুম, একবার অবিনাশবাবুর বাসায় যেতে হবে আমাকে—"

"অবিনাশবাবুকে তো বাসায় পাবে না এখন; পোলিং বুথে রয়েছেন তিনি!—"

"তাহলে সেখানেই দেখা হবে—যাই!"—আদিনাথ ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। মিসেস্ মিত্তির এসে ঘরে ঢুকলেন। সাগ্রহে মিঃ জি, কে'র দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে খুব হৃদ্যতার সঙ্গে তাঁর করমর্দন করে বললেন—"আপনারই বিজয়-বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছি। সারা শহর আপনাকেই ভালবেসে ভোট দিচ্ছে—মেয়েরা আপনাকে সব চেয়ে বেশী সাপোর্ট করছে কিন্তু!—"

"এটা ভারি আশ্চর্য কিন্তু!"

"আশ্চর্য কেন? আদিনাথ বাবু বলছিলেন—আপনি মেয়েদের 'চ্যাম্পিয়ন!' মেয়েরা আপনাকে লাইক্ করে!"

"আদিনাথের কথা ছেড়ে দাও! ও একটা ঈডিয়ট্!"

"না-না; মানুষটি বড় ভাল! বড় সরল প্রকৃতি! আমার তো ওঁকে খুবই ভাল লাগে! ভারি সিম্পল্!—"

"সিম্পলটন! কিন্তু ও আলোচনা এখন থাক্। তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে!"

"কি বলুন না!"

"কিন্তু;—এ অত্যন্ত প্রাইভেট্ এণ্ড কনফিডেন্শিয়াল! দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন না শোনে—"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"দেখো, তুমি একটু আগে বলছিলে না যে—পৃথিবীতে তোমার নিজেকে যেন বড় একলা ঠেকে?"

"তাই তো এই স্কুল নিয়ে আছি মিঃ ঘোষ ?"

"কিন্তু, ইস্কুল করেও তো প্রতিবেশীদের নিন্দা ও কুৎসার কণ্ঠরোধ করতে পারোনি। তুমি তো বলছিলে—অসহায় বিধবার পক্ষে স্বাধীনভাবে থাকা নাকি এদেশে অপরাধ !"

"সে তো বটেই ! দেখুন না—লোকে কি না ব'লছে আমাকে !"

"আচ্ছা ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি ক'রে বলো—ধরো যদি কোনো একজন সুস্থ সবল সুন্দর—যুবা—"

"আমি বুঝতে পেরেছি,—কিন্তু—"

"কিন্তু কেন ? সে যে তার তরুণ হৃদয়টি ভরে রেখেছে তোমারই রূপে—তোমারই ধ্যানে। তোমার প্রতি তার অন্তরের গভীর প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত গোপনে বয়ে চলেছে রাত্রি দিন।"

"আঃ ! কি সব বাজে বকতে সুরু করলেন—মিঃ ঘোষ ?—থামুন, আমি শুনতে চাইনি—"

"তোমায় শুনতেই হবে জয়ন্তী !—তোমারই মতো সেও যে এ পৃথিবীতে নিতান্ত অসহায় ; একেবারেই একা ! এই নিঃসঙ্গ জীবন সে আর বহন করতে পারছে না !—"

"ইস্কুল খুলতে বলুন না তাঁকে।"—

"তোমারই ইস্কুলে সে ভর্তি হ'তে চায় ?"

"আমার যে মেয়ে ইস্কুল !"

"তুমি ইচ্ছা করলেই তাকে সুখী ক'রতে পারো ! সে সম্পূর্ণ তোমারই হাতে।"

"কে ? সেই সুস্থ সবল সুন্দর যুবকটি ?"

"নিশ্চয়! তাকে সুখী করা মানে, তোমারও সুখী হওয়া—তাতে দুটি জীবনই সার্থক ও সম্পূর্ণ হবে ?"

"দুটি জীবন আবার এলো কোথা থেকে ?—সে ভদ্রলোকের কি স্ত্রী আছেন ?"—

"না, না,—তোমারই জন্য সে উন্মাদ !"—

"তা হ'লে ত ভালই হয়েছে। পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিন। রাঁচির রেলভাড়াটা না হয় আমিই দিয়ে দেবো !"

"একজনের জীবন নিয়ে এমন নিষ্ঠুর ভাবে রহস্য করা—"

"কী আশ্চর্য ! আপনি কি তবে যা-সব বলছেন আমি সিরিয়াস্লি নেবো ?—"

"নিশ্চয় ! তুমি কি মনে করো এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস করছি ?"

"সত্যি কথা বলতে কি—আমার কিন্তু তাই মনে হয়েছিল।"

"সে আমার দুর্ভাগ্য ! কিন্তু—"

"সত্যি হলে আমি সেটা আমার পরম সৌভাগ্য বলেই মেনে নেবো মিঃ ঘোষ ! আপনার মত এমন একজন বিদ্বান বুদ্ধিমান কৃতি পুরুষ—"

হঠাৎ এই সময় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল মুখভাব নিয়ে রাগিণী দেবী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা কি এখানে এসেছিল জয়ন্তীদি ?"

"তোমার বাবা ? হ্যাঁ, এসেছিলেন বোধ হয়—না—না কই সে তো'আজ নয়। আমি ঠিক বলতে পারছি নি রাগিণী—"

"কোথায় তিনি জানেন কিছু ?"

"বিন্দু বিসর্গও না।"

মিঃ জি, কে, বলে উঠলেন—"আমি জানি কোথা ?"

ব্যাকুলভাবে রাগিণী বললেন—"বলুন না কোথায় ?"

"লাহোরে !"

"কিন্তু, একটু আগে যে আমি নিজে হাতে তাঁকে চা' তৈরি করে খাইয়েছি।"

"আর, আমি তাঁর নিজের মুখে শুনেছি তিনি লাহোরে যাবার টিকিট কিনে বার্থ রিজার্ভ করেছেন এবং শুধু তাই নয়, ষ্টেশনে যাবার সময় আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

মিসেস্ মিত্তির ব'ললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে ! মনে পড়েছে এইবার। আপনারা দু'জনে এক সঙ্গেই এখান থেকে ত গেলেন ?"

মিঃ জি, কে প্রশ্ন করলেন—"আপনি তাঁকে খুঁজছেন কেন ?"

"বিশেষ প্রয়োজন বলেই খুঁজছি।"

"আপনি কি সত্যিই জানেন না যে তিনি আজ সকালের ট্রেণেই লাহোর গেছেন ?"

"কি করে জানবো ?—আমায় তো তিনি কিছুই বলেন নি !" মিসেস্ মিত্তির বললেন—"এক মিনিট বোসো ভাই রাগিণী, তোমার জন্যে একটু চা আর মিষ্টি নিয়ে আসি, পালিয়ো না যেন।"

মিসেস মিত্তির ক্ষিপ্রপদে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

রাগিণী দেবী চেঁচিয়ে বললেন—"না না থাক, আমি এখুনি যাবো, বসবার সময় নেই দিদি—"

মিঃ জি, কে, বললেন—"একটু বসুন না, আপনার সঙ্গে আমার গোটা দুই কথা আছে।"

"আমার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ, আপনারই সঙ্গে ? আচ্ছা, আপনি আজকাল যথাসাধ্য আমাকে এড়িয়ে চলেন কেন বলুন ত'? যেন পাশ কাটিয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন—"

"আমি ? কই ? না ! আচ্ছা, আমি তবে এখন যাই। আপনি দিদিকে বলবেন। কেমন ?"

"আমি আপনাকে আজ এত সহজে যেতে দেব না ! ভগবানের দয়ায় যখন নিরিবিলি একলা আপনার সঙ্গে মেলবার আজ সুযোগ পেয়েছি—তখন আমার যা একটু যৎসামান্য কথা আছে আপনাকে শুনতেই হবে।"

"তাতে কী লাভ হবে মিঃ ঘোষ ?"

"লোকসানই বা কি ? বরং মনটা একটু হাল্‌কা হবে। আচ্ছা, আপনি আমাকে এমন করে পরের মত একেবারে দূরে ঠেলে দিলেন কেন ?—"

"আমায় মাপ করুন ! সে সব পুরাণো কথা আর তুলবেন না ! দোহাই আপনার !"

"কেন রাগিণী ! এক সময়ে তো তুমি আমার অনুরাগিণী ছিলে—"

"আমি সেদিন আপনাকে ভাল করে চিনতে পারিনি। ভগবান রক্ষে করেছেন ! বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই আপনার স্বরূপ আমার চোখে ধরা পড়েছে।"

"ভুল! ভুল! রাগিণী! তুমি আমার সম্বন্ধে যা শুনেছো সমস্ত ভুল!—লোকে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে! হ্যাঁ, সার ভূপেন্দ্রের ঐশ্বর্য আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল বটে! আমি তাঁর বাড়ী যাতায়াতও করিছি একথা অস্বীকার করছি নি, কিন্তু তুমি যা শুনেছো তা ঠিক নয়। প্রতিমা দেবীর জন্য আমার মন একটুও চঞ্চল হয় নি। আমার মনের সমস্তটুকু জুড়ে আছে শুধু তোমারই অনবদ্য প্রেম! তোমাকেই জীবনের প্রথম অরুণোদয়ে রক্তিম উষার মতো অন্তরের একান্ত প্রিয়তমারূপে বরণ করে নিয়েছি—আমি তোমাকেই ভালবাসি রাগিণী—আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে! তুমি ছাড়া আর কোনো নারী কখনো আমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি!"—

"আমি চললুম। দেখুন এসব কথা আপনার মুখে আজ পরিহাসের মত শোনাচ্ছে—আপনি আর এমন করে আমাকে অপমান করবেন না!" রাগিণী বেরিয়ে গেলেন—

"রাগিণী—রাগিণী দেবী! আর একটা কথা শুনে যাও—" মিঃ জি, কে, তাকে ডাকলেন।

রাগিণী দেবী ফিরে বললেন—"আমায় মাফ করুন। এসব কথা শোনবার মত মনের অবস্থা আমার নয়।"

রাগিণী দেবী তৎক্ষণাৎ আবার চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মিসেস্ মিত্তির চা জলখাবার নিয়ে এসে ডাকলেন—"রাগিণী! বাঃ! আমি চা জলখাবার নিয়ে এলুম, আর তুমি বুঝি পালাচ্ছ? সে হবে না! বসো। খেয়ে যাও!" বলতে বলতে মিসেস্ মিত্তির চা ও জলখাবার নামিয়ে রেখে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলেন।

মিঃ জি. কে, বললেন—"হ্যাঁ, এমন করে চলে যাওয়াটা ঠিক নয়। একটু বসেই যান না রাগিণী দেবী, আমরা তো আর বাঘ-ভালুক নই যে খেয়ে ফেলবো ?"

রাগিণী দেবী বললেন—"আপনারা পুরুষজাত—তার চেয়েও ভয়ানক ! বনের হিংস্র পশুরাও আপনাদের চেয়ে ভালো !"

মিসেস মিত্তির বললেন—"ঠিক্ বলিছিস ভাই ! পুরুষজাতকে বিশ্বাস নেই।"—

এই সময় শশব্যস্তে সেখানে বিভাসবাবু এসে রাগিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোনো খবর পেলে কি ?"

রাগিণী বল্‌লে—"না, তিনি এখানে নেই। শুনছি নাকি সকালের ট্রেণে লাহোর চলে গেছেন ?—"

বিভাস বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন "লাহোর ! সে কি ?"

মিসেস্ মিত্তির জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি ? দেওয়ানজীর কী হয়েছে ?—"

বিভাস বললেন—"না, এমন কিছু নয় ! বিদেশ থেকে দু'জন অতিথি এসেছেন দেওয়ানজী কুঠিতে—তাঁরা দেখা করতে চান বলেই খুঁজছি আমরা তাঁকে।"

"ওঃ ! তাই বলুন ! যাক, যখন গরীবের কুঁড়েয় পায়ের ধূলো পড়েছে—তখন, আপনিও বসে যান। আপনার চা-জলখাবার আনি—" বলেই মিসেস্ মিত্তির গিয়ে আর এক প্লেট খাবার ও এক কাপ চা নিয়ে এলেন।

রাগিণী দেবী হেসে বললেন "দিদির অতিথি সৎকারটা এক আদর্শ ব্যাপার ! আমরা উঠবো কিন্তু এখনি।"

বিভাস বললেন—"আমি এ সময় কিছু খাইনা জানেন তো। চল্লুম, নমস্কার। রাগিণী এসো।"

তাঁরা না-খেয়েই চলে গেলেন।

মিসেস্ মিত্তির ক্ষুণ্ণ হয়ে ব'ল্লেন—"লোকটা কি অভদ্র!"

মিঃ জি-কে রাগিণী দেবীর পিছু পিছু উঠে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "কাল একসময় দেখা করবো!" বাইরে থেকে রাগিণীর উত্তর শোনা গেল—"আচ্ছা!"

মিসেস মিত্তির হঠাৎ সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, মিঃ ঘোষ, সেই সুন্দর যুবকটি আমাকে যে যথার্থই ভালবাসে এ সম্বন্ধে আপনি কি আমায় কিছু গ্যারান্টি দিতে পারেন?"

মিঃ জি-কে উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললেন "নিশ্চয়! আমার 'সোল' তার গ্যারান্টি!—কিন্তু, একটা কথা জয়ন্তী। তুমি আজও কি আমাকে 'মিঃ ঘোষ' বলবে?"

"নইলে আর কি বলবো?"

"কেন? আমার নাম ধ'রে তো ডাকতে পারো!"

"ওরে বাবা! ও নাম আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না!"

'হো হো' শব্দে হাসতে হাসতে বিশুখুড়ো আবার এসে দেখা দিলেন। মিঃ জি-কে'র হাতটা টেনে নিয়ে সজোরে করমর্দন করতে করতে বললেন—"তোমার বাহাদুরী আছে মিঃ ঘোষ! পাড়াশুদ্ধ লোকে তোমার দিকে—"

মিসেস মিত্তির জিজ্ঞাসা করলেন—"মেয়েরা কাকে ভোট দিচ্ছে দেখে এলেন বিশুদা?"

"মেয়েরা ? তাদের ভোট মিঃ ঘোষ ছাড়া আর কেউ একটিও পায় নি ! উনি যে 'লেডিজ-ম্যান' ! এইবার তোমার ভোটগুলোও দিয়ে এসো না !"

"আমার ভোট রিজার্ভ রেখেছি । ঠিক সময়ে দিয়ে আসবো । আপনি বসুন, একটু চা-জলখাবার নিয়ে আসি ।"

মিসেস্ মিত্তির পিছন ফিরতে না ফিরতেই বিশুখুড়ো একটু ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে মিসেস্ মিত্তিরের দিকে ইসারা করে জি-কের দিকে চেয়ে বললেন—"মেয়েরা দেখছি সবাই তোমার জন্য পাগল ! মালিনী মাসির তো কথাই নেই ! আমি হ'লে এ মেয়েটিকে কিছুতেই হাতছাড়া করতুম না ! লক্ষ্মী সরস্বতীর এমন সংযোগ কি সহজে মেলে ? বিধবা-বিবাহ যখন সমাজে আজকাল চলছে—তোমার যে আপত্তি কি, আমি তো বুঝিনে ভায়া !"

"মিসেস্ মিত্তিরকে বিবাহ ?"

"হ্যাঁ ! এই মিসেস্ রায় বা মিসেস্ মিত্তিরটিকে যদি মিসেস্ ঘোষ করতে পারো—তাতে সকল দিক দিয়ে তোমার লাভ ছাড়া লোকসান তো দেখিনে একটুও !"

"কিন্তু···দেওয়ানজীর মেয়ে রাগিণীদেবীকে যে···"

"তুমি কি পাগল হয়েছো ভায়া ? এক জোচ্চোর দেউলে দেওয়ানের মেয়েকে ঘরে এনে কি শেষটা বিপদে পড়বে ? ও বেটির বাপ-অন্ত-প্রাণ ! শেষটা শ্বশুরও ঘাড়ে এসে চাপবে ! ওদের গুষ্টিকে প্রতিপালন করতে হবে তোমায় ! বুড়ো মানুষের কথা শোনো, কক্ষণো সে ঘরের মেয়ে এনোনা যাদের লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে ! হা'ঘরেদের মেয়ে, গরীবের মেয়ে,

আর, যারা হঠাৎ বড়লোক সেই অতি-আধুনিকদের মেয়ে—এদের ত্রিসীমানায় ঘেঁসবে না, বুঝলে ?”

“আপনি জানেন না। দেওয়ানজী মেয়ের বিয়ের জন্য লাখ টাকা আলাদা রেখেছেন। রাগিণীর নামেই সেটা ‘ফিক্সড্ ডিপজিট’ আছে।”

“তা যদি থাকতো, তাহলে দেওয়ানজীকে আজ এমন ক’রে ফেরার হ’তে হ’ত না ; আর দেওয়ানজী কুঠিতেও লাহোর ব্যাঙ্কের শীল পড়তো না! এইমাত্র দেখে আসছি আদালতের পেয়াদা বেলিফ নিয়ে লাহোর ব্যাঙ্কের এজেণ্ট আর সাব্‌এজেণ্ট এসে দেওয়ানজী কুঠিতে চড়াও হয়েছে! আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনে!”

“ও!...! তাই বুঝি রাগিণীদেবী বাপের খোঁজে ছুটো-ছুটি ক’রে বেড়াচ্ছেন! আমাদের বললেন—বিদেশ থেকে দু’জন অতিথি এসেছেন কি না—”

“বড়ো জবরদস্ত্ অতিথি! তাঁরা গৃহ-স্বামীকে বার করে দিয়ে তার গৃহটি অধিকার করেন!”

“বলেন কি ?—ওঃ বুঝিছি! তাই বিভাস বাবুকেও দেখলুম রাগিণী দেবীর সঙ্গে ছুটো-ছুটি করছেন!”

“করলে কি হবে? আর যে গাঁজা খেলেও বাঁচেনা!—হৈ চৈ পড়ে গেছে! ব্যাঙ্কের দরজায় হাজারো পাওনাদার ভীড় করে চেঁচাচ্ছে। শুনছি হিসেবের খাতা-পত্র আগাগোড়া জাল! রসিদ—হ্যাণ্ডনোট—হুণ্ডী দলিল—সব জাল!”

“বলেন কি? আমি যে সার্ ভূপেন্দ্রের সই করা আছে দেখে একখানা হুণ্ডী ওঁর কাছে অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি!—”

"তাই নাকি ? কই দেখি কি কিনেছো ?—"

মিঃ জি-কে তাড়াতাড়ি কোটের ভিতরের বুক পকেট থেকে দশহাজার টাকার হুণ্ডীখানা বার করে বিশুখুড়োর হাতে দিলেন। বিশু খুড়ো সেখানা নেড়ে চেড়ে দেখে বললেন—"আরে—রাম কহো! এ তো সার্ ভূপেন্দ্রের সই নয়! এ-ও জাল! কে কাটছে হুণ্ডী দেখি—চঞ্চলকুমার!—ফুঃ! তুমি এ হুণ্ডী নিয়ে কি করবে? এতো বেনের দোকানে মশ্‌লা বাঁধবার কাজেও লাগবে না!"

"বলেন কী?···একি সত্যি জাল?"

"এর প্রত্যেক হরফটা জাল! দেওয়ানজী নিজেতো ডুবেইছে, দেখছি সঙ্গে সঙ্গে সার ভূপেন্দ্রের নামটাও ডুবিয়ে দিয়ে গেল! চঞ্চলকে ভালমানুষ পেয়ে তাকে দিয়ে এই সব করিয়ে নিয়েছে আর কি! এখন ছেলের জন্যে পুলিশ বাপকে ধরেও টানাটানি করবে! দেওয়ানজী দেখছি আমাদের পাড়াশুদ্ধ লোককে মজিয়ে গেল! এ থেকে উদ্ধার হতে গেলে সার ভূপেন্দ্রকে হয় পথের ভিখিরী হ'তে হবে, নয়ত জেলে যেতে হবে! এই আমি বলে রাখলুম দেখো!"

"সে কি! আমার কি তবে একূল-ওকূল দুকূল যাবে?"

"তার মানে?"

"আমাকেও যে তাহ'লে পথে বসতে হবে?" মিঃ জি-কের কণ্ঠস্বরে কাতরতার আভাস পাওয়া গেল।

"কেন ভায়া?"

ব্যাকুল হয়ে তিনি বলিলেন—"আমার সব বুঝি ভেস্তে যায়! বড় বড় রুই কাৎলা প্রায় যখন খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে যাবো

এমন সময় কি না এই সর্বনাশ। হায় হায়—এ যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত।—"

"মেঘ ত' অনেকদিন থেকেই ঘনিয়ে উঠ্‌ছিল ভায়া ; তোমরা তো আর আকাশের দিকে চেয়ে দেখনা, তোমাদের দৃষ্টি শুধু সুন্দর মুখের উপরই আট্‌কে থাকে !"

"থ্রী চীয়ার্স ফর মিঃ ঘোষ !"—বলতে বলতে 'শুভবাণী' সম্পাদক অবিনাশবাবু ছুটে এলেন। হাত বাড়িয়ে মিঃ জি-কের হাতটা ধরে খুব জোরে নেড়ে দিয়ে বললেন—'জনগনমন-অধিনায়ক—জয় হে !' তোমারই জয় জয়কার ঘোষ ! এই মাত্র 'রেজাল্ট্' জেনে আসচি। সুইপিং মেজরিটিতে তুমিই ইলেকটেড্ হয়েছো। তোমার প্রতিদ্বন্দীরা সব ফ্লোরড্ !"

বিশু খুড়ো উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললেন—"কেমন ? আমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'লতো ! এখন কি খাওয়াবে বলো ?"

অবিনাশবাবু তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলেন—"হ্যাঁ, এইবার দাও ব্রাদার্ ! আমার সেই পাওনাটা।—"

"সে তো পাবার আগেই দেখছি আপনি বেশ তৈরি হয়ে এসেছেন ! মুখ দিয়ে ব্র্যাণ্ডির গন্ধ যা বেরুচ্ছে !—"

মিঃ জি-কের কথা শেষ করতে না দিয়ে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন "আনন্দে ভায়া—মনের আনন্দে ! তুমি ইলেক্‌টেড্ হয়েছো জেনে আর স্থির থাকতে পারলুম না। চট্ করে গিয়ে এক পাঁট কিনে একেবারে সোডা লেমনেডের মত ঢক্ ঢক্ করে 'নীট্' খেয়ে ফেললুম !"

"বেশ করেছেন, তা হ'লে আর খেয়ে কাজ নেই আজ।"

"বলো কি ঘোষ? আজ এই আনন্দের দিনে কি মাত্র এক পাটে শানায়?"

বিশুখুড়ো বললেন—"আজ আমাদের 'পি'পে' চাই ভাই! আমরা আকণ্ঠ পান ক'রে পিপের মতই রাস্তায় গড়াবো!"

"ওঃ। আপনাদের কী উচ্চ আকাঙ্খা!"

মিঃ জি-কের কথা শেষ হ'তে না হতেই সদলবলে রায় বাহাদুর নীলাম্বর সেট এসে হাজির হলেন। মিঃ জি-কের সাফল্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে চুপি চুপি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন হে! যা বলেছিলে তা করবে ত'? সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকা চাই।"

করুণ কণ্ঠে মিঃ জি, কে বললেন—"দুর্ভাগ্য আমাকে দৃঢ় থাকতে দিচ্ছে কই? এ দিকে যে সব ওলোট-পালট হবার উপক্রম! ইলেক্‌শানের আনন্দ যে আমি আজ একটুও উপভোগ করতে পারছিনি!"

"কেন বলোতো? সব মতলব কি ফেঁসে যাবার যোগাড় হ'য়েছে?"—

অবিনাশবাবু ইতিমধ্যে একবার বাড়ীর ভিতর থেকে ঘুরে এসে বললেন—"বেঁচে গেলে হে ঘোষ, তোমার পয়সায় আর আমরা কিছু খেতে চাইনা। মিসেস মিত্তির বলেছেন—আজ আমাদের প্রাণভরে আনন্দে মাতবার জন্য যা খরচ লাগে সব তিনি দেবেন?--"

মিঃ জি, কে একটু বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তিনি দেবেন?"

বিশু খুড়ো বললেন—"তা' দেবেন না কেন? এই ইলেক্‌শানে সব চেয়ে বেশী আনন্দ যদি কারুর হয়ে থাকে তো—সে তাঁর!"

হঠাৎ মিঃ জি, কে লাফিয়ে উঠে রায়বাহাদুরের করমর্দন ক'রে বললেন—"তাহ'লে এখনো আশা আছে রায়বাহাদুর—!"

রায়বাহাদুর বললেন—"ব্যাপার কি বুঝতে পারছিনি !"

"দু'দিন অপেক্ষা করুন—সব বুঝতে পারবেন—" বলে মিঃ জি, কে উঠে গিয়ে মিসেস্ রায়ের লেখবার টেবিলে বসে নিবিষ্ট মনে এক চিঠি লিখতে সুরু করলেন।

এই ফাঁকে অবিনাশবাবুর কানে কানে রায়বাহাদুর বললেন—"কাল তোমার কাগজে আমার একটা আর্টিকেল ছাপতে চাই !"

"বেশত ! কাগজ তো আপনাদেরই ! শুধু দেখবেন আমায় না জেলে যেতে হয় ! সেবারকার মতন কারুর সম্বন্ধে মানহানিকর কিছু নয় ত ?

"আরে, না না ! পাগল হয়েছো ?"

হঠাৎ এই সময় আদিনাথ সেখানে এসে কারুর সঙ্গে কোনো কথা না বলে সোজা অবিনাশবাবুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"চিঠিখানা কি দিয়েছেন ?"

অবিনাশবাবু বললেন—"না, এখনও সুযোগ পাইনি।"

"দেখবেন ! ভুলে যাবেন না যেন ! আজই দেওয়া চাই !"

"আজই দেবো। ভুলবো কেন ? আমার বুকপকেটে আপনার গোপন চিঠি মজুদ রয়েছে !"

"ঠিক যে সময় মেজাজটা একটু খুসি-খুসি দেখবেন সেই সময় সুযোগ বুঝে দিয়ে দেবেন ! এই উপকারটুকু আমার করুন। যা দিয়েছি তার ডবল দেবো যদি রাজি করাতে পারেন !"

"সে আর তোমায় বলতে হবে না। ঘটকালিতে আমি খুব পটু।"

"আচ্ছা ! তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চললুম। এই নিন—আর এক

বোতলের দাম দিয়ে যাচ্ছি!—" একখানা নোট অবিনাশবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে আদিনাথ কারুর সঙ্গে কোনো কথা না বলে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে মিঃ জি-কের চিঠি লেখা শেষ হ'য়ে যাওয়াতে তিনি উঠে এসে অবিনাশবাবুকে বললেন—"আপনার সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে। আপনি কি এখন মিসেস মিত্তিরের এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন?"

"যদি নিজের তোমার কোনো প্রয়োজন থাকে অপেক্ষা করতে পারি। আমার হাতে এখন বিশেষ কোনো কাজ নেই।"

"বেশ, তাহ'লে এই নিন্ একটা বিশেষ কাজই আমি আপনাকে দিচ্ছি। এই জরুরি চিঠিখানা আজ রাত্রেই গোপনে মিসেস্ মিত্তিরের হাতে দেবেন, আর তিনি কি জবাব দেন সেটা আমাকে জানিয়ে আসবেন।"

"আজ রাত্রেই?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! আজ রাত্রেই জবাব নিয়ে যাবেন। আমি বাসায় আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।"

"তা কোরো। কিন্তু···"

"কিন্তু কি?—জবাব আজ রাত্রে পাবেন না মনে করছেন?—"

"আরে না না, তা'নয়। জবাব আমি আজ রাত্রেই নেবো—কিন্তু···"

"তবে আবার 'কিন্তু' কি?—"

"তোমার বাসা পর্যন্ত পৌঁছবার মত অবস্থা যে আজ রাত্রে আমার থাকবে সে ভরসা মোটেই নেই!"

"কেন ?"

"তুমি একটি নীরেট দেখছি ! ভয়টা কি জানো ?—আজ রাত্রে আমার আনন্দের মাত্রা একটু বেশী হয়ে যেতে পারে—বুঝলে ?"

"নন্‌সেন্স্‌ ! চিঠির জবাবটা আমায় দিয়ে এসে তারপর যত পারেন আনন্দ কোরবেন—আই উইল ষ্ট্যাণ্ড্‌ ফর ইট !"

"ভেরি গুড ! তাহলে এই আমার বুক পকেটে তোমার চিঠি রইল। আজ রাত্রেই জবাব পৌঁছে দেবো। খুব জরুরি কোনো কাজের কথা বোধ হয় ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—"

"কি ? কিছু টাকা ধার চাও তো ?"—

"নন্‌সেন্স্‌ ! সেটা জবাব আনতে পারলে জানাবো—এখন কিছু বোলব না আপনাকে।"

"অলরাইট্‌ ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

মিঃ জি, কে, ব্যস্ত হ'য়ে রায়বাহাদুরের কাছে ... জিজ্ঞাসা করলেন "শুনেছেন কিছু ? সার ভূপেন্দ্র যে ছেলের ... নিয়াতী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন।"—

আদিনাথ এই সময় আবার ফিরে এসে সোজা অবিনাশ বাবুর কাছে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—"চিঠিখানা দিয়েছেন ?"

"না ভাই, মিসেস মিত্তির সেই যে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছেন এখনো বেরোন নি। এলেই দেবো। তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না—"

"আচ্ছা, আমি একটু পরে আবার আসবো।"

এই বলে আদিনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ রায়বাহাদুরের সঙ্গে

মিঃ জি, কে, কথা কইছে দেখে জ, কে'র হাত ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে—"মিসেস মিত্তিরকে আমার সম্বন্ধে একটু ভাল করে বলেছো তো বন্ধু ?"

মিঃ জি, কে একটু থতমত খেয়ে একটু আমতা আমতা করে বললেন —"হ্যাঁ, দু'চার কথা বলেছি, তবে, বেশী কিছু বলবার সুযোগ পাইনি এখনো, ইলেকশান নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেম কি না ?—"

"তিনি কিছু বলেছেন কি আপনাকে আমার সম্বন্ধে ?"

"বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিশুখুড়ো এসে পড়াতে থেমে গেলেন ! ওর কাণে কিছু কথা যাওয়া মানে ত' সে একেবারে গেজেটে ছাপা হয়ে যাওয়া কি না ?"

"হ্যাঁ, তা' যা বলেছেন। যাক্, আজ রাত্রেই আমি এ বিষয়ে একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলবো। আর এমন করে নিদারুণ একটা উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নতার মধ্যে থাকতে পারছিনি !—"

"আজ রাত্রেই এ ব্যাপারটা তুমি ফাইনাল ক'রতে চাও ?"

"নিশ্চয় ! আমি—" আদিনাথ কথা বলতে বলতে থেমে গেল। মিসেস্ মিত্তিরকে ঘরে আসতে দেখে ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে চোখের ইসারায় মিঃ জি, কে'র দিকে ইঙ্গিত করে বললে—"চুপ চুপ ! উনি আসছেন। আর কোনো কথা নয়।"

মিসেস্ মিত্তিরকে দেখতে পেয়ে মিঃ জি, কে ব্যস্ত হ'য়ে অবিনাশ বাবুর কাছে গিয়ে বললেন—"শীগ্‌গির আমার চিঠিখানা বার করে দিন—শীগ্‌গির ! এই বেলা, আমি নিজের হাতে তাঁকে চিঠিখানা দেবো ; অন্য কাউকে দিয়ে পাঠানো ঠিক হবে না !"

"ও! আচ্ছা ভাই; বাঁচালে, এই নাও তোমার চিঠি।" বুক-পকেট থেকে অবিনাশ বাবু তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি বার করে দিলেন। মিঃ জি, কে তৎক্ষণাৎ গোপনে সেটা পকেটে পুরে ফেললেন।

মিসেস মিত্তির আদিনাথকে দেখতে পেয়ে সহাস্যমুখে সাদর অভিবাদন জানিয়ে বললেন—"আসুন! আপনাকে কাল থেকে আর একবারও দেখতে পাইনি কেন? ইলেকশানের খবর কিছু শুনেছেন?"

"কই না! আমি কিছু শুনি নি ত?"

"সে কি? ওঃ! আপনি বুঝি দেওয়ানজী মহাশয়ের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন? তাঁর জন্য ব্যস্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি লাহোর গেছেন।"

"লাহোর! সেকি? একটু আগেই আমি তাঁকে নিউ মার্কেটে দেখে এলুম যে!"

"নিউ মার্কেট্? সেখানে কেন?"

"কে জানে কোন ব্যাঙ্কের দু'জন হোমরা চোম্‌রা লোক বাড়ীতে এসেছে। তাদের অনারে কাল তিনি মস্ত এক ডিনার দিচ্ছেন!"

"বটে? কই, আমাদের নিমন্ত্রণ হ'ল না!"

"আপনার নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই হবে, নইলে একাজ সুচারুরূপে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে আর তো কেউ সম্পাদন করতে পারবে না!"

"তাই নাকি! আপনারা পুরুষজাত খোসামোদ করাটা এমন চমৎকার রপ্ত করেছেন! আমরা ওটা পারিনি! কিন্তু, সে যাক। আজ রাত্রে আপনাকে এখানে খেয়ে যেতে হবে।"

"সেকি! এযে আমার অপ্রত্যাশিত পরম সৌভাগ্য! কী উপলক্ষ্যটা জানতে পারি?—"

"একটু আগেই যে বললুম! ইলেকশানে আমাদের বন্ধু মিঃ ঘোষ জিতেছেন, তাই সকলে একটু আমোদ করে এখানে খাবেন।"

"নিশ্চয়ই খাবো। এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু হ'তেই পারে না। ঘোষ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু! ও দেখবেন শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশন থেকে কাউন্সিলে যাবে—সেখান থেকে দিল্লীর লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্‌ব্‌লিতে যাবে—"

"চাই কি শেষ পর্যন্ত চীফ মিনিষ্টারও হতে পারেন।"

"কিছুমাত্র অসম্ভব নয়! ওর সে যোগ্যতা আছে।"

"কিন্তু, দেওয়ানজী মশাই বোধ হয় সেটা পছন্দ করবেন না?"

"না, সে আগে হ'লে হয়ত করতেন না; কিন্তু এখন করবেন, কারণ, ঘোষ তো এখন আমাদের পরিবারের মধ্যেই একজন হ'তে চলেছে।"

"তার মানে?"

"ও যে রাগিণী দেবীকে বিবাহ করছে?"

"তাই নাকি? ও হরি! তাতো আমি শুনিনি!"

"আমার মনে হয় এ বিয়েতে ওরা খুব সুখী হবে। ঘোষ রাগিণীর রূপে গুণে মুগ্ধ। রাগিণীও ঘোষকে বড্ড লাইক করে! বলে ইয়ং ম্যান ওই রকম এক্‌টিভ্‌ না হ'লে জাত কখন বড় হবে না!"

"ওঃ! এতদূর গড়িয়েছে বুঝি!" মিসেস মিত্তিরের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো!

রায়বাহাদুর এই সময় মিসেস মিত্তিরের কাছে এসে হাসতে হাসতে

জিজ্ঞাসা করলেন—"কী? এত তন্ময় হ'য়ে দু'জনে কি আলোচনা চলছে?—"

মিসেস মিত্তির বললেন—"আপনি সে কথা নিশ্চয় জানেন। আপনি মিঃ ঘোষের একজন প্রধান মুরুব্বী?"

"আরে! কথাটা কি আগে শুনি?"

"শাঁখ বাজিয়ে বলবো নাকি? মিঃ ঘোষ যে বিবাহ করছেন—"

"ইচ্ছামাত্র যদি মনোমত পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ সম্ভব হ'ত মিসেস মিত্তির, তাহ'লে—হাইড্রোসেনিক এসিড—পটাশিয়ম সায়নাইড—আফিম-ধুতরো এবং আর্সেনিকের হাতে এতগুলো প্রাণ নষ্ট হ'ত না। উদ্বন্ধন আর ঢাকুরিয়া লেকের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম।"

"কেন? মিঃ ঘোষের এ বিবাহে কি কোনরকম বাধা উপস্থিত হ'তে পারে বলে আপনি মনে করেন?"

"নিশ্চয়ই করি। সার ভূপেন্দ্র যদিও বা ওকে মেয়ে দিতে রাজি হয়; প্রতিমা দেবী ওকে গ্রহণ করবে বলেত' আমার মনে হয় না।"

"প্রতিমা দেবী! সার ভূপেন্দ্রের মেয়ে? সে কি! আমি যে শুনলুম"—

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি ঠিক জানেন উনি প্রতিমা দেবীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক?"

"বলি, তা' যদি না হবে তাহ'লে সার ভূপেন্দ্রের কাছে কি কখনও সে প্রস্তাব করতে ও সাহস করে? বিবাহটা তো আর তামাসা নয়?"

মিসেস মিত্তির একটু ম্লান হেসে বললেন—"অনেক ক্ষেত্রে ওটা নিছক তামাসা বই কি! কিন্তু, সে যাই বলুন—সার ভূপেন্দ্রের জামাই হওয়া ওঁকেই মানায়!"

আদিনাথ একটু যেন বিচলিত হ'য়ে উঠলো। রায় বাহাদুরকে বললে, "আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা আছে—এক মিনিট ওদিকে আসুন।" বলে রায়বাহাদুরকে ঘরের এক পাশে টেনে নিয়ে গেল।

মিসেস মিত্তির—মিঃ জি-কের কাছে গিয়ে বললেন—"এমন সুখবরটা আপনি আমাদের কাছে চেপে গেছেন?"

"কী সুখবর আবার শুনলে তুমি?"

"আপনি না কি বিবাহ করছেন?"

"বিবাহ করাটা তো একা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না জয়ন্তী। এতে যে একজন অপর পক্ষও আছেন। সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিরও যে সম্মতি চাই?"

"কে সে সৌভাগ্যবতী দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

মিঃ জি-কে চট করে পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে তাড়াতাড়ি মিসেস্ রায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—"যখন একা থাকবে—এই চিঠিখানা ভাল ক'রে মন দিয়ে পড়ে দেখো—"

মিসেস রায় প্রসন্ন হাস্যে বললেন—"আমি জানি। এরই প্রতীক্ষায় পথ চেয়েছিলুম।"

মিঃ জি-কে এর উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ সার ভূপেন্দ্রের ম্যানেজার মিঃ অরুণ সরকার সেই মুহূর্তে এসে মিঃ জি-কের সঙ্গে পরম হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন—"মাই কংগ্র্যাচুলেশনস্! আপনার এই ইলেকশান্ ভিক্‌ট্রিতে আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হয়েছি মিঃ ঘোষ!"

"থ্যাঙ্ক্ ইউ মিঃ সরকার! কিন্তু, আপনার মনিব নিশ্চয়ই

খুব ডিস্-এ্যাপয়েণ্টেড হয়েছেন! তিনি তো আমার বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন!"

"কে বলেছে আপনাকে মিঃ ঘোষ? তিনি শতকরা নিরেনব্বুইজন বাঙালী বাবুর মত নন্। সার ভূপেন্দ্র ইজ এ ম্যান অফ্ প্রিন্সিপল্! তিনি যোগ্য লোক ছাড়া অযোগ্য লোককে ভোট দেন না! সহস্র অনুরোধ উপরোধেও না!—পাবলিক কাজে আপনাকে তিনি ফিটেষ্ট্ ম্যান বলে মনে করেন। তাঁর সমস্ত ভোট আপনি পেয়েছেন।"

"শুনে সুখী হলুম! তাঁর কর্তব্যবুদ্ধি যথার্থই প্রশংসনীয়! কিন্তু, এই ভাবে ব্যবসায়ে সততা রক্ষা করাটাও কি তাঁর উচিত ছিল না?—তাহ'লে তো আজ আর তাঁকে এমন ক'রে পথে দাঁড়াতে হ'ত না!"

"তার মানে? আপনি এ সব কি বলছেন মিঃ ঘোষ?"

"আপনি তাঁর ম্যানেজার। আপনি তো ঢাকবার চেষ্টা করবেনই, কিন্তু, শহরে যে ঢাক পিটে গেল! দেওয়ানজীর ওরিয়েণ্ট্যাল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কি কিছু শোনেন নি?—"

"শুনছি বটে দরজা বন্ধ করবার যোগাড় হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে সার ভূপেন্দ্রের সম্বন্ধ কি?—"

"বাঃ! তাঁর উপযুক্ত পুত্র চঞ্চলকুমার যে দেওয়ানজীর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। আগাগোড়া ব্যাঙ্কের সব জাল হুণ্ডীতে সার ভূপেন্দ্র জামীনদার বলে সই করেছেন···"

"আপনি কি পাগল হ'য়েছেন মিঃ ঘোষ? সার ভূপেন্দ্রকে আপনি চেনেন না! তাঁর পক্ষে এ কাজ করা অসম্ভব!"

"তাহ'লে ছেলে বাপের নাম জাল করেছে নিশ্চয়! ছেলেকে রক্ষা করবার জন্যেও ত' তাঁর যথাসর্বস্ব যাবে?"

"হোয়াই? ছেলের দেনা ছেলে শোধ করবে। সার ভূপেন্দ্রের বিজ্‌নেসের সঙ্গে তো চঞ্চলকুমারের কোনো সম্পর্ক নেই!"

"চঞ্চলকুমার এত 'হেভি লায়াবিলিটি' কেমন করে মিট্ করবে? তার তো আর অন্য কোনো 'এ্যাসেট' নেই?"

"কে বলেছে আপনাকে? এই দেখুন আমার হাতে তার আপটু-ডেট্ এ্যাকাউণ্ট্ আর ব্যালান্সশীট্! 'টু দি পাই' সে ক্রেডিটারদের পাওনা শোধ করতে পারবে। তবে হ্যাঁ, তারপর আর তার নিজের বলে কিছু থাকবে না!"

"তাহ'লে আমি যা শুনেছি সব মিথ্যে?"

"নিশ্চয়! কার কাছে আপনি এ সব গাঁজাখুরি খবর শুনেছেন? নিশ্চয় তার কোনো কু-অভিপ্রায় আছে। কোনো অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হয়ত আপনাকে সে এই সব ভুল বুঝিয়েছে!"

"কু-অভিপ্রায়!—অসৎ উদ্দেশ্যে—"

"নিশ্চয়! ভেবে দেখুন ত' ভাল ক'রে। যার কাছে আপনি এই আজগুবি খবর শুনেছেন, সার ভূপেন্দ্রের কাছ থেকে আপনাকে তফাৎ ক'রে রাখায় তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে কি না?"

"আপনি ঠিক বলেছেন! আমি এ সম্ভাবনাটা একবারও ভেবে দেখিনি! হ্যাঁ, ঠিক···ঠিকই তাই!"

"সার ভূপেন্দ্র চৌধুরীর আপনার সম্বন্ধে খুব একটা 'হাই ওপিনিয়ন' আছে! আপনার এই সাক্‌সেসে তিনি খুব আনন্দিত!"

"তাই না কি ?"

"নিশ্চয়! আমার মনে হয় সম্ভবতঃ সেই জন্যই কোনো লোক আপনার কাছে এই সব বলেছে!—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় হবে ভেবেই তারা আপনাকে সার ভূপেন্দ্রের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায়! আপনি এখানে নূতন এসেছেন, পাড়ার লোকগুলিকে তো ভালো করে চেনেননি। তারা আপনার সরল বিশ্বাস, ভাবপ্রবণতা, সৌহার্দ এবং তাদের সম্বন্ধে আপনার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে!"

"ঠিক বলেছেন মিঃ সরকার! ওরা সব দু'মুখো সাপ! আমি বুঝতে পেরেছি এইবার। কিন্তু···ছিছি! মিসেস মিত্তিরকে দেখছি—চিঠিখানা তাড়াতাড়ি না দিলেই হতো!"

"কিসের চিঠি ?"

"না—সে কিছু না—যাকগে। হ্যাঁ, দেখুন মিঃ সরকার! আপনি কি আজ আর সার ভূপেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবেন ?—"

"করতেই হবে। ইলেকশানের পাকা খবর আর দেওয়ানজী কুঠির লেটেষ্ট সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার ভার দিয়েছেন তিনি আমার উপর!"

"তাহ'লে, দেখুন, আমার একটু উপকার করতে হবে আপনাকে। সার ভূপেন্দ্রকে আমার নাম ক'রে বলবেন যে—সেদিনের উদ্ধত ব্যবহারের জন্য আমি মনে মনে আন্তরিক দুঃখিত। তাঁকে যে সব অন্যায় কথা ব'লে শাসিয়ে এসেছিলেম সেদিন, তার জন্য তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি কাল গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে আসবো।"

"কাল যাবেন আপনি? কাল যে ওখানে—"

"আমি তাঁর কাছে প্রমাণ করে দিয়ে আসবো যে কেন ওরকম একটা অপ্রিয় আচরণ আমি করে এসেছি। এই যে দেখুন না মিঃ সরকার, প্রমাণ আমার সঙ্গেই রয়েছে। এই নিন্—এই জাল হুণ্ডীখানা আপনি আমার হ'য়ে সার ভূপেন্দ্রকে দেবেন, নিয়ে যান—"

"জাল হুণ্ডী!—একি সেই হুণ্ডীখানা?—"

"তা' জানিনি, শুনছি এ রকম আরও অনেকগুলো বাজারে ছেড়েছে ওরা! এ এক প্রকাণ্ড জোচ্চুরি ব্যাপার! আমি সব ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আপনি এটা সার ভূপেন্দ্রকে দেবেন, তিনি বোধ হয়—দেখে সব বুঝতে পারবেন।"

"বাস্তবিক, মিঃ ঘোষ আপনি যে এটা আমাদের হাতে দিয়ে কী উপকার করলেন—"

"উপকার বলবেন না মিঃ সরকার, বরং বলুন উপকারের প্রত্যুপকার! আমি বুঝতে পারছি—সার ভূপেন্দ্র আমাকে সাপোর্ট না করলে আমি কখনই দাঁড়াতে পারতুম না!"

"আচ্ছা, আমি চললুম! সার ভূপেন্দ্রকে আপনার কথা জানাবো! কাল তাহ'লে একটু সকাল করে আসবেন—গুড্ বাই!"

মিঃ অরুণ সরকার চলে যেতেই মিঃ জি-কে রায়বাহাদুর ও বিশু খুড়োকে ডেকে বললেন—"আপনারা কিছু জানেন না—! বড় বাজে কথা বলেন! সার ভূপেন্দ্রের সম্বন্ধে যা-যা শুনেছেন সব মিথ্যে!"

বিশু খুড়ো ঘাড় নেড়ে বললেন—"উহুঁ। মানতে পারলুম না ভায়া!

তুমি ছেলে মানুষ, তোমার অভিজ্ঞতা কম। শাস্ত্রে বলে—'যা রটে তা কতক বটে!—কি বলো রায়বাহাদুর?"

"এই কথাই তো ছেলে বেলা থেকে মা-ঠাকুমার মুখে শুনে আসছি! তবে, যদি চৌধুরীদের সম্বন্ধে ভুল খবরই কেউ দিয়ে থাকে সেটা প্রকাশ হ'তে তো আর দেরী লাগবে না! যা হবার আজকালের মধ্যেই হবে!"

"সেত বটেই! একেবারে শিয়রে শমন! আজ রাত কাটে কিনা?"—বলতে বলতে বিশুখুড়ো ফোগ্‌লা দাঁতে খুব খানিকটা হেসে উঠ্‌লেন।

রায়বাহাদুর গম্ভীরভাবে বললেন—"শুনছি—মিসেস্ মিত্তিরেরও নাকি যথাসর্বস্ব ডুবে গেছে?"

"সেকি! মিসেস্ মিত্তিরেরও—?" মিঃ জি, কে চম্‌কে উঠলেন শুনে।

বিশুখুড়ো বললেন—"তা' যাবে না? দেওয়ানজী কুঠির সঙ্গে অত বেশী মাখামাখি সইবে কেন?—ঐ আদিনাথ ছোঁড়াটা কি কম বিয়ে করবার লোভ দেখিয়ে ছুঁড়িটার সব টাকাগুলো হাতিয়েছে!"

রায় বাহাদুর বললেন—"সেই টাকা নিয়েই তো দেওয়ানজী মশাই আজ লাহোরে লম্বা দিয়েছেন! আর বোধ হয় এ মুখো হবেন না!"

বিশু খুড়ো বললেন—"আরে! সে আর বলতে! কালই সকালে হয়ত খবরের কাগজে দেখবো "ফার্ষ্ট ক্লাস ট্রেণের মধ্যে মৃতদেহ! রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা! কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার দেওয়ান বাহাদুর প্রিয়নাথ বসুর অপঘাত মৃত্যু!—"

মিঃ জি, কে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—"আঃ! থামুন। কী সব যা-তা বকছেন! আজ বুঝি আফিম একটু বেশী চড়িয়েছেন?"

"আরে, আফিম আমি খেয়েছি না তুমি খেয়েছো ভায়া! দেখলে না? ছেলে মেয়ে দু'টো বাপকে গরু খোঁজা ক'রে বেড়াচ্ছে! সঙ্গে আবার সেই হবু-জামাই মাষ্টারটাও জুটে গেছে! আরে মরা গরুকে এখানে কোথা খুঁজে পাবে—ভাগাড়ে যেতে বলে দাও!—"

"ছেলেটা যা-হয় করে খাবে, কিন্তু মেয়েটার কি হবে? হ্যাঁ—বিশুখুড়ো?—"

"তুমি তো বিপত্নীক বাবাজী, বলো না! না-হয় ঘটকালি করি।"

"আঃ, কি যে বলো! ও আমার মেয়ের বয়সী! ওর বাপ দেওয়ান বাহাদুর প্রিয়নাথ বোস—"

"অনেকদিন বাঁচবো বাবা! নাম করতে না করতে এসে হাজির!" বলতে বলতে দেওয়ানজী মশাই এসে উপস্থিত হলেন!

দেওয়ানজী হঠাৎ সেখানে এসে পড়াতে সবাই তাঁকে দেখে যেন চমকে উঠলো।

মিঃ জি, কে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় না ব'লে ক'য়ে সরে পড়েছিলেন? সবাই যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"তা তো বেড়াবেই হে! মস্ত একটা দাঁও মেরে এলুম যে! রোখ পঞ্চাশ লাখ! ব্যাঙ্কের দেনা সমস্ত ক্লিয়ার! এখন আমায় পায় কে? যাক্ সে কথা। যা বলতে এসেছি—ইলেক্‌শনে তোমার জিত হয়েছে শুনে আমি ভারি খুসি হয়েছি।—আমার ওখানে কাল তোমাদের সব ডিনারের নিমন্ত্রণ! সকলের আসা চাই! কোনো ওজর শুনবে না! দি হোল

গ্যাং—নায়া বাংলা না-কী-ওটা তোমাদের? কাম্ ওয়ান্ এণ্ড্ অল!—চললুম, অনেককে এখনো বলতে বাকি!—কোথায়? মিসেস মিত্তিরকে দেখতে পাচ্ছিনি যে!—বলো হে তোমারা—তাকেও নিমন্ত্রণ করে গেলুম।"

সকলকে একেবারে চকিত ও বিস্মিত করে দিয়ে দেওয়ানজী চলে গেলেন।

মিঃ জি, কে মনে মনে বলে উঠলেন—"ও! হয়েছে। রাগিণী দেবীর হঠাৎ দূরে সরে যাওয়ার কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল!"

এই সময় সেখানে আদিনাথ এসে মিসেস মিত্তিরের খোঁজে বাড়ীর ভিতর দিকে পা বাড়াতেই খানসামা সেলাম ঠুকে বললে—"হুজুর! আভি কোইকা অন্দর যানা মানা হায়! মেমসাব এক জরুরি চিঠি পঁড়তেহিঁ—"

"চিঠি পড়তেহিঁ! ঠিক হায়!" বলে আদিনাথ চলে গেল।

মিঃ জি, কে কথাটা শুনে একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন।···তাইতো! চিঠিখানা তাড়াতাড়ি না দিলেই হ'ত! কেন যে মরতে লিখতে বসলুম! সাদার উপর কালির আঁচড়—ওতো আর 'না' বলবার উপায় থাকবে না! কি করা যায় এখন? এই রকম সাত পাঁচ ভেবে বিশু খুড়োকে ডেকে বললেন—"খুড়ো, একটা উপকার ক'রতে হবে। বলো করবে কি না?"

"নিশ্চয়! নিশ্চয় করবো ভায়া! তোমার উপকার করবো না? বলো কি তুমি? কি করতে হবে এখনি বলো!"

"বিশেষ কিছু না। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি একটু থেকে যাও। মিসেস মিত্তিরের কাছে আমার নামে খুব খানিকটা যা-তা নিন্দে করতে হবে তোমায়!—বুঝ্লে?"

"সে কি হে! তোমার নিন্দে কোন মুখে করবো? মুখ খসে যাবে যে!"

"ওসব ন্যাকামো রাখো! নিন্দে করতে তুমি যে সিদ্ধহস্ত সে আমি জানি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমাকে এ জন্য "কুৎসারিণী মেডেল" দেওয়া উচিত! আমি স্ত্রীলোকটিকে একটু পরীক্ষা করতে চাই—বুঝলে না!"

"ও বুঝিছি এইবার! বহুৎ আচ্ছা ভেইয়া! বুদ্ধিমান বটে! বেশ বেশ। তুমি যাও, নিন্দে কাকে বলে তুমি শুনবে পরে।"

"আরে না না! একেবারে খুব বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না! একটু রেখে-ঢেকে বলবে—বুঝলে! নইলে যে আর মুখদর্শন করবে না আমার!!"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝিচি, বুঝিচি, ভায়া, বুঝিচি তুমি কি চাও! আচ্ছা, তাই হবে। তোমার উপর একটু সন্দিগ্ধ ক'রে তুলবো তো?—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটুকু—বাস্! তাহ'লেই হবে।"

"উত্তম! আনন্দের সঙ্গে তোমার এ কাজটুকু করে দেবো।"

"সে আমি জানি! তোমার সব চেয়ে আনন্দ এই পরনিন্দায়!—আচ্ছা আমি চললুম।"

যাবার সময় মিঃ জি, কে রায় বাহাদুরকে ডেকে বলে গেলেন—"রায় বাহাদুর! আমাদের কাজের প্রোগ্রাম কাল ঠিক করা যাবে। সার ভূপেন্দ্রের ওখানে কাল সকালে দেখা হবে—এখন আসি—"

"সার ভূপেন্দ্রের ওখানে কি আর ঢুকতে পাবে? সেখানে কি কোনো আশা আছে মনে করো?"

"যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—ত্রিবিধ আশা এখন আমার মুঠোর মধ্যে!"

"ত্রিবিধ আশা! সেটা আবার কি বস্তু?—বুঝতে পারলুম না তো!"

"বুঝে কাজ নেই এখন! পরে বুঝবেন! কত খালবিল নদীনালা সাগর বুজে গেল—আর আপনি বুঝবেন না? চল্লুম—গুডবাই!"

মিঃ জি, কে চলে যাবার পর রায়বাহাদুর প্রায় অর্ধ-নিদ্রিত অবিনাশ বাবুকে ধাক্কা দিয়ে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—"আদিনাথ কোথা গেল বলতে পারো?"

"তাত' জানিনি। আমি তার একখানা চিঠি বিলি করবার জন্য অপেক্ষা করছি!"

"কার নামে চিঠি?

"মিসেস মিত্তিরের নামে!"

"ও! তাহ'লে তুমি বোসো, আমি চললুম। খুড়ো যাবে?—চলো তোমায় নাবিয়ে দিয়ে যাই।"

"তুমি এগোও বাবাজী! ঘোষ আমার উপর একটা কাজের ভার দিয়ে গেছে। শ্রীমতী মালিনী মাসিকে তার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে।"

"বুঝিছি! আবার ঘটকালি সুরু করেছো! আচ্ছা, চললুম!"

রায়বাহাদুর যাবার পরই মিসেস্ মিত্তির একখানা খোলা চিঠি হাতে করে ঢুকে বললেন—"মিঃ ঘোষ কোথা গেলেন দাদু?—"

বিশু খুড়ো একটা ঢোঁক গিলে বললেন—"কে একটি অল্প বয়সের ফুটফুটে মেয়েছেলে এসে তার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল!"

—পাঁচ

দেওয়ানজী কুঠির বিরাট নাচঘর অনেকদিন পরে আজ আবার দীপমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বহুকাল আগে প্রতি বৎসর ৺পূজার তিন দিন এই বিশাল দেওয়ানজী কুঠি যেন এক মহামহোৎসবের মেলা-ক্ষেত্রে পরিণত হত। বাড়ীর ভিতরেও যেমন পূজার আমোদ চলত, বাইরেও তার অভাব ছিল না। দু'বেলা দিয়তাং ভুজ্যতাং ব্যাপার, পূজার আরতি ও বলিদানের মহাসমারোহ; সারারাত নাচ, তামাসা, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, যাত্রা, পুতুল নাচ, তরজা, কবির লড়াই এত' ছিলই, তা'ছাড়া এই সুসজ্জিত প্রশস্ত নাচঘরে বিশেষ ক'রে বসত', শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঈজীদের প্রতিযোগিতামূলক নাচের আসর। আস্তো দেওয়ান বাহাদুর প্রিয়নাথ বসুর পরিচিত সব বড় বড় সাহেব মেমেরা আর কলকাতার যত মাথাওয়ালা ধনী জমিদারেরা, গায়ক ও বাদক ওস্তাদের দল। চল্‌ত বাঈজীর পর বাঈজীর নৃত্যগীত আর শেরী-শ্যাম্পেন-হুইস্কী-ব্র্যাণ্ডীর অবিরত অবাধ-স্রোত রজনীর তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত। আমোদ-প্রমোদ চলত' অফুরন্ত—যতক্ষণ না অতিথিবর্গ সুরার প্রভাবে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়তেন।

বাইরের বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে বসে যেত সারি সারি নানা সৌখীন খাদ্য ও খেলনার বিপণি; সুসজ্জিত সব পাণের দোকান, নাগর দোলা, মেরি-গো-রাউণ্ড, ইত্যাদি, আর তারই পাশে পাশে দেখা যেত

নানা বয়সের নানা জাতির, নানা রকমের ভিখারীর সমাবেশ! দলে দলে পাড়ার ও বেপাড়ার ছেলে মেয়ে এবং বৌ ঝিয়েরা বিবিধ বর্ণের নূতন বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে গিন্নী বান্নী বা কর্তাদের পিছু পিছু এসে ঘোমটার ভিতর থেকে দেওয়ানজীর কুঠির পূজার ধুম দেখে যেতোই, নইলে যেন পূজার আনন্দ তাদের সার্থক মনে হ'ত না! সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দেওয়ানজী কুঠিতে এই অনন্ত জনস্রোতের বিরাম ছিল না!

কিন্তু সে সব আজ অতীত যুগের ইতিহাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যেন কোন্ প্রাচীন কাহিনীর অন্তর্গত। প্রায় শ বৎসর হ'তে চ'ললো দেওয়ানজী কুঠির দুর্গোৎসবের সে দিগ্বিজ আমোদ-প্রমোদ একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে! পাড়া প্রতি রা বহু কাল এজন্য ক্ষুণ্ণ মনে ছিল,—আক্ষেপ করেছিল, হা-হু করেছিল, কিন্তু, তাদের সে অভাব কিছুদিন হ'ল দূর ক পল্লীর হিতসাধন সভা, 'সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে'র আয়োজন । সবাই জানে রায় বাহাদুর নীলাম্বর সেট প্রমুখ পাড়ার রা এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর বেশ কিছু মোটা রকম সংস্থান করে নেন, কিন্তু পাছে পূজো বন্ধ হ'য়ে যায়, এই ভয়ে তাঁরা কেউ কথা বলেন না! নিঃশব্দে প্রতি বৎসর চাঁদা দিয়ে যান। কেবল ব্রজমাষ্টারকে কমিটির মধ্যে নেওয়া হয়নি বলে সাধারণ সভায় তিনিই প্রতি বছর একা একটু যা গোলমাল করেন। কিন্তু, ভোটে অপর পক্ষের সমর্থনকারীদের সংখ্যা প্রতি বারেই বেশী হয় বলে প্রতিবারই তিনি হেরে যান। কিন্তু অদ্ভুত অধ্যবসায় তাঁর,

তবুও তিনি :প্রতি বছর কমিটির কাছে হিসাব নিকাশের কৈফিয়ৎ দাবী করতে ছাড়েন না। এবার ভলান্টিয়ারদের জন্ম চা-বিস্কুট বাবদ আটশ' টাকা খরচ হল কেমন করে? তার ভাউচার কোথা? ক'জন ভলান্টিয়ার ছিল? কতবার ক'রে তারা চা-বিস্কুট খেয়েছে? এসব প্রশ্ন তিনি করেছেন। পূজায় যে সমস্ত কাপড় জড় হয়েছিল প্রতিমার সামনে, সেগুলি পাড়ার গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ব'লছেন, কিন্তু, আমরা শুনেছি তা রায় বাহাদুর ও অন্যান্য কমিটি মেম্বারদের বাড়ীর ঝী-চাকর ও রাঁধুনী বামুনদের বখ্‌সিস্ করা হয়েছে—এ কথা সত্য কিনা? দরিদ্র-নারায়ণের সেবা বলে কাঙালী সেবা বাবদ যে পাঁচ হাজার টাকা খরচ লেখা হয়েছে তার ফৰ্দ্দ আমরা দেখতে চাই। আমোদ প্রমোদ খাতে সাড়ে সাত হাজার টাকা অপব্যয় করা হ'ল কেন?—ইত্যাদি কঠিন প্রশ্নজালে তিনি কমিটি মেম্বারদের জর্জরিত ক'রে ফেলতেন; কিন্তু—পেটে খেলে পিঠে সয়—এই নীতি-মাহাত্ম্যের মর্ম ব্যাখ্যা করে রায় বাহাদুর তাঁর কমিটিকে সঙ্কল্পে দৃঢ় ও কর্তব্য পালনে শান্ত ও সংযত রাখতে পারতেন। সেই জন্য কর্তৃত্বের অধিকার ও মতভেদ নিয়ে অন্যান্য পাড়ার মত এ পাড়ার পূজো এখনো দু'দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় নি।

কিন্তু সে কথা যাক্। দেওয়ানজী কুঠি আজ বহুদিন পরে আবার আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে বটে, কিন্তু, সে আলোতে তার শ্রীহীন মালিন্য ও অভাবের দৈন্যই যেন বেশী করে পরিস্ফুট হয়ে পড়েছে মনে হ'ল। ঘরের মেঝেয় যে গালিচা পাতা ছিল, তা জীর্ণ ও মলিন, দেয়ালের গায়ের রঙিন চিত্রগুলো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে এবং সোনালী

নানা বয়সের নানা জাতির, নানা রকমের
দলে পাড়ার ও বেপাড়ার ছেলে মেয়ে এ
নূতন বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে
এসে ঘোমটার ভিতর থেকে
যেতোই, নইলে যেন
থেকে মধ্যর
বিরা

কিন্তু এসেছেন সেখানে অভ্যাগত নিমন্ত্রিত সকলেই আজ অনেক দিন পরে দেওয়ানজীর সাদর আবাহনে। এমন কি, সার ভূপেন্দ্র চৌধুরীও সপরিবারে উপস্থিত হয়েছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

বিশাল নাচঘরের একপাশে প্রথমেই চোখে পড়লো চৌধুরী কোম্পানীর ম্যানেজার অরুণ সরকারের সঙ্গে ডাক্তার বিজয় মিত্র দেওয়ানজী কুঠির মালিকের সম্বন্ধেই নিম্নস্বরে আলোচনা করছেন।

"ব্যাপারটা কি সত্যি ?" অরুণ সরকার জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তার বললেন—"সন্দেহের তো আর কোনো অবকাশ নেই ! দেওয়ানজী তো ফেরার্ হয়েছেন।"

"ফেরার্ ! বলেন কি ?"

"কালই খুব জোর কানা-ঘুষো চলছিল যে দেওয়ানজী পালিয়েছেন, কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যের দিকে তিনি ধূমকেতুর মত দেখা দিয়ে আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন। এখানে এসে শুনছি এক জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি ভোরের এক্সপ্রেসে কলকাতা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আপনি বুঝি কিছুই জানেন না ? 'শেয়ার

[illegible] 'বেভি লস্' দেওয়াতে ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্কের অবস্থা

[illegible]

[illegible] কি করে সম্ভব হ'ল ?"

[illegible] বাদের কাছে বাঁধা ছিল তাদের কাছে [illegible] তিনি এটা বেচে ফেলেছেন। আজকের ভোজ [illegible]পয়সায়—লোকের চোখে ধূলো দেবার জন্ম আর কি! কিন্তু, [আ]দালত থেকে যে পেয়াদা এসে ব্যাঙ্কের দরজায় শিল বসিয়েছে এখবর [illegible] আর চাপা নেই!"

"ওঃ বুঝিচি; তা দেওয়ানজী তো পালিয়ে বাঁচলেন, ছেলে মেয়ে [illegible]টার কি হবে ?"

"ছেলেটার ভাবনা নেই, দিদিমার বিষয় পাবে, ক্ষতি হবে মেয়েটার। [মে]য়েটি বড় ভালো। হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে একবার তার বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল না ?"

"চুপ! রাগিণী দেবী এইখানেই ঘোরা-ফেরা করছেন। শুনতে পাবেন। ওঁর বাপ দিতে রাজি হননি! তাঁর আভিজাত্যের মর্যাদায় বাধলো! সার ভূপেন্দ্রের যে কর্মচারি, সে হতে চায় কিনা তাঁর জামাই ? এ স্পর্ধা তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি অনেক দিন।"

"আঃ! এই সব বাজে ভ্যানিটি যে আমাদের দেশ থেকে কবে উঠে যাবে! বংশ মর্যাদা! আভিজাত্য! ড্যাম্-ইট্!"

"তাইবা শেষ পর্যন্ত বজায় রইলো কই ? শুনছি তো সেই প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গেই বিয়ে হ'চ্ছে!"

"তাই না কি ? বিভাসের সঙ্গে ? ছাট ইজ এ গুড্ সিলেক্শান্!"

গিল্‌টিকরা ফ্রেমের স্থানে স্থানে খসে খসে পড়ছে। ঝাড়লণ্ঠনের কাচের ফানুষগুলি পরিষ্কার করা সত্ত্বেও তাদের বিবর্ণতা যেন সম্পূর্ণ দূর হয় নি। আস্‌বাবপত্র সব ছেঁড়া ফুটো পালিশ ওঠা, জোড়া লাগানো; দোরের পুরানো পর্দাগুলোর মেরামতি রিপুর কাজ চেয়ে দেখলেই চোখে পড়ে। মৃতপ্রায় নারীর অধরে করুণ ম্লান অন্তিম হাসির মত মনে হচ্ছিল আজ দেওয়ানজী কুঠির এই দুঃসময়ের উৎসব-আয়োজন।

কিন্তু এসেছেন সেখানে অভ্যাগত নিমন্ত্রিত সকলেই আজ অনেক দিন পরে দেওয়ানজীর সাদর আবাহনে। এমন কি, সার ভূপেন্দ্র চৌধুরীও সপরিবারে উপস্থিত হয়েছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

বিশাল নাচঘরের একপাশে প্রথমেই চোখে পড়লো চৌধুরী কোম্পানীর ম্যানেজার অরুণ সরকারের সঙ্গে ডাক্তার বিজয় মিত্র দেওয়ানজী কুঠির মালিকের সম্বন্ধেই নিম্নস্বরে আলোচনা করছেন।

"ব্যাপারটা কি সত্যি?" অরুণ সরকার জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তার বললেন—"সন্দেহের তো আর কোনো অবকাশ নেই! দেওয়ানজী তো ফেরার্ হয়েছেন।"

"ফেরার! বলেন কি?"

"কালই খুব জোর কানা-ঘুষো চলছিল যে দেওয়ানজী পালিয়েছেন, কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যের দিকে তিনি ধূমকেতুর মত দেখা দিয়ে আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন। এখানে এসে শুনছি এক জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি ভোরের এক্সপ্রেসে কলকাতা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আপনি বুঝি কিছুই জানেন না? 'শেয়ার

স্পেকুলেশনে দেওয়ানজী 'হেভি ল্স্' দেওয়াতে ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্কের অবস্থা যে টলমল !"

"তবে আজকের এ আয়োজন কি করে সম্ভব হ'ল ?"

শুনলুম দেওয়ানজী কুঠি যাদের কাছে বাঁধা ছিল তাদের কাছে আরও কিছু টাকা নিয়ে তিনি এটা বেচে ফেলেচেন। আজকের ভোজ সেই পয়সায়—লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্ম আর কি! কিন্তু, আদালত থেকে যে পেয়াদা এসে ব্যাঙ্কের দরজায় শিল বসিয়েছে এখবর তো আর চাপা নেই !"

"ওঃ বুঝিচি ; তা দেওয়ানজী তো পালিয়ে বাঁচলেন, ছেলে মেয়ে ছুটোর কি হবে ?"

"ছেলেটার ভাবনা নেই, দিদিমার বিষয় পাবে, ক্ষতি হবে মেয়েটার। মেয়েটি বড় ভালো। হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে একবার তার বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল না ?"

"চুপ ! রাগিণী দেবী এইখানেই ঘোরা-ফেরা করছেন। শুনতে পাবেন। ওঁর বাপ দিতে রাজি হননি ! তাঁর আভিজাত্যের মর্যাদায় বাধলো ! সার ভূপেন্দ্রের যে কর্মচারি, সে হতে চায় কিনা তাঁর জামাই ? এ স্পর্দ্ধা তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি অনেক দিন।"

"আঃ ! এই সব বাজে ভ্যানিটি যে আমাদের দেশ থেকে কবে উঠে যাবে ! বংশ মর্যাদা ! আভিজাত্য ! ড্যাম্-ইট্ !"

"তাইবা শেষ পর্যন্ত বজায় রইলো কই ? শুনছি তো সেই প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গেই বিয়ে হ'চ্ছে !"

"তাই না কি ? বিভাসের সঙ্গে ? হ্যাট ইজ এ গুড্ সিলেক্শান্ !"

"বাট্—হোয়াট্ এ্যাবাউট্ বংশমর্য্যাদা—আভিজাত্য—এণ্ড অল দ্যাট্?"

"ও—র‍্যাবিশ্! হ্যাং ইট্! এই যে সার ভূপেন্দ্র এদিকেই আসছেন দেখছি, সঙ্গে রয়েছেন বিভাস—"

"দ্যাট স্নিক্ প্রাইভেট টিউটর্—"

"ও-নো, দি শ্ল্যটর! আপনি ওর ওপর ইন্‌জাষ্টিস্ করবেন না। হি ইজ এ পারফেক্ট জেন্‌টেলম্যান! আজ বিভাসই তো আমাদের হোষ্ট্!"

"আই উড্ লাইক্ টু সি হিজ ঘোষ্ট্!"

সার ভূপেন্দ্র ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে বললেন—"এই যে! ডাক্তার মানুষ, তুমি এখানে কেন? ফলারের নাম শুনলে তোমার বুঝি আর রুগীদের কথা মনে থাকে না? তোমার বাপু বামুনের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল।"

"আজ্ঞে, আমি যে তা' জন্মাই নি—এ আমার পরম সৌভাগ্য, এজন্য আমার সৃষ্টিকর্তাকে আমি প্রত্যহ ধন্যবাদ দিই।"

"কেন? তুমি বুঝি একজন বামুন-হেটার?"

"তা' বলতে পারিনি। তবে এটা ঠিক যে আমি ওই প্যা ...ইট ক্লাসের একজন বলে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করতুম!"

"গুড, তোমার মত মেণ্টালিটি যেদিন ভারতবর্ষের সব ছেলের হবে, সেদিন তোমরা পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পারো—তার আগে নয়!"

অরুণ সরকার জিজ্ঞাসা করলে—"চঞ্চল এখনো এল না কেন ব'লতে পারেন?"

"কি ক'রে বলবো ? হয়ত' সেও প্রিয়নাথের সঙ্গে ফেরার হয়েছে।"

"আজ্ঞে, সে ভয় তার নেই! আমি তার হিসাব-নিকাশ চুক্তি করে দেখেছি—সে পাই-পয়সাটি পর্যন্ত পাওনাদারদের চুকিয়ে দিতে পারবে।"

"পারে, ভালই। আমি কিন্তু এক পয়সাও দেবো না!"

"দরকারও হবে না।"

"ছেলেটা কিন্তু আমার মুখ ডোবালে ডাক্তার!"

"আজ্ঞে, মানতে পারলুম না আপনার এ কথাটা। ব্যবসায় লাভ লোকসান আছেই, ওতো আর ফাঁকি দিচ্ছে না কাউকে। সুতরাং মুখ ডোবার কোনো কারণই ত' ঘটেনি এ ক্ষেত্রে!"

"আহা-হা! তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না! ব্যবসাদার হ'লে বুঝতে —এই যে একটা দেউলে ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্রব রাখা, একজন ফেরার লোকের সঙ্গে কারবার করা—এসব সদ্ব্যবসায়ীর রেপুটেশন একেবারে নষ্ট করে। আমার ছেলে এই সমস্ত এ্যাসোসিয়েশানের মধ্যে ছিল,— আমার মুখে চুনকালি পড়ার পক্ষে ওইটুকুই বথেষ্ট।"

বিভাসবাবু এতক্ষণ চুপ ক'রেছিলেন। কিন্তু এইবার তিনি অতি ধীরস্বরে এর প্রতিবাদ করে বললেন—"দেখুন, সার্ ভূপেন্দ্র! আপনি যে সময়ের 'মর‍্যাল কোড্' আর 'বিজনেস্ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' মাপকাঠি নিয়ে বসে আছেন, পৃথিবী তার চেয়ে আজ প্রায় সত্তর বছর বেশী এগিয়ে গিয়েছে। আজ তার বিধিব্যবস্থা অন্য রকম, নিয়ম শৃঙ্খলা অন্য রকম— নৈতিক বিচারের পদ্ধতিও একেবারে বদলে গেছে! আজকের দিনে ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফ্‌ট ছাড়া ব্যবসা চলে না—'ক্রপ' 'মেশিনারী' প্রভৃতি

হাইপথিকেট্ ক'রে ব্যবসা চালানোয় লজ্জা নেই, 'নাইনটি ডেজ্ সাইটে' হুণ্ডী কাটা চলছে, আজ যদি ব্যবসায় কেউ দেউলে হয়ে পড়ে, রাজবিধি তাকে 'ইনসলভেণ্ট্' ঘোষণা করে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চান্‌স্ দেয়, সুতরাং দেওয়ানজীর ব্যাপারটাকে যতটা লজ্জাজনক বলে আপনি মনে করছেন এ যুগের লোকেরা তা করবে না। চঞ্চলবাবুর ব্যাপার তো একেবারেই কোনো দোষের নয়!"

"কে কি মনে করবে-না-করবে তাতে আমার কিছু যায় আসে না মাষ্টার! আমার মন কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমার জীবনের সুখশান্তি একেবারে গেল!"

"জীবনে সুখশান্তির চেয়েও আরও অনেক বড় জিনিস পাবার আছে, যা আপনারা কোনোদিন ভেবে দেখেন না। তাছাড়া আপনারা যেটাকে সুখশান্তি বলে আঁকড়ে ধরতে চান, সে সম্পূর্ণ একটা অলীক বস্তু! মায়া বা মতিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আপনাকে তাহ'লে আজ স্পষ্ট করেই বলি যে—আপনার এই সুখশান্তির ধারণাই বলুন আর নৈতিক বিচার-বুদ্ধির কথাই বলুন বা বংশমর্যাদা আভিজাত্য আত্মসম্মান ইত্যাদিই বলুন, সব কিছু গড়ে উঠেছে একটা ফাঁকা শূন্য গর্ব ও ভ্রান্ত সংস্কারের উপর।"

সার ভূপেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বিভাসবাবুর মুখের দিকে নিরুপায়ের মত চেয়ে বললেন—"বলো কি মাষ্টার! এ তোমার কোন্ দেশী দর্শন-শাস্ত্র? ফিলজফি পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি! বংশমর্যাদা—আভিজাত্য—আত্মসম্মান—এসব যদি মানুষ না মানে—"

বাধা দিয়ে বিভাসবাবু বললেন—"কি জানেন সার্—আপনি আপনার বংশমর্যাদার নুড়ির স্তূপে দাঁড়িয়ে আভিজাত্যের রঙিণ পালকের তৈরি মুকুট মাথায় দিয়ে আজ সবার উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি একবারও যে দুর্যোগের বন্যা এলে আপনার পায়ের তলা থেকে ওই বংশমর্যাদার নুড়ি পাথরগুলো কোথায় ভেসে গড়িয়ে চলে যাবে—দুর্ঘটনার অগ্নি-সংযোগে ওই আভিজাত্যের পালকগুলো পুড়ে ছাই হ'য়ে ধূলোয় খসে পড়বে। জীবনের সে ভীষণ পরীক্ষার দিন আপনাদের দ্রুত এগিয়ে আসছে—"

"তোমার ও বিলিতি দার্শনিক বক্তৃতা বন্ধ করতো ছোকরা! তুমি কি মনে করো এতখানি বয়স পর্যন্ত আমার জীবনে কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি?"

"এমন অন্যায় কথা কেন বলবো? অভিজ্ঞতা আপনার নিশ্চয়ই আছে, এবং অনেকের চেয়ে বেশীই আছে হয়ত,—কিন্তু তার কার্যকারিতা ও সুফল আমরা পাচ্ছি কই? দেখান আপনি সেই মনের উদারতা যা সকল মানুষকে সমানচক্ষে দেখতে বলে, কই সে সুদূরপ্রসারী প্রশান্ত দূরদৃষ্টি আপনার যা অনাগত ভবিষ্যৎকে অবশ্যম্ভাবী জেনে সসম্মানে বরণ করে নেয়, কই সে অটল ধৈর্য ও অটুট বিশ্বাস আপনার যা প্রসন্ন হাস্যে রূঢ় বর্তমানের ললাটে যুগধর্মের জয়টিকা পরিয়ে দিতে পারে? আপনার সন্তানের কার্যে আপনি আজ লজ্জানুভব করছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি এই লজ্জার হাত এড়াবার জন্য আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, কতখানি সাবধানে প্রতিদিন চলেছেন? সন্তানের প্রতি আপনার সকল কর্তব্য কি আপনি সুসম্পূর্ণরূপে

বরাবর পালন করে এসেছেন? কি দিয়েছেন তাকে আপনি? আর কি-ই-বা দিতে পারেন তাকে আপনি? কী পেয়েছে সে আপনার কাছে—কতটুকু সে দান আপনার? লেখাপড়া শেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন হয়ত; আপনার পয়সা আছে—ধনীলোক আপনি—সে ব্যবস্থাটা হয়ত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু, মনে ক'রে দেখুন দেখি তার চরিত্র গঠনের জন্য, তাকে মানুষ ক'রে গড়ে তোলবার জন্য আপনি নিজের কোনো স্বার্থ ত্যাগ করে প্রকৃত চেষ্টা কখনো [illegible] করেছিলেন কি? নিজেদের বংশমর্যাদা ও আভিজাত্য সম্বন্ধে [illegible]ত সগর্বে ও সাহঙ্কারে তাকে মধ্যে মধ্যে বড় বড় বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু, এমন কোনো চেষ্টা কখনো করেছেন কি যাতে এই বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের গুরুগৌরব তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বদ্ধমূল হয়ে তার আত্মসম্মান জ্ঞানটা তার হৃদয়ের একটা দুর্নিবার স্বাভাবিক গুণ ও প্রকৃতিগত বৃত্তিতে পরিণত হয়?—আপনি নিশ্চয়ই তা করেননি।"

"এ ভাবে যদি তুমি আমাকে জেরা করো তাহ'লে আমি ব'লবো দেশের কোন্ ছেলের বাপ তা করেছে—আমাকে দেখাও!"

"জানি, কোনো বাপই তা করে না। এবং সেটা কেবলমাত্র এই দুর্ভাগা দেশেই নয়, অন্য দেশেও পিতাপুত্রের এই একই ইতিহাস! আপনারা ছেলেপুলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে উপার্জনক্ষম ক'রে তুলতে চান, মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে চান না! তার ফল যা দাঁড়াচ্ছে তা দেখতেই পাচ্ছেন। হাজার হাজার ছেলে যারা দেশকে ও জাতকে বড় করে তুলতে পারতো নানা দিক দিয়ে—তারা সরকারী অফিসে কেরাণীগিরি করে জীবন কাটাচ্ছে। এমন কতলোক দেখতে পাবেন

আজ এ দেশে—যাদের চিন্তা, কল্পনা ও ভাবধারা একরকম, কিন্তু, তাদের জীবন-যাত্রা, কর্ম, রুচি, অভ্যাস সম্পূর্ণ তার বিপরীত! এই দেখুন না তার চাক্ষুস প্রমাণ আপনাদের ঐ ঘোষ সাহেব!—"

ডাক্তার বললেন—"আপনি কি মিঃ জি-কের কথা বলছেন?"

বিভাসবাবু বললেন—"হ্যাঁ, ওই ছোক্‌রার মধ্যে ধাতু ছিল ভাল, কিন্তু ওর অভিভাবকদের দোষে ও গড়ে ওঠবার সুযোগ পেলে না। আমি ওর সমস্ত খবর জানি। ওর বাপ ছিল একটি অলস বিলাসী কর্মবিমুখ অল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সামান্য একটা কি চাকরী ক'রে দিনাতিপাত করতেন। তাশ পাশা এবং দাবাখেলায় তাঁর অবসর কাটতো। ওর মা ছিল বাড়ীর রাঁধুনী চাকরাণী গৃহিণী একাধারে সব। সম্পূর্ণ নিরক্ষর অশিক্ষিতা মহিলা। স্বামীর অর্থোপার্জনের অক্ষমতা ও কর্মে আলস্য দেখে স্বামীকে কোনোদিনই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেন নি, সুতরাং অনুরাগ বা ভালবাসা বলে কোনো কিছুই তাঁর মধ্যে ছিল না। দিনরাত তাঁদের উভয়ের মধ্যে কলহ বিবাদ লেগেই ছিল। এই অপ্রীতিকর আবেষ্টনের মধ্যে জি-কের শৈশব কেটেছিল। ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারলে তাঁর দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচতে পারে এই আশায় ঘোষের জননী বহু কষ্টে তার লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছিলেন। জি, কে লেখাপড়া শিখলে, বি-এ পাশ করলে, তার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবে, তার মার ইচ্ছে ছেলে এটর্ণী হোক, তার বাপ বলে ও ইঞ্জিনীয়ারীং পড়ুক, এমনিতর ত্রিবিধ মতভেদের মধ্যে পড়ে সে খৃষ্টান মিশনারীদের সাহায্য নিয়ে বিলেত পালালো। সেখান থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে সে যখন দেশে

ফিরলে—তখন বাপও নেই, মা-ও নেই! দু'জনেরই কাল হয়েছে এই রকম নানা অবস্থা-বিপর্যয় ও অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ওর বাধাগ্রস্ত জীবন আজও সুপরিণত শৃঙ্খলিত ও সংযত হ'য়ে উঠতে পারলো না। একটা ঝোঁকের বশে যখন যা ইচ্ছে করে বসে। কোনো ব্যাপারেই শেষ পর্যন্ত লেগে থাকতে পারে না। অর্থাৎ চরিত্র ঠিক গড়ে ওঠেনি আর কি!"

"তাতো বুঝলুম মাষ্টার। বক্তৃতাও দিলে খুব লম্বা—বল, তোমার নিজের চরিত্রটা কি গড়ে উঠেছে বলতে পারো?"

"অবশ্য, এ কথা আপনি একশবার জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে একটু ডেলিকেট।"

সার ভূপেন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন।

বিভাসবাবু বিরক্ত হ'য়ে বললেন—"এ কথায় অত হাসবার কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করিনি। আমার চরিত্র-গঠনের জন্য আমার নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই! সৌভাগ্যক্রমে [illegible] এমন অভিভাবকদের কাছে মানুষ হয়েছি যাঁরা সুসংযত ও দৃঢ় চরিত্রের লোক। একটি সুখী ও সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট পরিবারের শান্তি [illegible] মাধুর্যময় আবেষ্টনের মধ্যে আমার শৈশব কৈশোর ও যৌবনের যুগ-সন্ধিক্ষণ আনন্দময় হ'য়ে কেটেছে। আমার মা' জননী ছিলেন কল্পনা-কুশলা বিদুষী, শিল্প ও কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী, তাঁর হৃদয় ও মনে ছিল সূক্ষ্ম রসানুভূতির স্বপ্নময় আবেগ। আমাদের সংসারে ছিল না কোনো অভাবের হাহাকার, কোনো অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উদগ্র বুভুক্ষা। মৃত্যুর করাল ছায়া অকালে এগিয়ে এসে আমার কোনো প্রিয়জনকে দৃষ্টির

অন্তরালে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করেনি। কারো অদর্শনের ব্যাকুলতা পীড়া দেয়নি আমায়—আমার হৃদয় শোকের শেলাঘাতে বিদীর্ণ হয়নি আজও। প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমার প্রথম জীবন-মুকুল ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাই এ জীবনের মধ্যে কোনো খণ্ড বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত অংশের অস্তিত্ব নেই। সমগ্রতার মধ্যেই এর প্রকাশ সুসম্পূর্ণ ও সুপরিণত হতে পেরেছে। আমরা শিখেছি সকল প্রকার আতিশয্যকে পরিহার করে চলতে—তা সে মনেরই হোক বা বুদ্ধিরই হোক।”

“তাহলে তুমি বলতে চাও যে তুমিই একমাত্র মানুষ যার কোনো দিক দিয়ে কোনো ত্রুটী নেই।”

“এত বড় অহংকার করতে পারি এমন স্পর্ধা আমার নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছি যে পিতা-মাতার গুণে ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সুযোগ পেলে সকল শিশুই সত্যকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে।”

ডাক্তার বিজয় বললেন—“আপনি ঠিকই বলেছেন, একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি আপনার এ কথা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।”

সার ভূপেন্দ্র বিদ্রূপ করে বললেন “বলো কি ডাক্তার? তবে কি তুমিও মাষ্টারের মত এক জন নির্দোষ নিখুঁত সুসম্পূর্ণ মানুষ বলে দাবী করো নিজেকে?”

“আজ্ঞে তা’না করলেও অন্ততঃ মিঃ জি-কে ঘোষের চেয়ে মানুষ হিসেবে নিজেকে ছোট বলে মনে করি না!”

“দেখ—তোমরা ঘোষকে যতটা ছোট বা হীন বলে মনে করো, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ও তা নয়। ওর মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে—”

বাধা দিয়ে বিজয় ডাক্তার বললেন—"কী এমন আছে ওর মধ্যে যা কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য ?—"

"উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ওর মহৎ হৃদয়—ওর সৎসাহস ও নির্ভীকতা—"

ডাক্তার বিজয় এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন "কী তার প্রমাণ পেয়েছেন আপনি ?"

সার ভূপেন্দ্র তাঁর পকেট থেকে দেওয়ানজীর সেই জাল হুণ্ডীখানা বার করে ডাক্তারের হাতে দিয়ে বললেন "এই নাও তার 'ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স !' পড়ে দেখ এটা !" ডাক্তার বিজয় সেটা পড়ে দেখে চমকে উঠে বললেন—"একি—এ যে সেই চঞ্চলের নামে চালানো জাল হুণ্ডীখানা ! এ আপনি কোথায় পেলেন ?"

"চেয়ে আনতে হয়নি, টাকা দিয়ে কিনতে হয় নি, ঘোষ নিজেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিশিষ্ট ভদ্রলোক মাত্রেই যা করে থাকে। কোনো সর্ত করেও পাঠায় নি সে ! উদারহৃদয়, মহৎ যুবা, সোনার চাঁদ ছেলে সে। আজ থেকে আমার বাড়ীতে সে পরম আত্মীয় রূপে গণ্য হবে। আমি বলে পাঠিয়েছি তাকে।"

ডাক্তার বিজয়ের মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। অত্যন্ত বিনয় নম্র কণ্ঠে সে বললে—"আর একবার এটা ভাল করে ভেবে দেখলে হ'ত ! আমি আপনার দিক থেকে এবং আপনার কন্যার দিক থেকেও এরূপ করাটা—অর্থাৎ—ওই লোকটাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক সুবিবেচনার কাজ হবে বলে মনে করিনি—"

"দয়া করে তুমি আমায় এসব অযাচিত পরামর্শ দিতে না এলেই আমি সুখী হবো। ঘোষ তোমাদের অনেকের চেয়ে সকল বিষয়ে

শ্রেষ্ঠ ছেলে! অন্ততঃ তার সহজ সরল ব্যবহার এবং নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য সে তোমাদের চেয়ে বড়। তোমাদের মত সে নিজের মনোভাব গোপন রেখে ভালমানুষ সেজে বেড়ায় না!"

বিজয় কুণ্ঠিত হয়ে বললে—"আপনি কি আমার কথা বলছেন?"

সার ভূপেন্দ্র একটু যেন রাগত ভাবেই বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার কথাই বলছি। হ'তে পারো তুমি আমার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান, কিন্তু, তা'বলে কে তোমাকে প্রত্যহ দু'বেলা যখন তখন সময় নেই অসময় নেই আমার বাড়ীতে আসতে অনুরোধ করেছে? তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ অসুখ বিসুখ নিয়ে, কিন্তু তুমি দেখি অসংকোচে আমার পারিবারিক ব্যাপারে আমার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে, তেড়ে এসে মাথা গলাও! এ কোন্ দেশী ভদ্রতা হে তোমার?—"

"কিন্তু......" বিজয় ডাক্তার একটু যেন থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বললে "কিন্তু—সে তো—আপনারই—"

বাধা দিয়ে সার ভূপেন্দ্র বলে উঠলেন "কিন্তু—কি? কিন্তু—কি? তুমি কি মনে করো আমি বুঝতে পারি না কিছু? তুমি কি আমার কল্যাণ কামনার জন্য আসো? তোমার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে আসা-যাওয়া করো।"

"দেখুন, এ কিন্তু আপনার অন্যায় অভিযোগ—"

"অন্যায় অভিযোগ কি সে? বলবো কি তবে তুমি কেন ঘন ঘন আমার বাড়ী আসা-যাওয়া করো আর প্রাণপনে আমার খোসামোদ্ করো—?"

"বলতে আমিও অনেক কিছু পারি, কিন্তু—বলিনা, সে শুধু আপনার খাতিরে—আপনারই মানরক্ষার জন্যে—"

"থাক্ থাক! আর ভাল মানুষ সাজতে হবে না! আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনি তোমাদের মত সব দুমুখো লোককে! হ্যাঁ, ছেলে বটে ঘোষ! নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা, কারুর খোসামোদের ধার ধারে না—! আমি তার 'নায়া বাংলা'র দলে ভর্তি হবো। অরুণ! অরুণ! কালই তুমি মিঃ জি-কে ঘোষের নামে একখানা হাজার টাকার চেক 'নায়া বাংলা' দলে আমার ডোনেশান বলে পাঠিয়ে দিও তো—বুঝলে?"

অরুণ সরকার বললে—"যে আজ্ঞে! চেক খানা কি মিঃ ঘোষের কেভাবে 'ড্র' করবো?—"

"নিশ্চয়!"

এমন সময় রায় বাহাদুর নীলাম্বর সেট এসে হাজির হলেন। স্যর ভূপেন্দ্র দেওয়ানজী বাড়ী এসেছেন দেখে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কি! আপনি এখানে?"

"কেন? আসতে নেই? ভদ্রলোক নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এলো—আর আমি আসবো না? দেশের লোক কি সবাই তোমার মত এমনি হাম্‌বাগ!—"

"দেওয়ানজীর পাওনাদারেরাও ঠিক ঐ কথাই বলছে—যে-যত বড়লোক—সে তত বেশী জোচ্চোর! কিন্তু; কি আশ্চর্য!—আপনার ভবিষ্যদ্বাণী দেখছি অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল!"

"আশ্চর্য হবার এতে কিছুই নেই, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই, এ অতি সাধারণ সত্য!"

"কিন্তু, এত শীগ্‌গির যে এমন হবে আপনি কি করে বুঝতে পারলেন?"

"অতি সহজে! এ ব্যাপারের দিন দুই আগে প্রিয়নাথ যে আমার কাছে এসেছিল কিছু টাকার জন্যে!"

বিভাস বাবু শুনে বললেন,—"টাকাটা যদি আপনি সেই সময় দিতেন, তাহলে বোধ হয় আজ এ সর্বনাশ তাঁর হ'ত না! আমরা বাঙালী ব্যবসায়ীরা পরস্পরকে সাহায্য করি না বলেই কেউই বেশী দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি না। নিজেদের মধ্যে একটা সদ্ভাব প্রীতি ও 'কো-অপারেশন' না থাকায় ব্যবসায়ে আমাদের উন্নতিও হয় না! আমরা করি পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি, দ্বেষা-দ্বেষি, শত্রুতা, বিবাদ! বড় হ'তে চাই পরস্পরকে মেরে, একে অন্যের সর্বনাশ করে! তাই আমাদের মাথায় পা দিয়ে এগিয়ে চলেছে ইংরেজ, মাড়ওয়াড়ী, ভাটিয়া, সিন্ধী—পাঞ্জাবীরা। বাংলা দেশ নিঃশেষ করে শোষণ করছে তারা, আর বেকার আমরা অনাহারে আত্মহত্যা করছি!"

সার ভূপেন্দ্র বিরক্ত হ'য়ে বললেন—"তুমি বড় বাজে বকো মাষ্টার! তোমাদের সাহায্য করবে কে? তোমরা যে গোড়া থেকেই ফাঁকি দেবার ফিকির খোঁজো! 'অনেষ্টী' বা সততা বলে তো তোমাদের মধ্যে কোনো বালাই নেই! প্রিয়নাথ গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে আমার কাছে গেছলো মিথ্যা কথা বলে বোকা বুঝিয়ে ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় করতে!—বুঝলে? তখন তাকে টাকা দেওয়া মানে—এক জোচ্চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া! সে যে পাততাড়ি গুটিয়েছে এ ভালই হয়েছে! অনেক লোক নইলে তার হাতে পড়ে সর্বস্বান্ত হ'তো!"

"যেমন আপনার ছেলে চঞ্চল হয়েছে—কি বলেন?" বলে বিভাস বাবু একটু অর্থপূর্ণ বাঁকা হাসি হাসলেন।

"কই! আমাদের দেওয়ানজী মশাইকে দেখতে পাচ্ছিনি কেন?—" বলতে বলতে মিঃ জি, কে, ঘোষ এসে উপস্থিত হলেন। সামনেই সার ভূপেন্দ্রকে দেখতে পেয়ে তিনি খুব নত হয়ে সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। সার ভূপেন্দ্র সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিশেষ হৃদ্যতার সহিত মিঃ জি, কে'র সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং প্রীতকণ্ঠে বললেন—"আরে—এসো এসো—ঘোষ এসো। তোমার নির্বাচনে আমি যে কত খুসি হয়েছি অরুণ বোধ হয় তোমায় সেকথা জানিয়ে এসেছে!"

সবিনয়ে মিঃ জি, কে, বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ; সে আপনারই দয়ায় আর রায় বাহাদুরের অনুগ্রহে, নইলে আমার আর এমন কি গুণ বা যোগ্যতা আছে বলুন—"

বাধা দিয়ে সার ভূপেন্দ্র বললেন—"তোমার বয়সের ইয়ংম্যানদের মধ্যে আমি তোমাকেই সব চেয়ে যোগ্যতর বলে মনে করি। আমার বাড়ী তুমি যখন খুসি যাবে—বুঝলে। আমি তোমাকে আমার পরিবারের মধ্যে একজন বলে মনে ক'রতে গর্ব বোধ করবো!"

"এ আমার পরম সৌভাগ্য সার্! আপনার মত উন্নত, উদার ও মহৎ ব্যক্তির আশ্রয় পেলে আমি ধন্য হবো।"

এই সময় পাড়ার আরও জনকতক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলেন। বিভাসবাবু তাঁদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হলেন, এবং তাঁরাও একে একে সার ভূপেন্দ্রের সঙ্গে আলাপে মগ্ন হলেন।

এই ফাঁকে প্রতিমাদেবী এসে মিঃ জি, কে'র সঙ্গে করমর্দন করে বললেন—"আমার সানন্দ-অভিনন্দন নিন্!"

মিঃ জি, কে, আশাতীত উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললেন—"সত্যই কি আমার সাফল্যে আপনি আনন্দিত হয়েছেন প্রতিমা দেবী ?"

"শুধু তাই নয় মিঃ ঘোষ, বাবার কাছে কাল যে কথা শুনলেম তাতে, আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকতে পারছিনি !"

"না, না, সে আর—এমন কি—"

"দেখুন, মিঃ ঘোষ, আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। আপনাকে প্রথমটা ভুল বুঝে আপনার সঙ্গে আমরা যে অভদ্র ব্যবহার করেছিলেম, বলুন—আপনি আমাদের সে অপরাধ সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলেন !"

"আপনার অপরাধ—প্রতিমা দেবী। আমার কাছে ?···সেও কি সম্ভব ?"···

"না না, দেখুন, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, জানি, আমাদের সে আচরণ অমার্জনীয়, কিন্তু, সে জন্যে আপনিও কতকটা দায়ী ! আপনার দোষেই ত'—না না, মিঃ ঘোষ, দোষ আমাদেরই ! কিছু মনে করবেন না। কি করলে আপনি আমাদের প্রশান্ত মনে ক্ষমা ক'রে আবার বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারেন বলুন ?"

"যথার্থই কি আপনি আমার বন্ধুত্ব চান ? যদি বলি—আপনি কি তা করবেন—?"

"নিশ্চয় করবো। আমাদের অন্যায় অপরাধের সেই দুরপনেয় কলঙ্ক মুছে ফেলবার জন্য আমি সব করতে প্রস্তুত ! আপনি বলুন মিঃ ঘোষ, কি হলে—"

"বাধা দিয়ে মিঃ জি, কে, উচ্ছসিত কণ্ঠে বললেন—"এ আমার অপ্রত্যাশিত—স্বপ্নাতীত—সৌভাগ্য প্রতিমা দেবী! যে, আপনি আমাকে আমার মনের কথা আপনার কাছে অসঙ্কোচে জানাবার সুযোগ ও অধিকার দিচ্ছেন। তাহলে বলি শুনুন প্রতিমা দেবী আপনাকে আজ, আমার জীবনের সব চেয়ে বড় আকাংখা—"

রাগিণী দেবী এই সময় ব্যস্ত হয়ে এসে প্রতিমা দেবীকে বললেন, "বেশ মজার লোক তো ভাই, সারা বাড়ী খুঁজে সারা! শীগ্‌গির এসো, আমি একলা কি সামলাতে পারি! অতিথি পরিচর্যার ভার নেবে এসো।"

প্রতিমা দেবীর হাত ধরে তৎক্ষণাৎ রাগিণী দেবী তাঁকে বাড়ীর ভিতর টেনে নিয়ে গেলেন।

মিঃ জি, কে অত্যন্ত হতাশ হ'য়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ এই সময় রায়বাহাদুরকে দেখতে পেয়ে এক মুখ হেসে বললেন—"যাত্রাশুভ বন্ধু! আমার মনস্কামনা বোধ হয় এতদিনে পূর্ণ হলো! আজ আমার নিজেকে কি ব'লে মনে হচ্ছে জানেন? মনে হ'চ্ছে—আমি যেন আজ কোন্ এক স্বর্গ-বিজয়ী দেবরাজ!"

"কাল থেকেই এ কথা মনে হচ্ছে বলো! নির্বাচনের জয়-নিনাদ তো কালই তোমার কাণে এসেছে।"

"আরে রেখে দিন মশাই আপনার নির্বাচন! এ অন্য ব্যাপার! আমার জীবনের যা ছিল একান্ত কাম্য, পরম আকাংখার ধন, ভগবান আজ আমার হাতে তাই তুলে দিতে চান! এ নির্বাচনের ক্ষণিক জয়ধ্বনি নয়, এ আমার জন্ম-জন্মান্তর-ধন্য-করা-পুণ্যপ্রেমের রাজটিকা—"

"বুঝিছি! তোমার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়েছেন তাহলে? কখন তুমি তাঁর উত্তর পেলে? আদিনাথের হাতে তোমার চিঠির জবাবটা তিনি পাঠিয়েছেন বুঝি এখানে?"

"আদিনাথ? তার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ?"

"সে যে আমাকে বলছিল একদিন, যে তোমার হয়ে একটি মেয়ের কাছে তাকে ওকালতী করতে হবে। তুমি নাকি সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছো তাকে?"

"ননসেন্স! আপনি বুঝি মিসেস্ মিত্তিরের কথা মনে করছেন?"

"সেই রকমই তো বিশুখুড়োও আমায় বলেছিল—যে তুমি—"

"পাগল হয়েছেন আপনি? আদিনাথ নিজেই মিসেস্ মিত্তিরকে বিবাহ করবার জন্য ব্যাকুল—!"

"ও-ও! এইবার বুঝিচি। অরুণ সরকার বললে বটে আমাকে! তা, আমি তখন ভাল ক'রে কান দিই নি কথাটায়—"

"অরুণ সরকার! সে আবার কি বলেছে?"

"হ্যা হ্যা, বলেছে হে, বলেছে! শুনেছি আমি—রাগিণীর সঙ্গে তোমার বিবাহ আজ পাকাপাকি হয়ে যাবে!"

"আমার সঙ্গে? রাগিনীদেবীর বিবাহ! মিঃ সরকার আপনাকে বলেছেন?"

"হ্যা, একটু আগেই যেন বললে।"

"আপনি কি বলছেন, রায় বাহাদুর? আপনার কি মাথা খারাপ? যার বাপ আজ দেনার দায়ে পলাতক—"

"কিন্তু মেয়ে তো আর পলাতকা নয়?"

—"হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ! এই যে চাঁদের হাট বসে গেছে দেখছি!" বলতে বলতে বিশুখুড়ো এসে ঢুকলেন। "এই যে ভায়া! তোমাকেই খুঁজছি!"—বলে মিঃ জি-কের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—"ধন্য তুমি! কাল বলে এসেছিলে না—?—তোমার নামে একটু নিন্দে করতে ছুঁড়ির কাছে—?"

মিঃ জি-কে চমকে উঠে বললেন—"ও! হ্যাঁ হ্যাঁ, তা' শুনে কি বললেন তিনি আপনাকে?—"

"আরে ভাই! সে যদি দেখতে, তোমারও প্রাণে ব্যথা লাগতো! ঝর্ ঝর্ করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো মেয়েটার! বার বার আমাকে বলতে লাগলো—"কেন আপনি আমাকে শোনালেন এসব কথা? তারপর, সেই যে উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকে খিল এঁটে বিছানায় উপুড় হ'য়ে পড়লো, শত সাধ্যসাধনায় আর উঠলো না, সাড়াও দিলে না। কারুর কাছে আর মুখ দেখালে না! তার সে অবস্থা দেখে আমার যদিও মনে খুব কষ্ট হ'ল, কিন্তু, এই কথা মনে করে আবার বুকটা আমার আনন্দে ভরে উঠলো, যে, ভায়া আমার খাঁটি হৃদয়ের গভীর প্রেম লাভ করতে পেরেছ—এ সংসারে যা একান্তই দুর্লভ!...যাক্, আমি বেশী কিছু বলতে চাইনি, কিন্তু, এমন করে একটি নিরীহ স্ত্রীলোকের কোমল অন্তরে নিষ্ঠুরের মত আঘাত করা—এ কিন্তু তোমার ভাল হয় নি।"

"যাকগে, সেজন্যে আর আপনি দুঃখিত হবেন না—"

"না না, সে তোমায় বলতে হবে না, দুঃখিত হবো কেন; বরং, সত্যি কথা বলতে কি—ভারি খুসি হয়েছি শুনে! আজ সকালে গেছলুম একবার দেখা ক'রতে। কত আদর যত্ন করলে, কত কি খাওয়ালে!

বললে "দাদু, তোমার কথাই রাখলুম। আবার কণে-চন্দন আর রাঙা-চেলি পরবো! এই ফাগুনেই আমার বিয়ে! তুমি আমায় সম্প্রদান করবে! কেমন? এই দেখো তোমার নাতজামাই আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে—" বলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে একখানা রঙীন চিঠি তার ব্লাউসের বুকের ভিতর থেকে বার করে আমার চোখের সামনে বারকতক নেড়ে অধরে স্পর্শ করে আবার সেটি ব্লাউসের বুকের ভিতর পুরে ফেললে! আনন্দ যেন আর তার সে ক্ষুদ্র দেহে ধরছে না! সর্বাঙ্গে যেন বিপুল পুলকের বন্যা এসেছে!

"বলেন কি? এই ফাগুনেই বিয়ে করতে রাজি হয়েছে? চিঠিখানা দেখালে বুঝি আপনাকে?—"

"আশীর্বাদ করি ভায়া তোমরা সুখী হও! সুখী যে হবে সে বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই! অনেক দেখে শুনে বুড়ো হয়ে গেলুম! তোমার নির্বাচনের তারিফ করি। মেয়েটি বড় ভালো!"

"রাবিশ!—অল্ বোগাস্!—ননসেন্স!—"

"রাবিশ কি হে? কী বলছো? আমার কথা বোগাস্? বিশ্বাস না হয় তুমি নিজে চলো—চলো, এখনি তোমায় যেতে হবে।"

"না না, আপনি বোধ হয় মস্ত একটা ভুল করছেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি হয়ত! এই ফাগুনেই কেমন করে বিবাহ হ'তে পারে? দেওয়ানজী পলাতক! ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্কের দরজায় তালা পড়েছে, মিসেস্ মিত্তিরের যথা সর্বস্বত'—"

"তুমি ঘোড়ার ডিম জানো! সে অত হাঁদা মেয়ে নয়। তার জুয়েলারী, নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ সমস্ত ইম্পিরীয়েল ব্যাঙ্কে

সেফ্-কাষ্টাডিতে জমা আছে, আমি খুব ভালরকম জানি। আর সে বড় কমত নয়—প্রায় লাখ তিন চার হবে—"

"সে আর কিছু অবশিষ্ট নেই বিশু দা ; ইস্কুলের পিছনে সব নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে—"

"কে বলেছে তোমাকে এসব গাঁজাখুরি আষাঢ়ে গল্প। ইস্কুল তো ওর একটা মস্ত আয়! 'গভর্ণমেণ্ট্ এ্যড্' পায় বেশ মোটা রকম। 'কর্পোরেশন গ্রাণ্ট্' আছে যা—সেও বড় কম নয়। ডো[illegible]ন, চাঁদা, পোড়োদের মাইনে, মাস গেলে ইস্কুল থেকেও স্কু[illegible] পাঁচশো টাকা উপায় করে মেয়েটা, সমস্ত খরচ খরচা বাদ।"

"বলো কি বিশুদা'? একি সত্যি খবর? ঠিক জানো তুমি?"

"আরে! আমার হাত দিয়েই তো সে-সমস্ত ও ব্যাঙ্কে পাঠায়! আমি জানবো না ত' কি হরির খুড়ো মাধাই দাস জানবে?"

"তা' সে যাই হোক খুড়ো, বেল পাকলে কাকের কি বলো ত'? আমি তো জানো,—ও ফাঁদে পা দিতে নারাজ! সেই জন্যই ত' তোমায় সেদিন এমন ক'রে বলে এসেছিলুম যে আমার নামে তুমি খুব নিন্দে করো ওর কাছে, যদি তাতে ঘাড় থেকে পেত্নী নেমে যায়! হ্যাঁ ভাল কথা—তুমি যেন এসব বিষয় কারুর কাছে গল্প কোরোনা খুড়ো!"—

"আরে না না, সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! এ কি আবার একটা গল্প করে বেড়াবার মত বিষয়?"

"এই জন্যই তো তোমায় এত ভালবাসি দাদু!"

"ওরে খোকা, আমায় ভালবেসে তো আর পেট ভরবে না! বিয়ে

যদি করো—আর দেরী কোরোনা; ঘর ভরে যাবে। [illegible] পার ? কথা যদি শোনো:—দোহাই তোমার, প্রেম ক'রে বিয়ে কোরোনা।"

"সে কি দাদু! জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতাই যে প্রেমে!"

"তবে মরোগে যাও মুখ থুবড়ে পড়ে! দিবা-স্বপ্নের তন্তুজালে জড়িয়ে জীবনটাকে দুর্বহ ক'রে তোলগে!"

'শুভবাণী' সম্পাদক অবিনাশ বাবু হন্তদন্ত হ'য়ে এসে মিঃ জি-কে ঘোষকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"দেওয়ানজীর ব্যাপারটা কি কালকের কাগজে প্রকাশ করা হবে?—"

মিঃ জি-কে এর উত্তরে কি বললেন শোনা গেল না। আর একপাশে রায় বাহাদুর তখন সার ভূপেন্দ্রকে বোঝাচ্ছিলেন—"আপনি ভয়ানক ভুল করছেন। এর মধ্যে ওর মহত্ব বলে কোনো পদার্থই নেই! জাল হুণ্ডীর কোনো মূল্য নেই জেনেই ও কাণা-গরু ব্রাহ্মণকে দান ক'রেছে—"

"আমি কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে পারছি নি, রায় বাহাদুর। ছেলে মানুষের কি এত পাকা বুদ্ধি হ'তে পারে—?"

"বেশত! এখানে তো বিশুখুড়ো উপস্থিত রয়েছেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন?—"

বিশুখুড়ো তাঁর নামটা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে বললেন—"কি বাবা! এ গরীব ব্যাচারাকে নিয়ে টানাটানি চলছে কেন?"

সার ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"ঘোষ কি তোমাকে একখানা হুণ্ডী দেখিয়েছিল একদিন?"

"হ্যাঁ দেখিয়েছিল বটে! ভালকথা,—কি হ'লো বলোতো তার?"

"সে পরে শুনো। তুমি কি তাকে বলেছিলে যে হুণ্ডীখানা চোতাকাগজ, এর কোনো সই-টই আসল নয়, প্রত্যেক হরফটা জাল ?"

"আরে, সে আমি ওকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম ! শুনে ও কি করে—দেখবার জন্যে ?"

ডাক্তার বিজয় হাসতে হাসতে বললেন "যদি ফেলে দেয়—তাহ'লে কুড়িয়ে নেবে ওখানা—এই মতলবে ছিলেত ?"

"হ্যাঁ, আমায় পুলিশে ধরুক আর কি ? দশ হাজার টাকার হুণ্ডী আমার কাছে দেখলে কি রক্ষে রাখবে ?—"

"তুমি কি চঞ্চলের সইটাও জাল বলেছিলে—না—কেবল আমার সইটাই জাল বলেছিলে ?—"

"আরে যখন জালই প্রমাণ করতে বসেছি তখন কি আর একটা আসল—একটা মেকি বলা চলে ? কাজেই, ও দুটো সইই জাল বলতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু, সে নিছক ঠাট্টা ভায়া ! রগড় দেখবার জন্য তামাসা করিছিলুম, মাইরি বলছি ! এর জন্যে কি আমায় কোনো ফ্যাসাদে পড়তে হবে নাকি ?"

"না না, সে সব কিছু ভয় কোরোনা। আচ্ছা তোমার কথা কি সে বিশ্বাস করেছিল ?—"

"একেবারে বেদবাক্যর মত ! ছোকরার এ গুণটা কিন্তু আছে, যে যা বলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে।"

"হুঁ ! বুঝিছি রায় বাহাদুর ! তুমি যা বলছো—তা' হ'লেও হ'তে পারে।"

ডাক্তার বিজয় উত্তেজিত ভাবে বললে—"হ'তে পারে কি সার? আসল ব্যাপারই তাই! হুণ্ডীখানা একেবারেই জাল জেনেই ও মিঃ সরকারের হাতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। এ একটা ওর চালবাজী আর কি? আপনাকে ধোঁকা দিয়ে আবার আমাদের ওখানে ঢোকার মতলব—বুঝতে পারছেন না?"

রায় বাহাদুর বললেন—"সে কথা ঠিক। চোতা কাগজ রেখে কোনো লাভ নেই জেনেই ও ছোকরা আপনার সঙ্গে এই চালাকী করেছে! মহত্বের অভিনয় দেখিয়ে আপনাকে ঠকিয়েছে—"

"অর্থাৎ, আর একবার আমাকে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলে ওই নচ্ছার ছোঁড়া! হারামজাদা—পাজী—ছুঁচো—"

"বলি—ব্যাপারটা কি হয়েছে আমায় সব বুঝিয়ে বলো তো?" বলে বিশুখুড়ো খুব আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—।

"সে তুমি পরে শুনো—" বলে সার ভূপেন্দ্র রায় বাহাদুর ও ডাক্তারকে ডেকে আর একধারে নিয়ে গিয়ে বললেন—"এখন উপায় কি বলো? জামাই আদরে ছোঁড়াটাকে ডেকে অভ্যর্থনা করে নিলুম, বাড়ীতে আসবার নিমন্ত্রণ পর্যন্ত ক'রে বসেছি। ঐ দেখনা মীরা, প্রতিমা, রাগিণী প্রভৃতির সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মত দিব্যি মিশে গেছে! লোকে দেখলেই বা বলবে কি?—"

ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে বললে—"আপনি যদি অনুমতি দেন—আমরা এখনি ওকে এখান থেকে তাড়াতে পারি।—"

"একি আমার বাড়ী যে আমি ওকে এখান থেকে তাড়াবার অনুমতি দেবো?"

"আজ্ঞে, অনুমতি না দিতে পারেন, আপনার ইচ্ছাটাও তো আমাদের জানাতে পারেন ?—"

"আরে ইচ্ছে তো করছেই—এখনি গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিই। কিন্তু, তার তো উপায় নেই—এ যে পরের বাড়ী।"

"কিছু ভাববেন না, গলা ধাক্কাই দেবো, কিন্তু হাতে নয়, কাজে—"

"হাতে নয়—কাজে !—সে আবার কি হে ?—"

"এই দেখুন তবে।" এই বলে ডাক্তার বিজয় রায়বাহাদুরকে এক কোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস্-ফিস্ ক'রে কি বললে। রায়বাহাদুর ঘরের মাঝখানে এসে একখানা চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে আরম্ভ করলেন—

"সমবেত ভদ্রমহিলা ও আমন্ত্রিত মহাশয়গণ ! আজ আমি আপনাদের সকলের কাছে এক অতি আনন্দ সংবাদ বহন ক'রে এনেছি। এই ফাল্গুনের প্রথম শুভ লগ্নে সার-ভূপেন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা প্রতিমা সুন্দরী দেবীর সঙ্গে আমাদের সকলের বন্ধু, আর্তের সেবক, রোগীর পরিত্রাতা, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সবিশেষ অভিজ্ঞ ও শরীরবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তার বিজয়কুমার মিত্রের শুভ পরিণয় মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হবে—"

ঘরশুদ্ধ লোক উল্লাস-কলরবে করতালি দিলে। মেয়েরা আনন্দে উলুধ্বনি করে উঠলো।

ডাক্তার বিজয় গিয়ে প্রতিমার হাত ধরে নিয়ে এসে সার ভূপেন্দ্রের পায়ের কাছে মাথা নত করে প্রণাম জানালে দুজনে !

মিঃ জি, কে উত্তেজিত ভাবে সেখানে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—

"প্রতিমা দেবীর বিবাহ ?—ডাক্তার বিজয়ের সঙ্গে ?—এই ফাল্গুনে ?—একি সত্যি সার ?"

বিশুখুড়ো বললেন—"রায়বাহাদুরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে! বাপেরই এক বেতনভোগী চিকিৎসকের সঙ্গে সার ভূপেন্দ্রের মেয়ের বিয়ে—এও কি সম্ভব! আরে ছোঃ—"

"এ বিবাহে নিশ্চয়ই আপনার সম্মতি নেই!" বলে মিঃ জি, কে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সার্ ভূপেন্দ্রের মুখের দিকে চাইলেন।

সার ভূপেন্দ্র নিরুপায়ের মত ভঙ্গী করে বললেন—"কি আর করি বলো? শেষটা তোমার দলেই আমায় ভিড়তে হ'ল দেখছি;—আভিজাত্য গর্ব বজায় রাখতে হ'লে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে হয়, এবং তা যদি করি—তোমার আগামী কালের নায়া বাংলার দল আমার উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠবে! তার চেয়ে তোমাদের খাতায় নাম লেখানটাই দেখছি নিরাপদ! ডাক্তার যে এই রকম একটা কিছু সাংঘাতিক মতলব এঁটে বসে আছে—এ সন্দেহ আমার গোড়া থেকেই ছিল।"

ডাক্তার বিজয় করজোড়ে বললেন—"আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। দয়া করে সন্তানের অপরাধ নেবেন না!"

ইতিমধ্যে রায় বাহাদুর আবার একবার ঘরের মাঝখানে চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"আরও একটি আনন্দের কথা আমি আপনাদের শোনাবো—আপনারা সকলে মন দিয়ে শুনুন, আজ যিনি এই দেওয়ানজী কুঠির কর্ত্রী স্থানীয়া হয়ে অতিথিবর্গের পরিচর্যায় নিরত রয়েছেন, সেই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী অন্নপূর্ণারূপিণী কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাগিণী

দেবীর সঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর দর্শনশাস্ত্রের বহুদর্শী অধ্যাপক মনীষী শ্রীমান বিভাসচন্দ্রের সহিত শুভ পরিণয় এই ফাল্গুনেই সুসম্পন্ন হবে।"

আবার আনন্দ রোল, করতালি ও উলুধ্বনি উঠলো। বিশুখুড়ো কাণে আঙুল দিয়ে উঠে বললেন—"ব্যাপার কি? এ ফাল্গুনে যে একেবারে মিলনের মড়ক লেগে গেল দেখছি! বিবাহের ব্যাসিলি এ পাড়ায় একটু বেড়েছে বোঝা যাচ্ছে।"

মিঃ জি, কে এবার উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠলেন—"এ সম্পূর্ণ মিথ্যা সংবাদ! রাগিণী দেবী নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করবেন।"

কিন্তু, দেখা গেল পরক্ষণেই বিভাসবাবু ও রাগিণী দেবী পরস্পরে হাত ধরাধরি করে এসে সার ভূপেন্দ্রকে প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে।

সার ভূপেন্দ্র দু'হাত তুলে আশীস্ জানিয়ে বললেন—"স্বাস্থ্য, স্বস্তি, আয়ু ও যশের অধিকারী হয়ে তোমরা দু'জনে সুখে শান্তিতে ও আনন্দে তোমাদের উভয়ের মিলিত জীবন সার্থক ও ধন্য করো।"

বিশুখুড়ো বললেন—"তাহ'লে আমিও একটা সুসংবাদ দিই, আমারও বিবাহের—"

বাধা দিয়ে সার ভূপেন্দ্র বললেন—"তোমার বিবাহ? এ বয়সে! ভীমরতি হয়েছে নাকি?"

বিশু খুড়ো হেসে বললেন—"আমারও একটি বিবাহের সংবাদ বহন করে এনে দেবার সৌভাগ্য ও সুযোগ উপস্থিত হয়েছে—আমাদের পৌরসভার নব নির্ব্বাচিত তরুণ প্রতিনিধি শ্রীমান গজেন্দ্রকুমার ঘোষ—যিনি মিঃ জি, কে নামে সকলের নিকট পরিচিত—"

স্যার ভূপেন্দ্র, ডাক্তার বিজয়, বিভাসবাবু, রায় বাহাদুর সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন—"মিঃ ঘোষ! তাই নাকি? তাই নাকি? আমাদের জি-কে-র বিবাহ! বেশ! বেশ! সে কবে গো? কবে হবে? কার সঙ্গে?—"

অবিনাশবাবু এই সময় ভয়ানক কেসে উঠলেন। মিঃ জি-কের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন—"ঘোষ! শোনো—শোনো—একটা বড় ভুল হয়ে গেছে—"

বিশুখুড়ো বিরক্ত হয়ে উঠে বললেন—"বড় বেরসিক ত! খবরের কাগজের লোক মাত্রেই কি এই রকম?"

মিঃ জি কে হাত তুলে অবিনাশবাবুকে কিছু বলতে নিষেধ করলেন।

অবিনাশবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন—"কিন্তু—এ—বিবাহ ব্যাপার—"

রায় বাহাদুর বললেন—"নিশ্চয়! কাল তোমার কাগজে নির্বাচিত বর-কনেদের ছবি দিয়ে এ বিবাহ ব্যাপার বড় বড় টাইপে ছেপে প্রকাশ করবে।"

বিশুখুড়ো বললেন—"আরে—আমার এ বিবাহ সংবাদটাও যে যাওয়া চাই! পাত্র তো শুনলে তোমারই কাগজের একটি প্রধান স্তম্ভ!—আর পাত্রী হচ্ছেন—"

অবিনাশবাবু বললেন—"কিন্তু আপনি যা সংবাদ দিতে চাচ্ছেন—তাতে—"

রায়বাহাদুর তর্জন করে উঠে বললেন—"তাতে হয়েছে কি? শুভ সংবাদ অবশ্যই প্রকাশ করবেন আপনি—।"

"আজ্ঞে, আমার কাগজখানা ঠিক 'প্রজাপতি সমাজ' বা 'বিবাহ-সহায়ক সমিতি'র মুখপত্র নয়। তবে, এসব বিবাহের কথা অবশ্যই স্বতন্ত্র—"

মেয়েরা বলে উঠলেন,—"কণের খবর কিন্তু আমরা এখনো পেলুম না বিশুদা!"

বিশুখুড়ো বল্লেন,—"আরে দেখ না ভাই দিদিরা; এই খবরের কাগজওয়ালার জ্বালায় কি আমাদের কথা কয়েও সুখ আছে? জি-কে সাহেবের কণে হচ্ছেন আমাদের সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্রী—এই যে কণে স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন দেখছি!"

জয়ন্তী দেবী ঘরে ঢুকলেন। মিঃ জি-কে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতেই চারিদিক থেকে করতালি আনন্দ-কলরোল ও উলুধ্বনিতে কক্ষ মুখরিত হ'য়ে উঠলো!

মিসেস্ রায় লজ্জায় তাঁর সরম-রাঙা মুখখানি নত করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিশু খুড়ো বললেন—"লজ্জা কি মাসি! আজ এখানে প্রজাপতির হাট বসে গেছে! এই ফাল্গুনে শুধু কি তোমারই একলার বিবাহ? আমাদের রাগিণী দেবীর বিবাহ—"

"ও! বুঝিছি! হাঁ, শুনিছিলুম বটে!" ব'লে মিসেস্ রায় একবার মিঃ জি-কের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—"আদিনাথবাবু আমায় বলেছিলেন বটে, রাগিণী দেবীর পাণিগ্রহণের জন্য আপনি

বিশেষ উৎসুক! তা' এরকম স্ত্রী পাওয়া সৌভাগ্য সাপেক্ষ। আমি আপনার গুড্‌লাকের জন্য”—

মিঃ জি-কে চমকে উঠে বললেন—“আমি? না না, হয়ত তুমি ভুল শুনেছো—বিভাসবাবুর সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে।”

বিশু খুড়ো বললেন—“আরও শোনো দিদি, আমাদের প্রতিমা দেবীরও বিবাহ স্থির হয়েছে এই ফাল্গুনেই।”

“ও! হ্যাঁ! এইবার বুঝিচি—আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন মিঃ ঘোষ!—আপনার বহু আকাঙ্ক্ষিত ও মনোমত—”

বাধা দিয়ে মিঃ জি-কে বললেন—“আরে, না না—কি তুমি বলছো? ডাক্তার বিজয়ের সঙ্গে ওর বিবাহ স্থির হয়েছে! আচ্ছা, তোমাকে আমি কাল যে চিঠি দিয়েছি, তা কি পড়ো নি?”

“হ্যাঁ, পড়েছি বৈকি! পড়ে মন স্থির করে সেই রাত্রেই উত্তর দিয়েছি। আমি আজ আরও ছুটে এলুম মিঃ ঘোষ আপনাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে!—”

মিঃ জি-কে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু—এই সময় আদিনাথ ছুটে এসে দু'হাতে মিঃ জি-কের দু'হাত ধরে সজোরে নেড়ে দিয়ে পরম উল্লাসে বলে উঠলো “বন্ধু! তুমি যে অবিনাশবাবুর কাছ থেকে আমার চিঠি চেয়ে নিয়ে নিজের হাতে এঁকে দিয়ে আমার জন্য এতটা সুপারিশ করবে আমি তা কোনো দিনই ভাবি নি! তোমারই দয়ায়—তোমারই অনুগ্রহে—আমি আজ এঁকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেয়ে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি! আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো!”

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করে উঠলেন—"সে কি! সে কি! জয়ন্তা দেবীর বিবাহ তাহ'লে আদিনাথের সঙ্গে?...মিঃ ঘোষের সঙ্গে নয়?—"

মিসেস্ মিত্তিরকে নিয়ে আদিনাথ একত্রে সার্ ভূপেন্দ্রকে প্রণাম করলেন। চারিদিকে আবার করতালি—আনন্দ কলরোল ও উলুধ্বনি উঠলো!

মিঃ জি-কে অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে রইলেন। তারপর অবিনাশবাবুর গলার চাদরটা চেপে ধরে তর্জন ক'রে উঠলেন—"রাস্কেল্! তোমার জন্যই এই গণ্ডগোল হ'য়ে গেল! কার চিঠি সেদিন আমাকে দিয়েছিলে?—"

অবিনাশবাবু ভয়ে থতমত খেয়ে ঢোক গিলে আমতা আমতা ক'রে বললেন—"আমার কোনো দোষ নেই ঘোষ, বিশ্বাস করো ভায়া! তুমি ব্যস্ত হয়ে এসে চিঠিখানা চাইলে, চোখে একটু ঘুম ধরেছিল তখন, কাজেই ঠিক ঠাওর করতে পারিনি! তোমার চিঠি মনে করে আমি আদিনাথ ভায়ার চিঠিখানাই তোমার হাতে দিয়ে ফেলেছিলুম! তুমি কেন ভাই চিঠিখানা শ্রীমতীকে দেবার আগে একবার দেখে [illegible] না? চোখ বুজিয়ে দেওয়াটা কি তোমার উচিত হয়েচে?

বিশুখুড়ো বললেন, "আরে ভাই চোখ চেয়ে দিলেও ওই ভুলই হ'ত! জানোনা কি শাস্ত্রে বলে—প্রেম মানুষকে 'অন্ধ' করে!"

এ কথায় ঘরশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো। মিঃ জি-কে ভীষণ চটে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—বিশুখুড়ো বল্লেন—"আমার ঘটক-বিদায়টা মনে থাকে যেন!"

ঘরশুদ্ধ লোক আর একবার হো হো শব্দে হেসে উঠলো।

এমন সময় দেওয়ান বাহাদুর প্রিয়নাথ বসু ও চঞ্চলকুমার ঘরে ঢুকে বললেন—"চলুন সব, জায়গা হয়েছে !"

সকলে বিস্মিত হয়ে তাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল ! দেওয়ানজী বললেন—"আমাকে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছেন না ? আমি এই একটু আগে স্পেশাল এয়ারোপ্লেনে দমদমে এসে নেমেছি। একটা টেলিগ্রাম পেয়ে সকালেই ছটার এয়ারমেলে দিল্লী চলে গেছলুম ! খবর পেয়েছি চঞ্চল আর আমি যে কাজটায় নেমেছিলুম, তাতে আমাদের দশলক্ষ টাকা লাভ হয়েছে !"

সার ভূপেন্দ্র চৌধুরী বললেন—"অল বোগাস্ !"

চঞ্চল বললে, "না বাবা, দেওয়ানজীর কথা মিথ্যা নয়। এই দেখুন সে টেলিগ্রাম আমার কাছেই রয়েছে।"

সার ভূপেন্দ্র টেলিগ্রাম পড়ে ব'ললেন—"দেওয়ানজী কাল টেলিগ্রাফিক্ ট্রান্সফারে দশ হাজার টাকা কোথা থেকে পাঠালে ? আমি তো ওকে রিফিউজ্ করেছিলুম !"

দেওয়ানজী ব'ললেন—"তুমি তো আর খেটে খাওনা ভাই, বরাতে খাচ্ছ ! যে গোপালগঞ্জ তোমায় আমি সাধাসাধি করে নেওয়াতে পারিনি, বোম্বের মিউচুয়্যাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশানের প্রতিনিধিরা এসে কাল বাড়ী বয়ে তার এগেন্সটে টাকা দিয়ে গেছে।"

"ও সব তোমার বাজে কথা ! ও ভাঁওতায় আমি ভুলিনি !"

বিভাসবাবু বললেন—"ব্যাপারটা যে একটুও মিথ্যে নয়—আমি তার একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী !"

বিশু খুড়ো ব'ললেন—"শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, আর শ্বশুরের সাক্ষী জামাই!"

চঞ্চলকুমার হেসে বললেন—"কিন্তু টাকাটা তো আর মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারে না দাদু! আজ ব্যাঙ্ক-আওয়ারের মধ্যেই রেমিটান্স্ এসে গেছে যে! এবং আমার অংশের পাঁচ লাখ টাকা অরুণ সরকার মারফত বাবার কারবারেই জমা পড়েছে।"

মিঃ অরুণ সরকার বললেন—"আমি প্রস্তাব করছি যে আজ থেকে দেওয়ানজী-কুঠির সঙ্গে চৌধুরী কোম্পানির আর প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি না ক'রে এই দুই বাঙালীর ব্যবসায় একত্রে মিলিত হ'য়ে একটি বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক!"

বিকাশবাবু বললেন—"আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।"

অতঃপর স্যর ভূপেন্দ্র চৌধুরী ও দেওয়ান প্রিয়নাথ বসু পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

সমবেত অতিথি অভ্যাগত সকলেই আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলো।

মীরা দেবী তখন দেওয়ানজী-কুঠির প্রকাণ্ড রয়েল পিয়ানোটা বাজিয়ে গাইছিলেন—

—আজি ক্ষণে ক্ষণে, ওগো, জাগে মনে
একি মিলন মোহন সুর!
ভুবন ভরিল সুখ স্বপনে—
আলোকে পুলকে হাসে পুর—

—শেষ—

বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই!—কাজেই তোমার যা সব প্রস্পেক্‌টিভ ছেলে
ধ'রে বেড়ানো ছাড়া উপায় কি?—"

"ছিঃ ছিঃ! বিজয়! তোমার সেই সব কিছুর ডার্ক সাইড্ দেখা অভ্যেস এখনো যায় নি দেখছি! লোকের দোষটি খুঁজে বেড়ানো যেন তোমার স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে! ওঁর মেয়ের সম্বন্ধে তুমি কি জানো, যে ফস্ করে একটা রিমার্ক করে বসলে?—"

জি, কে আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন—বিজয় ডাক্তার বাধা দিয়ে ব'ললেন—"রাগিণীকে আমি এতটুকু বেলা থেকে দেখছি!—দেওয়ানজীর সঙ্গে স্যর্ ভূপেন্দ্রের বাক্যালাপ নেই বটে, কিন্তু ওঁর মেয়ে প্রতিমার সঙ্গে রাগিণী বরাবর একসঙ্গে পড়েছে। দু'জনের মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব! রাগিণী ত' লুকিয়ে প্রায়ই স্যর্ ভূপেন্দ্রের এখানে আসে—প্রতিমার সঙ্গে দেখা করতে!"

জি, কে প্রশ্ন ক'রলেন—"তোমার সঙ্গে তাহ'লে আলাপ আছে?"

ডাক্তার বিজয় একটা ঢোক গিলে একটু যেন ইতস্তত ক'রে ব'ললেন—"হ্যাঁ—তা আমরা পরস্পরকে জানি বৈ কি!"

জি, কে, উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন—"মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগে—? সত্যি করে বলো!—"

বিজয় বললেন—"বড় ভালো মেয়ে! অমন বাপের যে অমন মেয়ে কি ক'রে হ'ল আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই!"

জি, কে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ব'ললেন—"তুমি ঠিক বলেছো। অবাক্ হবার মতই মেয়ে বটে! আমি তো বিলেতে অনেক ভালো ভালো মেয়ের সঙ্গে [illegible]

...র্ পর্যন্ত সব ক্লাসের মেয়েই দেখেছি, কিন্তু এই রাগিণী ... কাছে তারা দাঁড়াতে পারে না! যেমনি পড়াশুনোয়, তেমনি শিল্পকলায়, তেমনি গৃহকর্মে—অতি আশ্চর্য মেয়েটির নৈপুণ্য! দেওয়ানজী বিপত্নীক তুমি ত' জানো! ঐ মেয়েই অত বড় সংসারের গৃহকর্ত্রী; কি সুশৃঙ্খলে যে সংসারের সমস্ত কাজ খুঁটিয়ে করে' দেখলে আশ্চর্য হবে!"

ডাক্তার বিজয় বললেন—"তাইতো ভাবি, অমন বাপের অমন মেয়ে কি ক'রে হ'ল?"

মিঃ জি, কে, বললেন—"কেনই বা না হবে? ওঁর বাপকে আমি যতদূর জানি—এক্‌টি বিশিষ্ট ভদ্রলোক তিনি! দায়িত্বজ্ঞান আছে, লেখাপড়া জানেন, যথেষ্ট উদার প্রকৃতি, একজন কাল্‌চার্ড লোকের যেমন হওয়া উচিত"—

—"শালুক চিনেছেন দেখছি গোপালঠাকুর! কালচার্ড লোকই বটে! বাংলা খবরের কাগজ পড়লেই যদি লেখাপড়া জানা লোক হওয়া যায় তাহ'লে মূর্খ এ দেশে কেউ নেই বলতে হবে! তোমার ঐ 'শুভবাণী'তে লেখা রাবিশ আর্টিকেলগুলো পড়ে তোমাকে খুব বাহবা দেন বুঝি?"—

জি, কে, গম্ভীর হয়ে ব'ললেন—"যিনি তাঁর কন্যাকে এমন একজন বিদুষী গুণবতী আদর্শ মহিলারূপে গড়ে তুলতে পারেন তাঁকে আর যে মূর্খ ব'লতে চায় বলুক—আমি বলতে পারবো না!"

বিজয় ডাক্তার এবার হো হো করে হেসে উঠে বললেন—"ওঃ! বুঝিচি। তুমি বুঝি ঐ মেয়েটার প্রেমে পড়েছো?—তা' তোমার পছন্দর আমি নিন্দে করতে পারি না, প্রেমে পড়বার মত মেয়ে বটে, কিন্তু—"